প্রকাশক ঃ
শ্রীবিধানচন্দ্র সার
৮/১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ
শ্রীসনৎ দাস

প্রথম প্রকাশ ঃ
৮ই অক্টোবর, ১৯৫৯

মুদ্রণ ঃ
শ্রীপরেশনাথ গোস্বামী
শ্রীআর্ট প্রেস
৫/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

শ্রীমান অনন্তকুমার বারিক
শ্রীমতী কিরণময়ী বারিক
যুগলকরকমলে

ভূ মি কা

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নকশা-জাতীয় সরস ব্যঙ্গনিবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। স্থূল লঘু রসের আস্বাদন ও পরিবেশন এগুলির মূল কথা। স্বল্প-পরিসরে রচিত এই 'নকশা' শ্রেণীর রচনাগুলিতে চরিত্র ও কাহিনী বিন্যাসের সুচিন্তিত এবং সুবিস্তৃত অবকাশ নেই প্রায় ক্ষেত্রেই কাহিনী-বিন্যাসে সূক্ষ্ম চাতুর্যের চেয়ে সমকালীন পরিবেশ-আশ্রয়ী নানা অসংগতির চিত্রই বড় হয়ে ওঠে। তার কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে সামাজিক দুর্নীতি ও সমস্যাগুলির চিত্রচয়ন বা রেখাচিত্রের উপস্থাপনাই বড় কথা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উদ্ভট কৌতুকাবহ ঘটনার প্রাধান্য এই জাতীয় সমাজচিত্রগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যেতো। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিল্পগত মূল্যের চেয়েও এগুলির মধ্যে প্রচারপরায়ণতার আত্মপ্রকাশ বেশী ঘটেছে। প্রচারধর্মী উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে নকশাগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই জীবনরহস্যের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। তথাপি লেখকদের জীবনদৃষ্টির তারতম্যে, উপস্থাপনার ভংগীগত স্বাতন্ত্র্যে এবং রসসৃষ্টির মৌলিক পার্থক্যের কারণে কিছু কিছু নকশা জীবনরসে সমৃদ্ধ, উচ্চতর শিল্পরসেও মণ্ডিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশ-কাল ও সমাজের পরিবর্তিত মানচিত্রের পটভূমিতে নকশার স্থানিক-সংস্থান অধিকতর বিস্তৃত হয়েছে—গদ্য-নকশা, পদ্য-নকশা, নাট্য-নকশা ও সংগীত-নকশার আকারে এই শাখাটি নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে। সামাজিক মূল্যমানের সঙ্গে সাহিত্যিক রসশৈলীর প্রকরণগত দিকটিও একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। পরিবর্তিত মানবিক ও সামাজিক পরিবেশে, মনোবিজ্ঞানের বস্তুবাদী চেতনার নিরিখে এ-কালের আত্মিক জটিলতার নানা সংকট-মোচনের ক্ষেত্রেও এই নকশা জাতীয় রচনা একেবারে অচলিত নয়। 'বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের' প্রবহমান বৈজ্ঞানিক সূত্রে তাই একালে রচিত নকশায় চালচিত্রের পরিবর্তন এসেছে অনিবার্যভাবেই। দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণে, রস-রুচির ভিন্নতার দরুণ, পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে বিশ্লেষণের ও রস-পরিবেশনের স্বাভাবিক দূরত্বের কারণে—সে কালের তুলনায় এ-কালের নকশায় স্বাতন্ত্র্য আছে। ভবিষ্যৎ সমাজেতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও সেগুলি অবলম্বন। হুতোমের নকশা প্রসংগে এই ভাবীকালের সংকেতকে স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"হুতোম কলকাতার আকাশে শ'খানেক বছর আগে

যে সমস্ত নক্শা উড়িয়েছিলেন, সেগুলি এখনও আধুনিক ভব্যসভ্য কলকাতার আকাশে মহানন্দে উড্ডীয়মান। নক্শা বা টুকরো টুকরো ঘটনা আর তার সঙ্গে ঝালমসল্লা মেশানো হুতোমি মন্তব্য কলকেতাই চলতি বুলিতে খুলেছে ভালো।" এ-সংকলনে বিধৃত এ-কালের নক্শাগুলির মধ্যে পাঠক-পাঠিকা কালপ্রবাহে পরিবর্তিত সামাজিক বক্তব্য বা কলাবিধির উপস্থাপনার প্রকরণগত পার্থক্যও সহজেই ধরতে পারবেন। ফলে এই বিশেষ শাখাটির সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি। সরস ব্যঙ্গনিবন্ধের লঘু রেখাচিত্রেও সামাজিক মানুষের আত্মরূপ দর্শন সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এ-কালের নক্শাগুলি সাহিত্যিক গুণে বঞ্চিত নয়—মনে হয়, সমধিক পরিপুষ্ট। শ্লেষ-ব্যঙ্গ সেকালের নিতান্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক বাঁধাধরা ছক্ কেটে বুদ্ধিদীপ্ত স্বাতন্ত্র্য এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সাহিত্যে 'নক্শা' বলতে বোঝায় চিত্রোপস্থাপনা, রেখাচিত্র—ইংরেজী 'স্কেচ্' জাতীয় রচনার সংগে যা অনেকটা সমার্থক। নক্শার আর এক অর্থ—"Something odd, ludicrous, or the like"; উদ্দেশ্যের স্বাতন্ত্র্য রচনা-রীতির মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য আনে। এককালের কলকাতার ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বাবু ব্যক্তিদের কদাচার সমাজের নানা 'কুৎসিত রীতিকে' ব্যঙ্গ উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে তৎকালীন বাংলাদেশে লোকচিত্তবিনোদনের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি ও পাণ্ডিত্যের গোঁড়ামি এবং ভণ্ডামি, ইংরেজী শিক্ষিতের আত্মাভিমান বা ইংরেজী-শিক্ষিতের প্রতি অকারণ উপেক্ষা বা বিদ্বেষ, সমাজ ও সাহিত্যে সংস্কার-প্রবণতা, মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে উগ্রতা, নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রচলন, মদ্যপান, হিন্দু ছেলেদের অন্নপ্রাশন, উঁচু উঁচু খেতাবের জন্যে উল্লম্ফন ও লালসা, ব্রাহ্মধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয়বৈচিত্র্য সেকালের নক্শায় দেখা দিতে লাগল। গদ্যে-পদ্যে-সংগীতে-নাট্যাকারে রচিত এই নক্শাগুলির মধ্যে প্রহসনের পূর্বরূপ লক্ষ্যগোচর হয়। গদ্যে এই জাতীয় সমাজচিত্র-কথনের সূচনা সম্ভবতঃ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সাপ্তাহিক সমাচারপত্র 'সমাচার দর্পণে'—'বাবুর উপাখ্যান' নামক রচনায়। আদি রূপের নিদর্শন হিসেবে ভূমিকাতেই আমরা এই নক্শাটির বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করছি। বাংলা নক্শার ভূমিকায় 'বাবুর উপাখ্যানের'-ও ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। আলোচ্য সংকলনের 'ভূমিকা'-তেই তাই মূল 'বাবুর উপাখ্যান' সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত হল :

বাবুর উপাখ্যান :—অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন

অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বুদ্ধিমান আদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচরদ্রূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনাজন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেস্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্বদা দুঃখী কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যাগ দান করেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স ছয় মাস হইল অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত নামকরণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাসৎ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিয়ত সভায় থাকেন এবং কুলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা কহিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে সে কি কি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

ইহার তাবতেরি চিহ্ন আছে ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কত কাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কি২।

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদর্য্য কত২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেল্যা গায়ত্রী শিখিলেই হয় কপালে থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদর্য্য ও মান্য দেওয়ানজীর পুত্র অনেক আভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয়বোধ জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোক হইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন-শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী

আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠীগুলান দেখিবামাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়্২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার বাদার্থ করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনে২ করেন যে আশ্চর্য্য আমি আপ্ত বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহরী কিম্বা মুনশী অথবা কেরাণী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জ্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পুর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

'বাবুর উপাখ্যান' এরপরেও 'সমাচার দর্পণে' (৯ই জুন ১৮২১ থেকে ১৬ই মার্চ ১৮২২ সাল পর্যন্ত) পরিচ্ছেদ-ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বাবুর উপাখ্যানের বর্ণনা নক্‌শা মাধ্যমে রূপায়িত হত। এটি একটি স্বীকৃত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'ভাঁড়' তাঁর 'গুলজারনগর' নামক নক্‌শায় লিখেছেন "পুরুষ পরম্পরায় দুর্নীতি সংশুদ্ধি উদ্দেশে কেউ নক্‌শা করলে কি প্রস্তাব লিখ্‌লে এঁরা ঐ লেখকদের কুকুর লেলিয়ে দিয়ে থাকেন তার দরুণ সহরে ইতরামি, বাঁদরামি বেড়ে যায়। ভাঁড়ামির গুণ ও নক্‌শার রস, এখনকার চেয়ে পূর্বকার বড়মানুষেরা ভাল বুঝতেন, আক্ষেপ এই যে, এখনকার লোক অধিক চতুর হয়ে, অধিক পোড়েশুনে নক্‌শা ভাঁড়ামি কম বোঝেন।" সমাজ-স্বরূপের ভাঁড়ামীর চিত্রায়ণে এরপরেই নক্‌শা-রচয়িতা হিসেবে দৃপ্ত পদক্ষেপ ঘটল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিদেশী মিশনারী ও স্বদেশী কালা পাহাড়দের আক্রমণ থেকে সনাতন হিন্দুধর্ম এবং সদাচারকে রক্ষা করবার জন্য যে নক্‌শাগুলি তিনি রচনা করেছিলেন···তার মধ্যে প্রতিভা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় আছে। 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস'-এর সংক্ষেপিত সংকলনের মধ্য দিয়ে কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটেছে।

দাশরথি রায়ের 'বিধবাবিবাহ' নামক পাঁচালী-নক্‌শা এই সামাজিক আন্দোলনের উপর আলোকপাত করে। রূপচাঁদ পক্ষীর 'সংগীত রস কল্লোল'

থেকে সংকলিত 'কলিকাতা বর্ণন' তৎকালীন নাগরিক কলকাতার 'গাইড-পুস্তিকা'রূপে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ও হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের দু'টি রঙ্গ-নক্‌শা এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একদা বটতলা থেকে প্রচারিত রহস্যগল্পের ও চুটকি-ঠাট্টার বইগুলি গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত ছিল। অবশ্য ডঃ সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিলেন না, শঙ্করতরঙ্গ নামে রাজার যে পার্শ্বসহচর দেহরক্ষী ছিলেন—তিনি বাগ্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ভাঁড় ছিলেন না। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' পুরোপুরি নক্‌শা নয়—অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কলকাতার চিত্রচয়নে সরসতা এবং কৌতুকের দ্বারা লেখক তাঁর উপস্থাপ্য চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তথাপি কাহিনী-প্রধান নক্‌শার ধর্ম এর কোন কোন আখ্যানে আছে।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (শর্মা) রচিত 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'—১৮৬৩ তে রচিত। "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২) তৎপূর্ববর্তী। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—'হুতোম প্যাঁচা মহাশয়ের অনুগামী হইয়া' লেখনী ধারণ করেছেন। কিন্তু হুতোমী রচনারীতি তিনি সম্ভবতঃ আয়ত্ত করতে পারেননি—নক্‌শাসুলভ চিত্রকলার চেয়ে চরিত্র-রচনায় তিনি অধিকতর সার্থক। তথাপি নক্‌শাজাতীয় ধারায় তাঁর ভাঁড়ামী-দক্ষতা, প্রতিপালকের মনোরঞ্জনের কারণে 'মুখভ্যাঙ্‌চানো', তৎকালীন বাঙালী সমাজের বিকৃত স্তরের চরিত্র-চিত্রাঙ্কন, বটতলার সাহিত্যদর্শের অনুসরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর নক্‌শাটিকে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হুতোমের অনুগামী হয়েও অনুরাগী হতে পারেননি বলে তাঁর রচনাটি হুতোমের পূর্বে বিন্যস্ত হল—এতে তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে হুতোমের নিজস্ব ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়বে। 'কলকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯) ভোলানাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল বলে এবং টেকচাঁদের ধারার উপলব্ধির সহায়ক হিসেবে সংকলনে জুনিয়র টেকচাঁদকেও হুতোমের আগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক কালক্রম কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে সাজালেও এই দুই লেখকের সহাবস্থান পরস্পরের পরিপূরক হবে বলে মনে হয়। লেখকদের জন্মসালকেই ক্রমসজ্জার মান হিসেবে ধরে এর পরে বিদ্যাসাগরের 'ব্রজবিলাস' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসংগেই 'বঙ্গদর্শন' থেকে সংকলিত হয়েছে 'ইংরাজ স্তোত্র' এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর রোজনামচা'

গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' একটি উল্লেখযোগ্য নাট্য-নক্শা। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা নক্শা সাহিত্যের যথার্থ দিক্-নির্ণায়ক। হুতোমের আগেও প্রহসন-কল্প এই জাতীয় আরও কয়েকটি নক্শার পরিচয় লাভ করা যায়—বিশ্বনাথ মিত্রের 'কলিরাজার মাহাত্ম্য' (১৮৫০), রামধন রায়ের 'কলি চরিত' (১৮৫৫) নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির 'কলিকুতুহল' (১৮৫৩) ও 'কলিকৌতুক' (১৮৫৮)। হুতোমের তীব্র-তীক্ষ্ণ আক্রমণের সংগে তাঁর ভাষারীতি এবং লেখনভংগী সহৃদয় সামাজিকদের কাছে কতোখানি প্রিয় বা অপ্রিয় হয়েছিল—তারই পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নক্শা প্রথম পর্বের সমাপ্তি অংশে 'পরিশিষ্টের' মতো সংযোজন করেছি। বাংলা নক্শার ধারায় ঐতিহাসিক মূল্যের দিক দিয়েও সেগুলি তাৎপর্যবহ।

টেকচাঁদের পথ অনুসরণ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ নব্য বাবুতত্ত্ব নিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' লেখেন। আবার কালীপ্রসন্নের পথ ধরে সাহিত্যের এই নব্য-রীতিটির ব্যাপক অনুশীলনে অনেকেই আত্মনিয়োগ করেন। এই অনুসরণকারীদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই 'প্রধান' (Major) ও 'অপ্রধান' (Minor) লেখকেরা আছেন। প্রধান লেখকদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫), 'নিশাচর' ছদ্মনামে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'সমাজ-কুচিত্র' (১৮৬৫)। 'আসমানের নক্শা' ('দশ অবতারের এক অবতার' ছদ্মনামে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ--১৮৬৮), এ. সি. লা. (অবতার চন্দ্র লাহা) প্রণীত 'আনন্দলহরী' বিকল্পে 'সমাজসংস্কার' (১৮৮৯) প্রভৃতি। আমাদের গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে এগুলির কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত হবে।

সংকলনের প্রথম পর্বের ক্ষেত্রে হুতোমের পন্থানুসারী অপ্রধান লেখকদের রচিত নক্শা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হুতোম-অনুসরণে নক্শা অনুশীলন সেকালে লক্ষণীয় প্রাধান্য লাভ করে। বিষয়টির জনপ্রিয়তার সংগে এই ঐতিহাসিক প্রসংগটিও স্মরণীয়। দু'আনা ধার্য মূল্যে প্রতি শনিবার একটি করে নক্শা প্রকাশ সুরু হয়েছিল ১৮৭৫ সালের ২৪ শে এপ্রিল থেকে। এই 'সাপ্তাহিক হুতোম' পত্রিকাটির জরাজীর্ণ ১১টি সংখ্যার হদিশ মেলে। 'টাইটেলে' নক্শা প্রকাশের উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃতবচন উদ্ধৃত থাকত —

'ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনা।
আকর্ণ্যং তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্॥'

এই নক্‌শাগুলির মধ্যে পশ্চিমী প্রভাবে তৎকালীন জীবন-প্রণালী ও সমাজোপাদানের মধ্যে সংরক্ষণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মানসিক দ্বন্দ্বের নানা স্ব-বিরোধ ও অসামঞ্জস্য ধরা পড়েছে। এগুলির কোন কোনটিতে আদিরসের আতিশয্য, কোনটিতে জার্ণালধর্মী মানসিকতা প্রকাশিত—কিন্তু সামাজিক ক্রম-অবনতির ধারা নিরূপণে ব্যঙ্গ-মানসিকতা প্রধান হয়ে উঠেছে। পরস্পর বিরোধী জীবন-বোধ থেকে জাত বলেই এই ব্যঙ্গের সমাজমুখীন মর্যাদা লাভ সম্ভবপর হয়েছে। 'সাপ্তাহিক হুতোম' থেকে সংকলিত নক্‌শাগুলি 'হুতোমের কলকাতা নক্সা' নামে চণ্ডী লাহিড়ী-সম্পাদিত হয়ে (দোলযাত্রা, ১৩৬৮) প্রকাশিত হয়েছিল। এতে 'কাঁসারীদের সংপার্ব্বন', 'প্রতিমূর্তি', 'ফলবতীর বিবাহ', 'নূতন বিবাহ', 'হুতোম', 'মুখের কথা রক্ষা', 'স্ত্রী-পুরুষ', 'রেস্তশূন্য আমীর' ইত্যাদি নক্‌শার পরিচয় লাভ করা যায়। আমাদের সংকলনে 'প্রতিমূর্তি' ও 'ফলবতীর বিবাহ' গৃহীত হয়েছে। শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত সম্পাদিত 'বিদূষক' (সাপ্তাহিক প্রথম বর্ষ ১৩২৯-৩০) পত্রিকা থেকে গৃহীত হয়েছে 'মরবো তবু হারবো না'। হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'কালকাতার হাটহদ্দ (১৮৬৯) থেকে বিশিষ্ট অংশ নির্বাচিত হয়েছে। ভাঁড় সংকলিত 'সচিত্র গুলজার নগর (১৮৭১) ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী-প্রধান নক্‌শা। তৎকালীন সমাজচিত্রগুলি এখানে খুব বিশদ ও উজ্জ্বল রূপেই অঙ্কিত। নিষ্কলঙ্ক কর্তার দল ও ঘোষপাড়ার কবির দল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের ইংগিতবহ। ভাঁড় সংকলিত 'নিষ্কলঙ্ক কর্তার দলে গোলযোগ' অংশটিই সম্ভবত ঐ নক্‌শার উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ আস্বাদ্য অংশ। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস-রসিকদের কাছেও অংশটির বিশেষ মূল্য আছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের বিনীত প্রয়াস। গ্রন্থটি প্রকাশ করে অনুজকল্প শ্রীমান বিধানচন্দ্র সার আমার স্নেহভাজন হয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল উৎসাহ এবং সুচারু গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আমাকে বিস্মিত করেছে—ভালোবেসেছি তাঁর সদিচ্ছা ও নিষ্ঠাকে। নানাভাবে উপদেশ ও উৎসাহে উদ্দীপিত করেছেন—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিমাইসাধন বসু, শ্রীযুক্তা লীনা বসু, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীমতী জলি সেনগুপ্ত, ডাঃ সুপ্রতীক বসু, অগ্রজকল্প অজিত ভট্টাচার্য ও শ্রীমান রাজর্ষি সেনগুপ্ত। গ্রন্থটির প্রেসকপি তৈরী ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত নানা কাজে আমার শ্রম লাঘব করেছেন আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। তাঁরা হলেন - কল্যাণীয়

শ্রীমান বিষ্ণুপদ বেরা, কল্যাণীয়া মিতা দাস, মেঘমালা পাল, শকুন্তলা ঘোষ, বীথিকা ঘোষ, মীনাক্ষী দাশগুপ্ত, সুমিতা দাশ, রেখা চৌধুরী ও মহুয়া ভৌমিক। গ্রন্থটির নামকরণ ক্ষেত্রে আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া গৌরী গোস্বামীর চিন্তা-সহযোগিতা স্মরণীয়। এই প্রসংগে তাঁদের সকলকেই স্নেহ ও আশীর্বাদ জানাই। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট রচনায় ও অলঙ্করণে শ্রীসনৎ দাস তাঁর প্রতিভার সৃজনধর্মিতার পরিচয় দিয়ে সমগ্র গ্রন্থটির পরিকল্পনায় একটি মৌলিক স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছেন—তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাই।

আমার অশেষ শুভানুধ্যায়ী পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিশীথরঞ্জন রায় গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়ে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই!

গ্রন্থখানির দ্রুত মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রী আর্ট প্রেসের কর্ণধার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ গোস্বামীর আনুকূল্য ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে মুদ্রণ-কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়াস আমার প্রতি তাঁর সুগভীর স্নেহ ও শুভেচ্ছার পরিচয়ই বহন করে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। মুদ্রণ ব্যাপারে ঠিক অনুরূপ তৎপরতা এবং আত্মিক যত্ন নিয়েছেন অনুজকল্প শ্রীদেবাশিস গোস্বামী—তাঁকেও আমার প্রীতি জানাই। আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই শ্রী আর্ট প্রেসের প্রত্যেক কর্মীকে—যাঁদের অকুণ্ঠ শ্রম এ গ্রন্থের প্রতিটি মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংগে জড়িয়ে আছে। ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। তাঁদের কাছেও আমি ঋণী।

অচির-প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় পর্বের প্রতিশ্রুতি যাতে দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত হয় তার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে রইলাম। আলোচ্য প্রথম পর্ব তাঁদের সমাদর পেলে কৃতার্থ হবো।

বিনীত

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
৮ই অক্টোবর, ১৯৫৯

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও লেখক

কলিকাতা কমলালয় / ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থদ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।

অথ সাগরের বিবরণ

সাগরে অপেয় অগাধ জল, বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিদেশ যাইতেছে ও নানা নদীর সমাগম সাগরে হইতেছে এবং সাগর নানাবিধ রত্নের আকর হইয়াছেন ও দেবাসুর সংগ্রামে সাগর মন্থন হইয়াছিল তাহাতে হালাহল ও অমৃত উঠিয়াছিল এবং সাগর অনুপম ও সর্ব্ব দেশ খ্যাত হইয়াছেন সাগরে হাঁগর কুম্ভীরাদি জলজন্তু বাস করিতেছে ভগবান্ নারায়ণ সাগরবাসী হইয়াছেন ও তথায় লক্ষ্মীও বাস করিতেছেন সাগরে সর্ব্বদা তরঙ্গ ও কল্লোল হইতেছে ইত্যাদি।

কলিকাতার বিবরণ

কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্ম্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগদেশগামি হইতেছে নানাবিধা মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহুরত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রামকালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হালাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠিইয়াছিল কলিকাতা নিরুপমা ও সর্ব্ব দেশ খ্যাতা হইয়াছে, পরনিন্দাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে ও মূর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন তদ্দর্শনে ভগবান বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন সর্ব্বদা তুরঙ্গাদি বাহন ও ধনমত্ততাদি তরঙ্গ হইতেছে এবং ঐ তরঙ্গে কোলাহলেরো বাহুল্য হইয়াছে ইত্যাদি অতএব উভয়ের ধর্ম্ম সাম্যে সমান সংজ্ঞা হইল ইতি।

কলিকাতা কমলালয়
প্রথম তরঙ্গ

কোন বিদেশী এই মহানগর কলিকাতায় আসিয়া এতন্নগরস্থ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এতন্নগরের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়ার বাসনায় প্রশ্ন করিতেছেন, মহাশয় আমি কলিকাতার রীতিজ্ঞ নহি, আপনি তাবদ্বিষয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন,

যে সকল প্রশ্ন করি কৃপাপূর্বক সদুত্তর প্রদান দ্বারা আমার অজ্ঞতা অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে কলঙ্ক ভঞ্জন করিলে অন্যথারে মহাশয়কে সাধুর পরম সাধু ও ধন্যবাদ করত চিরকাল উপকৃত হইয়া থাকিব।

এতৎ শ্রবণান্তর নগরবাসী মহাশয় উত্তর করিতেছেন, যে শুন ভাই তোমাকে কলিকাতার রীতি ব্যবহার অবগত করাইতে পারি কিন্তু ইহাতে কয়েক দোষ বিবেচনা করিতেছি।

বিদেশী কহিতেছেন মহাশয় কি ২ দোষ আজ্ঞা করুন।

ন. উ. প্রথমত এই যে পল্লিগ্রাম নিবাসি লোকেরা এই কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া কাহার বাটীতে কিম্বা বাসাতে বাস করেন পরে নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন ইহাতে কোন স্থানে ইংরাজী কোন স্থানে পারসী কোন স্থানে হিন্দি ইত্যাদি নানা বিদ্যার আলোচনা দেখিয়া অতিশয় পরিশ্রম ও যত্নপূর্বক ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের উপাসনা করিয়া বিনাব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং এখানকার আহার ব্যবহার বাক্য বিষয়ে নিপুণ হইয়া অনেকের নিকট মান্যও হয়েন অপর কোন ২ লোকের নিকট নিরন্তর যাতায়াত দ্বারা উপাসনা করিয়া কোন বিষয় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চয় হইলেই এখানকার লোকের বাক্য ব্যবহার রীতি প্রভৃতির উপর দোষোল্লাস করিয়া হেয় জ্ঞান করেন, দ্বিতীয়, এখানকার লোকেরা যে কর্ম্ম স্বীকার না করেন পল্লিগ্রাম নিবাসিরা তাহা অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন মনে করেন যে আমার এখানে জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ নাই আমি নিন্দিত বা অনিন্দিত কর্ম্ম করিলে আমাকে কেহ কিছু কহিবেক না।

তৃতীয়, যে সকল কর্ম্মে দুই শত টাকা বেতন লভ্য হয় সে কর্ম্ম তাঁহারা অত্যল্প বেতনে অঙ্গীকার করেন এবং দিবা আট ঘণ্টা অবধি রাত্রি ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মুনিবের নিকট কর্ম্ম করিয়া প্রতিপন্ন হয়েন ইহাতে এতন্নগরবাসি অনেক লোকের ক্ষতি বোধ হইতেছে কারণ তাঁহারা তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারেন না চতুর্থ, এতন্নগরবাসি ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে সরকার বা মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন বাটীর কেহ বহুশ্রমসাধ্য অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেও তাহা স্বীকার করিয়া তৎক্ষণে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষ করিয়া থাকেন ইহাতে সকলের প্রিয় ও বিশ্বস্ত পাত্র হয়েন পরে সে বাটীর কর্ত্তা পরলোক প্রাপ্ত হইলে সন্তানেরদিগ্যে নানা প্রকার মনোনীত উপদেশ দিয়া বিবাদ উপস্থিত করান এবং তৎকালে নাবালক কিম্বা বিধবা

স্ত্রীলোক ধনাধিকারী থাকিলে তৎপক্ষেই পক্ষপাত করেন পরে আদালতে প্রবর্ত্ত করাইয়া সে সংসার ছারখার করিয়া আপনিই ধনাঢ্য হয়েন।

পঞ্চম, যদি অধিকতর ধনাঢ্য হয়েন তবে এ স্থানে বাসাবাটী করিয়া পরিবার সহিত বাস করেন, কিন্তু বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ড উপস্থিত হইলে পৈতৃকস্থলে গমন করেন তাহাতে প্রতিবাসী বা আত্মীয় লোক জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি এ স্থানে নিরন্তর পরিবার লইয়া বসতি করেন এবং ভাগ্যবান্‌ও হইয়াছেন কিন্তু এখানে কোন ক্রিয়াকলাপ করেন না ইহার কারণ কি, তাহাতে উত্তর করিয়া থাকেন যে আমারদিগের নিয়ম আছে পৈতৃক স্থানে কর্ম্ম করিতে হয় আর সেখানে জমিদারি প্রভৃতি অনেক বিষয় আছে সেই জমিদারির উপস্বত্ব হইতেই তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এই রীতিক্রমে পিতামহঠাকুর বহুকাল কর্ম্ম করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন তাহা আমরা এক্ষণে কি প্রকারে অন্যথা করিব আর কলিকাতায় কোন কর্ম্মও হইতে পারে না দেখ এ স্থানে যে সকল লোক দুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই-উৎসব, কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

অতএব ভাই তোমারদিগ্যে রীতিজ্ঞ করিলে আমারদিগ্যের শ্রেয় নাই যদি বল আমি এখানে বাস করিয়া ক্রমে কাল বিলম্বে রীতিজ্ঞ হইব তাহাও আমার ভাল বোধ হয় না কেননা যদি আশু এখানকার রীতিজ্ঞ না হইতে পার তবে এখানে বাস করাই ভার হইবেক যেহেতুক এ স্থানের রীতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত ও অপমানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবা।

বি, উ, মহাশয় যে সকল কথা কহিলেন ইহা যথার্থ হইতে পারে কিন্তু তাবৎ লোকেরি কি এতাদৃশ স্বভাব এমত নহে, আরো বলি নগরবাসি লোকের মধ্যে যাঁহারা এরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছেন বুঝি তাঁহারা হিতোপদেশাদি গ্রন্থ পাঠ না করিয়া থাকিবেন কিম্বা তাহার দুই চারি শ্লোকও তাঁহারদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিবে তাহা হইলে অবশ্যই ঐ গ্রন্থের শ্লোকার্থ স্মরণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতেন, শ্লোকো যথা, সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ। অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে। অর্থাৎ আদৌ সকলেরি স্বভাব বিবেচনা করিবেক অন্য গুণ বিবেচনা করিবেক না যেহেতু সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া স্বভাব মস্তকাশ্রিত হইয়াছে অতএব নিবেদন আপনি যে সকল ধারাবাহিক দোষ কহিলেন তাহাতে কেবল

নগরবাসি লোকেরদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, অপরস্থানের গুণে লোকের স্বভাব ভাল হয় এমত নহে, সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকাউত্তমাধমমধ্যমাঃ। অর্থাৎ উত্তম অধম মধ্যম এই ত্রিবিধ প্রকার লোক সর্ব্বত্রই আছে মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন এই সহর মধ্যে কত প্রকার পাইবেন বরঞ্চ পল্লিগ্রাম ভাল সেস্থানে লোকের প্রায় একই স্বভাব, এ সহরে নানা দেশীয় লোক বাস করিতেছে তাহার মধ্যে পাপিষ্ঠ নরাধম ধর্ম্মিষ্ঠ শিষ্ট শান্ত অজ্ঞ বিজ্ঞ বিবিধ প্রকার লোক আছে আপনি তাহা অবশ্য জ্ঞাত থাকিবেন অতএব অন্যান্য নগরবাসী বা পল্লিগ্রাম নিবাসী তাবৎ লোক কি প্রকারে দোষী হইতে পারে।

অনন্তর নগরবাসী কহিতেছেন শুন ভাই বিবেচনায় বুঝিলাম যে তুমি লোক ভাল রীতি উপদেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র বট বিজ্ঞেরদিগের এই রীতি যে পাত্র বিবেচনা না করিয়া বিজ্ঞ লোক দ্রব্যাদি কোন বস্তু অর্পণ করিবেক না অতএব যেমন দ্রব্য তেমন পাত্র না হইলে অর্পিত দ্রব্যাদির হানি হয় দেখ এই বিবেচনায় লোক তৈল প্রভৃতি জলীয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাত্রে বা কাঁচপাত্রে স্থাপিত করে লৌহপাত্র ব্যতিরেকে অন্য পাত্রে পারা প্রভৃতি দ্রব্যাদি স্থাপন করে না অতএব তুমি সুপাত্র তোমার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব।

বি, প্র, শুনিতে পাই কলিকাতার অনেক লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন ইহারা অতি প্রাতঃকালে আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করেন তাবৎ দিবস সেই স্থানেই কাল যাপন হয় কেহ রাত্রি দুই দণ্ড বা চারিদণ্ড কেহবা এক প্রহর সময়ে গৃহে আসিয়া পুনর্ব্বার আহারাদি করিয়া শয়ন করেন মাত্র।

ন, উ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে কিন্তু এতাদৃশী রীতি হিন্দু মাত্রের প্রায় নাই তবে যদি কাহার থাকে সে কেবল হিন্দুবেশধারী হইবেক তাহার বিশেষ আমি বলিতে সমর্থ নহি কিন্তু ভদ্রলোকদিগের যে ধারা জ্ঞাত আছি তাহা শুন।

বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা

যাঁহারা প্রধান ২ কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈলমর্দ্দন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল যাঁহার যাহাতে সুখানুভব হয় তিনি তাহাই মর্দ্দন করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানুযায়ি কাল বিবেচনা পূর্ব্ব'ক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সে সকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনানন্তর গঙ্গোদকস্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপণ করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্ব্ব'ার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে কেহ কোন কর্ম্মোপলক্ষে কেহবা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।

দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহারদিগের অনেক ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহ বা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট যে আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয় মহাশয় করিতে হয় না করিলেও নয় পোড়া উদরের জ্বালা।

এই সকল কর্ম্মকারি বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমিদারীর উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্‌বৃত্ত হয় তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্বক মধ্যাহ্ন কালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা সত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহবা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।

(সংক্ষেপিত)

নববাবুবিলাস / ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কুর খণ্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর

ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্ট নিবারক সংপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন ইহারা অখণ্ড দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত ক্রমাগত বিবিধাবিত্ত বিশিষ্ট বিদ্যাযুত শ্রীযুতবাবু জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নাম সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া প্রথমত পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

গুরুমহাশয়ের বৃত্তান্ত

অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জনে স্বজাতীয় ধর্ম্ম হলবাহনাদিকর্ম্মে নিন্দিত তত্ত্ববোধ করিয়া অধিক ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সংপ্রতি কৈবর্ত্তাদি নানা জাতীয় প্রায় অনেকেই গুরুমহাশয় অনেকস্থানে দৃষ্ট হইয়াছেন রুচিদ্বা সময়দোষে দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরুমহাশয়ের কর্ম্ম করিতেছেন এবং আনাইপুর, আদবপুর হয়েরা হবুষপুর কৈয়োড় কামালপুর সনুাই শিবপুর বেগুট, জুগুট রাইপুর ছাঁদড় কাঁদড় বেলেপু সোমসোর সানামুই শোণপুর জাড়া ধিয়াড়া কলাছড়া দেয়ড়া সেয়ড়া নপাড়া ঢাকছড়া ধোপাপাড়া আমড়া জামড়া জামপা যোগাঁ কুলীন গাঁ কাঁগা নগাঁ নতুনগাঁ বনগাঁ ইত্যাদি গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরাও গুরুমহাশয়ের কর্ম্ম করিয়া থাকেন কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ ঠাকুর হইতে অধিক উপকার ইহারা ঐহিক পারত্রিক সুখদায়ক উত্তমোত্তম ব্রহ্মপ্রতিম শ্যামসুন্দর হলধর গোপীনাথ গোপাল বিগ্রহাদির বিবিধ বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধাপন সচন্দন নবীন তুলসীদল কুণ্ডমাদি স্থাপন করিয়া পূজাদি কর্ম্ম ও আরত্রিক

কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং নানাবিধ সুরসান্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরমান্নাদিপাচক হইয়া বাটীর তাবৎ পরিজনে প্রসাদপ্রদাতা হয়েন এবং প্রাতঃকালে ও বৈকালে গুরুমহাশয়ের কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

অথ গুরু মহাশয়ের নিকটে বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাসরীতি

প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্টকবিনির্ম্মিত চতুস্ত্রিংশদক্ষরে মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা কাঁচাদি নির্ম্মিত বিচিত্র পাত্রস্থিত মসি প্রদানাধীন বাবুদিগের হস্ত বশ হইয়া থাকে তৎপরে মাসদ্বয় মাসত্রয়ম্বা ঐ বালক বাবুসকল রীতি বৈপরীত্যেন অক্ষর লিখিয়া থাকেন তদনন্তরে রীত্যনুসারে অক্ষর লিখিলে বানান আঙ্ক আস্ক ইত্যাদি শিক্ষা করেন পরে কৃষ্ণরাম গোবিন্দ নারায়ণ বাসুদেব ইত্যাদি নাম লেখাইয়া থাকেন নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অঙ্কাক্ষর প্রথমে কড়্যাকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌকে নামতা পর্য্যন্ত তৎপরে কদলীপত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি প্রভৃতি এবং কড়ি যথা ত্রিবেণীতে তিরোধারা গঙ্গাভাগীরথীতে। পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে। ঋষি মুনি প্রতি বট দিলো জনে জনে। পার হইয়া গেল তারা স্বর্গ আরোহণে। পাটনি পাইল তঙ্কা দিয়ে গেল ঋষি। তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত আশি। ইত্যাদি ফাঁকিকা অর্থাৎ ফাঁকি ও সা তে ভবতু সুপ্রীতা ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা করান কিন্তু বাবুসকল আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা করেন ইহাতে শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্বল্প বেত্রাঘাতাদি করেন কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্ত্তা মহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবানা আর ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবানা যেরূপ ক্ষুদ্রলোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই ভাগ্যমান লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয় সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে নতুবা মারপীট করিলে মেজাজ খারাপ হয় শিক্ষককে কর্ত্তা এইরূপ আজ্ঞা দিলেন। শিক্ষাকার কহিলেন যে আজ্ঞা মহাশয় এক্ষণে এইরূপ করিব বাবুগণে এই কথা শ্রবণে মহা আনন্দ মনে প্রায় ঘুড়ি বুলবুলি মনিয়া খেলাইতে রতি যদি কদাচিৎ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক পাঠশালায় আসিয়া বৈসেন ইহাতে যেরূপ বাঙ্গালা বিদ্যোপার্জ্জন হইয়াছে তাহা লেখাতে কেবল লিপিবাহুল্য মাত্র হয়।

অথ কর্ত্তার নিকটে বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয়

বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ সমিভ্যারে লইয়া কর্ত্তা-মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন আর কহিলেন মহাশয় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নাম অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় লউন কর্ত্তা কহিলেন আপন আপন নাম লেখ প্রথম বড়বাবু আপন নাম লিখিতেছেন উচ্চৈঃস্বরে শ্রী লেখ জ লেখ গ লেখ ত লেখ দ দেখ ল লেখ র লেখ ইহাই লিখিয়া পাঠ করিলেন শ্রীজগদুল্ল্র্ভ তৎপরে মধ্যমবাবু ঐ প্রকার শ্রীরাদাবলদ অর্থাৎ শ্রীরাধাবল্লভ নাম হইল পরে ছোটবাবুকে কহিলেন তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে চল সেইস্থানে যাইয়া গৃহিণীকে কহিলেন বাবুদিগের কি প্রকার বিদ্যা হইয়াছে তাহা শুন তিনি কহিলেন আমি গবাক্ষর দ্বারা অর্থাৎ জানালা দিয়া সকল দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ছোট পুত্রকে কহিলেন লেখ দেখি আমি যে নাম কহিলাম ছোটবাবু কহিলেন গুরু মহাশয় আমাকে এ নাম লেখান নাই গৃহিণী কহিলেন তুমি কেন শিক্ষাইয়া দেওনা সেই বাক্যানুরোধে শিক্ষাইতেছেন শ্রী লেখ ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল থ লেখ গ তে সাবঘোড় ওকার দেও আর ম তে হ্রস্ব উ কার একটু নীচে টানিয়া দেও ইহা লেখাইয়া পাঠ করাইলে শ্রীরত্নেশ্বরী কর্ত্তা মহাশয় লিখিত নাম দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন একুইশা কড়ার কড়া নামে হাতে হইলো কত পাঁচ গণ্ডা ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর শ্লোক যথা অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা। বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং অস্যার্থঃ। শশিভৃৎ মহাদেবের উত্তমাঙ্গস্থিতা। তোমারদিগের রক্ষা করুন হিমালয়সুতা। মম হৃদি বাস করুন ভগবান আসি। প্রার্থনা আমার মনে এই ভালবাসি। এই শ্লোক গুরু মহাশয় কিরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন তথাপি লিখি যথা অবু তবু গিরিসুত মায় বলে পড় পুত পড়িলে শুনিলে হৃদিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি শ্লোক শুনিবামাত্র কর্ত্তা আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

অথ খোসামুদে অমাত্যবৃত্তান্ত

ইতোমধ্যে অমাত্যবর্গরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা-মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া

এক প্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতিবিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসী পড়ালে ভাল হয়—কর্ত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে একবেলা বাঙ্গালা একবেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয়, অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্ত তাহারদিগেরও কিছু গুণবর্ণন করি যথা কিবা দিবা কিবা নিশি, কর্ত্তার নিকটে বসি, অভাগা আছেন ছায়াপ্রায়। অপূর্ব্ব বসন পরি, নামমালা হাতে করি, গালগল্পে কেবল কাল যায়। রক্তযুত তন্তুগুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামের সম্পর্ক নাই তাতে। কেবল কর্ত্তার হিত, করে থাকেন যথোচিত, তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে। মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন, ধর্ম্মের কিছু নাহিক লেশ। লোকে করি আশা দান, কেবল লোকের অপমান, করি করেন অধর্মের শেষ॥ যদি কোন বিজ্ঞতম, লোকের হয় সমাগম, আলাপন নাহি তার সাথে। যদি কোন কথা কয়, সে কথা না মনে লয়, মগ্ন কেবল কত বচনেতে। কেবল কর্তৃমনোনীত হিতাহিত যথোচিত, বচনেতে কর্ত্তাকে ভুলায়। কর্ত্তা বলেন কাকে বক, হাঁ মহাশয় এই হক, এইরূপ তাবৎ কথায়। কর্ত্তা যদি কোন মতে, লোকে কিছু বলেন দিতে, অমাত্য বলেন ভাল হবে। দিতে হয় দেওয়া যাবে, লোকে বলেন তুমি পাবে, তিনদিন বিলম্বে আসিবে। এইরূপ প্রবঞ্চনা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা, মনে মনে কিছুই করে না। পাপপুণ্য সমভাব, করি কিছু করে লাভ, পরকাল নাহিক ভাবনা। এরূপ গুণধাম অমাত্যসহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন ওহে খরের পো, একজন মোছলমান মুন্সী তত্ত্ব করিয়া আনহ যে আজ্ঞা বলিয়া খরের পো গমন করিলেন॥

অথ মুনসী বৃত্তান্ত

বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহর নিবাসী এক মুনসী সমিভ্যারে লইয়া আগমন করিলেন কর্ত্তা কহেন শুন মুনসী আমার সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা যেদিবস বাবুরা কোনস্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা মাস খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা ইহা শুনিয়া যশোহর নিবাসী মুনসী প্রস্থান করিলেন তৎপরে নাটুর ফরিদপুর ঢাকা ছিলহট্ট কুমিল্লা বড়ন বরিশাল ইত্যাদি দেশী মুনসী প্রায় মাসেক দুই মাস গমনাগমন করিলেক কর্ত্তা তাহাদিগের জবাব দিলেন কহিলেন

তোমারদিগের জবান দোরস্ত নহে অর্থাৎ বাক পরিষ্কার নহে। কর্ত্তাটির কাছে কি কেহ পারসী বা হিন্দী কথা কহিয়া খোসনাম পাইতে পারেন তিনি অনর্গল অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্ট ভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট অপিসের মাঝি ছিলেন, এক সার্টিফিকেটে দেখাইলেন কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন, কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকেট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাল মনুষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কতকাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন। কর্ত্তা কহিলেন, হাঁ হাঁ আছে বটে। কোন্ সাহেবের কর্ম করিতে আজ্ঞা-কর্ত্তা, বালবর কোম্পানি, কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল। অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিয়া সমাপ্ত করিলেন। গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বয়ঃক্রম প্রায় তের-চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিৎরুস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না. ইহা শুনিয়া কর্ত্তা কহিলেন তবে একজন সাহেবলোক বাটীতে চাকর রাখিতে হইল, পরে ধরের পো অন্বেষণে চলিল।

অথ স্কুলমেষ্টরের বৃত্তান্ত

কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালী বেশ্যা অথবা মেথরাণী গর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের মেজের সজ্জা এবং খানা ও টীফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুদিগেরও প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবের সর্ব্বদা কথোপকথন দ্বারা গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটে হেল এইরূপ কতকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন এবং ইংরাজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তর করেন, যথা, তোমার পিতার নাম কি, টোটারাম ডট্ট অর্থাৎ তোতারাম দত্ত, আর বাবুসকল

যেরূপ ইংরাজী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন তাহা অন্য কাহার সাধ্য নাই যে পাঠ করেন বাবু বুঝিতে পারেন, এই প্রকার বিদ্যা প্রচার হওয়াতে খোসামুদেরা কর্ত্তার নিকটে কহেন, বাবুদিগের লেখা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইংরাজেও বুঝিতে পারেন না এ সকল আপন পুণ্যপ্রকাশ। যেরূপ বিদ্যা হইয়া উঠিল অনুসন্ধান করিলে প্রায় এরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি পাওয়া ভার, আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হইয়া থাকুন, প্রাতবাক্য লেখক কহে এমত বিদ্বান সন্তান বাঁচা ভার। অমাত্যের বাক্যে কর্ত্তার হৃদপদ্ম প্রফুল্ল হইল পরে লেখাপড়া পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম্ম করিবার বয়েস হইয়াছেন এক্ষণে সেইধুমে পড়িলেন তাহার উদ্যোগ ইহার বিশেষ পল্লব খণ্ডে প্রকাশ হইবেক।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা বিরচিতে নবববুবিলাসে

অঙ্কুরখণ্ডঃ সমাপ্ত।

ইতঃ পরং দ্বিতীয় খণ্ডারম্ভ

অথ পল্লবখণ্ড

অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের পল্লব ॥

বাবুসকল আপন পছন্দমত যানবাহন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক প্রস্তুত করিতেছেন যথা—পালকী পেয়াদা ছাতা পিনীস পানসী গাডি জামা ঘোড়া চাপকান পাজামা পাপেষ পাগড়ী আমামা লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার উত্তম উত্তম পোষাক প্রস্তুত হইল আপন আপন স্বেচ্ছামত পোষাক পরিধানপূর্ব্বক দরবার অর্থাৎ কুঠী যাইবেন কেহ গাড়িতে কেহ পালকীতে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন প্রথমে টালা কোম্পানি টেলর কোম্পানি ইত্যাদি দুই তিন নিলাম ঘরে যাতায়াত করিয়া বড় আদালতে উপস্থিত হইলেন ছোট আদালতে যাইবার যো নাই কারণ জুতার ভয় পল্লিগ্রামস্থ বাবুগণের পানসীতে আরোহণ করিয়া বাকবাজারের ঘাটে পানসী রাখিয়া আর দক্ষিণ অঞ্চলের বাবুরা অপূর্ব ২ ছকড়াসকলে আরোহণ পূর্বক সদর দেয়ানী কোট আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন করিয়া আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাত্তর তিন ঘণ্টা হইলেই বাটী যাইবার উদ্যোগ করেন যাইবার কালে চীনাবাজার বেড়াইয়া চলিলেন ঘরে গিয়া পোষাক পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্ত পরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন কাহার দুই কাহার চারি

পাশবালিশ আছে, পিতলবান্ধা কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন। পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বাম হস্তে দুই একটা মসলা বদনে, নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বঙ্কলে রমণীমেলক গণ্ডক বাদক নর্ত্তক নর্ত্তকী ভণ্ডপ্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীনবাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন বাবুসকল দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য হইয়া বসিয়াছেন কেহ কেহ বাবু কিবা ধীর কি গভীর কেহ বলে বাবুর কিবা পাণ্ডিত্য কি বক্তৃতার তাৎপর্য জ্ঞান হয় সাক্ষাতে সরস্বতী কেহ কেহ কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না কেহ যদি আদালতের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহাকে পরামর্শদানে তুষ্ট করেন আর অনেককে তোমারদিগের চাকরি করিয়া দিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার শ্রবণে কখন কখন আমোদিত হয়েন শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা কহেন বাবু প্রকৃত মানুষ নহেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে দুই একজন বাবুর অতি প্রত্যাশাপন্ন হয়েন, তাহারা পুরাতন বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা ও ব্যবহার জ্ঞাত আছেন বিদ্যাভিন্ন যে কোন বিষয়ে বাবু তুষ্ট থাকেন এমত চেষ্টা সর্ব্বদাই করেন, যদি বাবুর মনস্থ বুঝিতে পারেন তবে ছায়াপ্রায় সর্ব্বদা খোসামদি করিয়া মিষ্ট বাক্যে বাবুকে তুষ্ট রাখেন, দেখিলেন বাবু আমার কথা ব্যতিরেক কিছুই না করেন শেষে ক্রমে ক্রমে বাবুগিরির লক্ষণ বিলক্ষণরূপে উপদেশ করেন শুন বাবু টাকা থাকিলেই হয়না ইহার সকল ধারা আছে আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুগিরি জারজুরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি রাজা গুরুদাস রাজা ইন্দুনাথ রাজা লোকনাথ তনুবাবু রামহরিবাবু বেণীমাধববাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিষ শিক্ষাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত, তথাপি দিবারাত্রি বাহিরেই থাকি বাটীর কোন এলাকা রাখিনা, সে যাহা হউক, সংপ্রতি শ্রীশ্রী৺প্রসাদে তোমার পবিত্র চরিত্র দেখিয়া বাঞ্ছা হয় যে তোমার নিকট থাকি আর তুমি যেরূপে উত্তমবাবু হও এমত শিক্ষা করাইলে আমার মনস্থ বটে। আপন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া বাবুগিরি শিক্ষা করেন এইরূপে কথোপকথনানন্তর কিরূপে বাবুকে উপদেশ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুণ উপদেশক কহিতেছেন বাবুজী বাবুর লক্ষণ শ্রবণ করুন॥

অথ উপদেশারম্ভ

মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

অতএব তুমি যেরূপে এ লক্ষণাক্ত হও তাহা বলি। প্রথম এক কথা, যে সকল ভট্টাচার্য্যেরা আসিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত বড় আলাপ করিবা [না] তাহারা কেবল প্রতারক কতকগুলিন শ্লোক পড়ে তাহার ভাবার্থই বুঝা যায় না, বুঝাইতেই পারে কেবল সর্ব্বদাই টাকা দাও টাকা দাও এই কথা বই আর কোন কথা নাই অধিকন্তু লজ্জাভঙ্গ মাত্র আর যদি দুই তিন ব্যক্তি একত্র হয় তবে এমত বিরোধ উপস্থিত করে যে সে স্থানে থাকা ভার হয়, আর ঐ হতভাগ্যদিগের বাক্যে কর্ণ জ্বলে যায়। আমার পিতা যাবৎ বর্ত্তমান ছিলেন তাবৎ ও পোড়ায় বিস্তর পুড়িয়াছি; যে দিবস তাহার শ্রীশ্রী৺প্রাপ্তি হইল সেই দিবসাবধি শ্রীশ্রী৺ আমাকে সুস্থির করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাকে উহারা যখন কহিলেক বাবু শ্রাদ্ধের কি করিবা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শ্রাদ্ধের ফল কি। কহিলেক তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক, এক্ষণে তাহার সহিত সম্পর্ক নাই, ইহাতে যদ্যপি শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তুমি না কর কেন। আর যে ব্যক্তি অপূর্ব্ব সুশীতল নির্ম্মল জলে স্নান তৎপান মিষ্টান্নভোজন বিচিত্র বসনভূষণ পরিধান যানবাহনাদ্যারোহণ বারাঙ্গনাদি সেবন করে, সেই ব্যক্তির তৃপ্তি হয় নতুবা এক ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করিলে অন্য ব্যক্তির সুখ না হয় কেন, এবং কোনও কালে শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাস জল খাইয়া থাকে। হা বিধাতার কি বিড়ম্বনা তোমারদিগের কিছু বুদ্ধি দিলেন না। কেবল চিরকাল পড়িয়ে মরিলে, শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা কিছুই জানিলে না। এ সকল কথার উত্তর কিছুই না দিতে পারিয়া কতকগুলি মিথ্যা পাচালমাত্র পাড়িলেক। শেষে কহিলেক বাবুজী আর কিছু কর না কর, কিন্তু পিণ্ডদানটা করা আবশ্যক। তাহাতে কহিলাম আমি অদ্য উত্তম বুদ্ধিমতী পরমধর্ম্মিকা বকনাপ্যারী প্রভৃতির নিকট যাইব। তাহারা যেরূপ বলিবে তাহাই করিব। মহাশয় তাহারা আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর; আমাকে কহিলেক তুমি এক কর্ম্ম কর, বিষ্ণুপুরে জনেক ব্রাহ্মণকে ফুরাইয়া দেও শ্রাদ্ধ দশপিণ্ড ব্রাহ্মণভোজনাদি যতকর্ম্ম সেই করিবেক। আমি ঐ বিষ্ণুপুরে এক

ব্রাহ্মণ আনিয়া ৫ টাকা তাবৎ কর্ম্ম ফুরাইয়া দিলাম, বেশ নিশ্চিন্ত হইলাম কোন উৎপাত নাই, স্বচ্ছন্দে দিব্য ধুতি পরিয়া চাদর দোলাইয়া একলাই একপাটা উড়াইয়া লপেটা পায়ে দিয়া মজা করিয়া বেড়াই। তথাচ ভট্টাচার্য্য-গুলান ছাড়ে না। তবে একদিবস বিচার করিতে বসিলাম, অনেক অনেক ব্যাকরণবাগীশ ও স্মৃতিওয়ালা ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিল। প্রথম এক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা শাস্ত্রের ফল দেখাইতে পার কিনা। তাহারা কহিলেক, না।

আমি কহিলাম তবে তোমাদিগের শাস্ত্র কি প্রকারে মান্য হইতে পারে, যাহা আপন চক্ষে দর্শন করি তাহাই মানি। আর এক কথা কহিলাম যত ভট্টাচার্য্য আছে ইহারা সকলেই পাষণ্ড অর্থাৎ পাপী উহারদিগের পাপের ভোগ প্রতিদিন এই স্থানে হইতে দেখেছ। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা তাবৎকালেই প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে এবং কম্পিত কলেবর পুরঃসর সর্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করে, আর কম্পিত ওষ্ঠাধর হইয়া স্তব কবচ পড়ে, শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ করিয়া বেলা আড়াই প্রহর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পূজা করে আর সন্ধ্যাকালে সিদ্ধপক আতপতণ্ডুলের অন্ন আহার, ইহাতে হইয়াছে তাম্বূল বিবর্জিত, তাহাতে হাঁই উঠিলে মুখের দুর্গন্ধে কাহার সাধ্য যে সে স্থানে থাকে, সকলেই মনে মনে করে এ পাপ এ স্থান হইতে গমন করিলেই বাঁচি। দেখ এ পাপের ভোগ বটে কি না। আর এক কথা কহিলাম, স্মৃতিপুরাণ পড়িলেই পণ্ডিত হয় না। বুদ্ধি অপেক্ষা করে, শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধি দেন নাই। যদি তাহা থাকিত তবে এত ক্লেশ পাইত না। তোমরা একদিবস সন্ধ্যা পূজা বন্দনাদি না করিয়া দেখ দেখি, যাহা আহারাদি করিয়া থাক তাহা গলাধঃকরণ হয় কি না। আর এক দিবস পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ না করিয়া দেখ দেখি, তোমারদিগের ঘাড়ে তাহারা ভূত হইয়া চাপে কি না। এই দেখ আমি শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিলাম না, ইহাতে আমার কি ক্ষতি হইয়াছে। এই কথা বলিবাতে ভট্টাচার্য্যেরা ক্রোধান্বিত হইয়া প্রস্থান করিল। পুনর্ব্বার আইল না। অতএব বাবুজী তোমাকে কহিতেছি অরসিক পণ্ডিতাভিমানী নির্ব্বোধ ভট্টাচার্য্যেরা আগমন করিলে কদাচ আসিতে আজ্ঞা হয় বসিতে আজ্ঞা হয় এমত বাক্য কহিবানা, যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিতে হয় তবে কহিবা সময়ানুসারে আসিবা এইরূপ মাসেক দুইমাস প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ দিবা ইহাতেও তাহারদের জ্বালায় থাকা ভার হইবেক। দ্বিতীয় উপদেশ। গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর যাহাতে সর্ব্বদা জিউ খুসি থাকিবেক এবং যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহারদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত

করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্ব্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা। এমত কোন রাঁড়েই পাইবা কদাচ মনে করিবা না। সুখজনক কর্ম্ম করিলে যদি পাপ হইবে তবে কি শ্রীশ্রী৺সুখসাধন ইন্দ্রিয়কে সজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। শ্রীশ্রী৺পরম দয়াল তিনি তাবৎ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখ নিমিত্ত আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।



দেখ হস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আহার করিতেছে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতেছে তাহাতে লোক পরম সুখী হইতেছে ইহাতে কি পাপ হইয়া থাকে আর যাহারদিগের পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ করে।

অল্প তপস্যায় উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ হয় না। যদি বেশ্যা গমনে পাপ থাকিত তবে কি উর্বশী, মেনকা, রামরম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত। অতএব বাবু তোমাকে কহিতেছি তুমি সর্ব্বদা যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবা, ইহাতে যদ্যপিও পাপ হয় আমি তাহার নিশা করিব। দেখ আমার পিতা ৪/৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমি কেবল বাই নাচ ও বাই সঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি। তৎপরে ঐ সকল রাজারদিগের নিকট যাহা পাইয়াছি তাহাও ঐ বাই ও বেশ্যাদিগকে অর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে কড়া কপর্দ্দকও নাই। আর আমি অদ্যাপি আপন স্ত্রীর মুখ সন্দর্শন করি নাই ইহাতে আমার কি পাপ হইয়াছে। যদ্যপি বেশ্যাগমন ও বাই সম্ভোগে পাপ থাকিত তবে পাপে রোগ অবশ্যই হইত। যাহারদিগের শাস্ত্রে তাৎপর্য্য বোধ নাই এবম্ভূত ভট্টাচার্য্যেরা কহিয়া থাকে ইহলোকে পাপপুণ্য করিলে পরলোকে ভুগিতে হয়, বাবুজি সে কথা মাত্র জানিবা; যদি বল লুচ্চ বলিয়া সকল লোকে নিন্দা করিবেক তবে তাহার কিছু বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

অথ লুচ্চ বৃত্তান্ত

লোকে যারে বলে লুচ্চ; সে কেবল জানিবা কুচ্ছ, লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই। মারে মণ্ডা আদা ছেনা, সদা থাকে বাবুআনা, সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই। মাতা পিতা দাদা ভাই, কাহার তোয়াক্কা নাই, দুঃখী, (নাহি) হয় কার দুখে। কেহ যদি কটু বলে, সে কথা না পায়ে তুলে, সর্ব্বদা সরল কথা মুখে। বুদ্ধির নাহিক ওর, নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কাছে। যার সঙ্গে কোন ঠাঁই, কোন কালে দেখা নাই, যেন কত আলাপন আছে। লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারো না করে ভয়, কেবল প্রেমের বশ রয়। যেজন পিরিতে রাখে, তার প্রেমে বন্দী থাকে, তার জন্য বহু দুঃখ পায়॥ মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় শুল, ছাড়ায় আপন কুল-ধর্ম্ম। জালে যেমন বন্দী মীন, সেইমত রাত্রিদিন, প্রেমজালে বন্দী তার মর্ম্ম। যেমন পঙ্কজ মাঝে, বদ্ধ থাকে অলিরাজে, যদ্যপি মুদিত হয় পদ্ম। তথাচ কমলদল, ভ্রমরে ভ্রমরে না করে বল, প্রেমেতে পদ্মের মাঝে বদ্ধ॥ সদা মজা হাসি খুসি, করে ফেরে দিবানিশি, পরকাল নাহিক ভাবনা। নাহি ভাবে পুণ্যপাপ, শরীরে না দেয় তাপ, শোক তাপ নাহিক যাতনা॥ করে গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম্ম পাজি, মন শুচি হলে পাজি নয়। যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি, তার তাতে হয় সুখোদয়॥ বেশ্যা যদি নীচ হয়,

নীচ হয়েও নীচ নয়, উত্তম সমাজে হয় ধন্য ॥ দেব কালিদাস নাম, সুপণ্ডিত গুণধাম, ছিলেন অতি মহারাজার মান্য ॥ বেশ্যার সংহতি, করেছিলেন মহামতি, সুবিদিত আছে সর্ব্বজনে। ততোধিক কেবা আছে পণ্ডিত ধরণী মাঝে অদ্যাপি না সে পণ্ডিতে মানে ॥ দেখ এই ধরাতলে কবিকুলগুরু বলে খ্যাত আছে পণ্ডিত মহলে। দেখ দেবরাজের আছে উর্বশী প্রভৃতি আছে, তাহে তিনি মগ্ন কুতুহলে ॥

অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি করি বিধি পরে মিষ্টি করিলেন সুখের সৃজন। বেশ্যাকুচ বিমর্দ্দন, যতনেতে আলিঙ্গন আর আর শ্রীমুখ চুম্বন। বেশ্যার আলয়ে বসি এইরূপ দিবানিশি তুমি বাবু কর আচরণ। ইহাতে অন্যথা কভু, মনে না ভাবিবে বাবু, হইবেক দুঃখ বিমোচন।

তৃতীয় উপদেশ—প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা নামজাদা বেশ্যা ও বাই ইহারদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা আমি সঙ্গে থাকিব দেখিবা কি মজা হইবেক—ইহার বিশেষ বিবরণ কুসুম খণ্ডে করিব। চতুর্থ উপদেশ—যাঁহার চারি প' পরিপূর্ণ হইবেক তিনি হাপবাবু হইবেন। পয়ের বিবরণ পাশা পায়রা পরদার পোষাক। যাহার চারি প চারি খ, এই দুই পরিপূর্ণ হইবেক তিনি পুরা বাবু হইবেন। খয়ের বিবরণ খুসি খানকী খানা খয়রাত। আর কেরাণী ও মুনসীগিরি ও মহুগিরি কিম্বা কের্‌যাণীগিরি ও ইহা কিছুই করিতে হইবেক না। ইহারদিগের যাহা দিয়া থাক তাহা দিয়া বৈঠকখানায় এক রাঁড় আনিয়া রাখ তাহা নিয়া বৈঠকখানায় থাকিবেন কেন মিছা কেতাব বহি ও পুঁথি লইয়া মেজাজ খারাপ করিবা, উহাতে কি সুখ হইবেক। আমার পিতা আমার নিমিত্ত কেরাণী ও মুনসী রাখিয়াছিলেন, আমি যদ্যপি তাহারদিগের নিকট এক দিবস থাকি কিম্বা তাহারদিগের সহিত আলাপ করিয়া থাকি তবে যে দিব্য বল তাহাই করিতে পারি। কোন শালা আপন নাম লিখিতে জানে, বাবুজি যদি লেখাপড়ায় ঘোর পড়িতাম তবে কি এত মজা করিতে পারিতাম। যাহারা লেখাপড়ায় ঘোর পড়িয়াছে ও স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র দেখিয়াছে তাহাকে তাবৎ সুখ হইতে শ্রীশ্রী৺ বঞ্চিত করিয়াছেন। দেখ তাহারা অপূর্ব্ব ঘৃতপক্ক মিঠাই মতিচুর জিলাপী পোলাও পানতুয়া প্রভৃতি ভোজন ও স্থূল নিতম্বিনী মধুর ভাষিনী গজেন্দ্রগামিনী ঝটিতি চিত্ত-হারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণ কটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপবোধ করিয়া কেবল সর্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপন পুরঃসর সিদ্ধপক্ক ভোজনে অলৌকিক দেবপূজাদি

করিয়া বৃথা কালক্ষেপণ করিতেছে। আর দেখ চিরকাল লেখাপড়া করিয়া মরিলেই বা কি হইবেক তাহাতে দ্বিভূজ ঘুচিয়া কি কেহ চতুর্ভুর্জ হইয়াছে। বাবুজী চক্ষু মুদিয়া দেখ, কে কাহার। এই সকল বাটীঘর দরজা ও টাকাকড়ি কে কোথায় থাকিবেক, মরিয়া গেলে কেবল দুই কাচা মাত্র সঙ্গে দিয়া বিদায় করিবেক। অতএব বাবুজী এই সংসার মজার বাজার, যদি মজা করিতে পার তবে তাহাই থাকিবেক মরিয়া গেলেও দশ এয়ার ও রাঁড় ইহারা নাম করিবেক, আর কহিবেক অমুক মজাদার লোক ছিল। এই সকল কথা শুনিয়া বাবু কহিলেন যে লেখাপড়া না জানিলে ধন উপার্জ্জন কি প্রকারে হইবেক, উত্তরে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে সেই ব্যক্তি এই জন্মে ধন ও বিদ্যা অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়, নতুবা ইহজন্মের চেষ্টায় কি ধন ও বিদ্যা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছে সে ব্যক্তিও নির্দ্ধন হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি কখন লেখা-পড়ার নামগন্ধও করে নাই সে ব্যক্তিও ধন উপার্জন করিতেছে! দেখ অমুক নামক ব্রাহ্মণ কখন লেখাপড়া করে নাই, এক ব্যক্তির বাটীতে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রান্ধনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। তৎপরে দালালির পন্থা ধরিয়া তালুক মুলুক করিয়া এয়ার দল লইয়া বসিয়া সর্বদা জীউ খুসী করিতেছে, তাহার পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া দেশ বিদেশে চাকরি করিয়া ফিরিতেছে। দেখ দেখি, ইহার সুখী কে? বাবু এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপন পিতার তাবদ্বৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন। আর কহিলেন বা এয়ার খলিফা ত হক্ কথা কহিয়াছ, আমি অদ্যাবধি লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া তোমার মতাবলম্বী হইলাম, ইহাতে যদি তোমার মনে সন্দেহ হয় তবে আমাকে দিব্য করাও, তুমি যখন যেরূপ করিবা তখন তাহাই করিব। খলিফা কহিলেন তোমাকে দিব্য করিতে হইবেক না, তুমি অতি সুবোধ ইহা জ্ঞাত হইয়া তোমাকে এরূপ উপদেশ করিলাম, নতুবা অপাত্র জানিলে এরূপ উপদেশ কি তোমাকে করাইতাম। বাবু খলিফার এইরূপ উপদেশ পাইয়া কিরূপ খুসির কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা শ্রবণ করুন। ইতি—

অতঃপর তৃতীয় খণ্ডারম্ভ
অথ কুসুম খণ্ড

ফুলবাবু—অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন। খলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজ ভবনে নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়ন পূর্বক আপন

খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম, একদিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি; খলিপা কহিলেন, কলা বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব; কিন্তু পাঁচশত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবেক। বাবু কহিলেন খলিপা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই, সম্প্রতি টাকার কি হইবেক। খলিপা কহিল বাবুজী আমি তোমার নিকটে যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিকির করহ, খলিপা কাপ্তেনি অফিসে খবর দিয়া তৎক্ষণাৎ দুইজন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন, দালালেরা কহিলেক বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন, বাবু কহিলেন পাঁচ শত টাকা; দালালেরা একে হনুমান। তাহাতে যদি আজ্ঞা পান তবে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্র বেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান, মহাজন ব্যাধের প্রায় ফাঁদ পাতিয়া আছেন, কে ফাঁদে পড়ে তাহাই সর্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, দালালেরা কহিলেক তাহার নাম কি এবং পিতার বা কি নাম, বাটী কোথা, দালালেরা কহিলেন এক্ষণে ওসকল কথায় প্রয়োজন নাই, আপনকার জ্ঞানেও এমন শিকার পান নাই, ইহার নাম জগদ্দুল্লভবাবু, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ, হরেকরকম সওদাগরি আছে বেলেঘাটায় চুণের গোলা, জক্‌সেনের ঘাটের থল্যার দোকান, খাতাবাটীতে মুটের সরদারি প্রায় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার সম্ভাবনা হইবেক। মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক, তাহার ঐ লিষ্টিতে লেখা আছে যে কোন লোক ধনী অবিরোধী অজ্ঞাতুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে, ঐ লিষ্টির মধ্যে রামগঙ্গা নামও লেখা আছে আর দেখিলেক এ লোক কখন আদালত দেখে নাই এবং উকীল কৌনসলী কি কর্মকরে তাহাও জ্ঞাত নহে, মহাজন আপন লিষ্টিতে এই সব অবগত হইয়া মহাতুষ্ট হইল; পরে দালালদিগকে কহিলেক পাঁচশত টাকা দিব দুই হাজার টাকার খত সহি করাইতে হইবেক, তোমরা দালালি সেই স্থানে লইবা; যাও বাবুর সহিত রফা কর। বাবু বৈঠকখানায় খলিপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন অদ্য কি মজা হইবেক আর এক একবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন টাকা পাওয়া যাইবেক কিনা। খলিপা কহেন টাকার কারণ উদ্বেগ করিবা না, যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় এমত লোকের সহিত ব্যবহার ও আলাপ করিনা, বাবুকে এত টাকা দেওয়াইয়াছি, ইহারা কএদ হইয়াছে ইহাদের পিতার কাছে গমনাগমন করিয়া খালাস করিয়াছি। তোমাকে

একেবারেই কহিয়াছি আমি নিকটে থাকিতে কোন পেঁচ নাই, স্বচ্ছন্দে মজা কর, কেবল আমার কথা প্রমাণে চলিবা। এমত সমুদয় দালালেরা আসিয়া কহিলেক বাবুজী টাকা স্থির করিয়াছি কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহেনা তৎপরে এই সুরবাবুর নাম জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব। বাবু কহিলেন তোমারদিগের সহিত সে মহাজনের কি প্রকার আলাপ। দালালেরা কহিলেক বাবুজী এ কর্ম্মে আমরা নূতন ব্রতী নহি আপনি জ্ঞাত নহেন আমরা এই কর্ম্ম করিতে করিতে প্রাচীন হইলাম, আমারদিগের বাটী ছিল কোড়াগাছি, তাহা কে না জানে, এই সুরবাবু সকলি জানেন ইঁহাকে কতটাকা দেওয়াইয়াছি এবং আমরাও ইহার স্থানে কত টাকা পাইয়াছি, যদি ইহার টাকা কিম্বা দুই চারিখান বাটী থাকতি তবে আজি আমারদিগের কি ভাবনা ছিল।

সে যাহা হউক এক্ষণে আমারদিগের কি দালালি দিবেন, বাবু কহিলেন খলিপাজী, যাহা দিতে কহিবেন তাহাই দিব। পরে খলিপা বাবুর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কহিলেন তোমরা দুই জন ৫০ টাকা পাইবা, দালালেরা একথা শুনিয়া কহিলেন মহাশয় একি কথা আপনি পাঁচশত টাকা লইবেন আমাদিগকে পঞ্চাশটি টাকা দিবেন এমন কথা কখন শুনি নাই, যদি কোন লোক দুইশত টাকা লয় সেও পঞ্চাশ টাকা দেয় এইরূপ অনেক কথোপ-কথনের পর একশত টাকায় রফা হইল, ইহাতে বাবু কিঞ্চিৎ বিরস হইলেন যে পাঁচশত টাকার কমে একর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক না ইহার মধ্যে এক শত টাকা দালালদিগকে দিতে হইবেক ইহাই ভাবিছেন। খলিপা কহিলেক বাবুজী এক কথা আছে, দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দেও, বাবু কহিলেক একথা ভাল আমি ইহা স্বীকৃত আছি। ইহা শুনিয়া দালালেরা তৎক্ষণাৎ মহাজনের নিকট গমন করিয়া দুই হাজার এক শত টাকার এক নোট লেখাইয়া আনিল। বাবু সহি করিলেন টাকা খলিপা বুঝিয়া লইলেন, মহাজনের তরফ তিনলোক আসিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবুজী এই নোটের বেবাক টাকা পাইয়াছেন। বাবু কহিলেন হাঁ পাইয়াছি। পরে টাকা লইয়া খলিপা মজার নিমিত্তে দ্রব্যাদির আয়োজন করিছেন।

অথ দ্রব্যের বিবরণ

বিলাতি ছিপ সুতাদি মৎস্য ধরিবার তাম্বু তাকিয়া কনাৎ বিবিধ প্রকার বিছানা দুলিচা গালিচা আদি শোভাযুত আতরদান গোলাপপাশ রৌপ্য

বিনির্ম্মিত আলবোলা গুড়গুড়ি আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি প্রধান দোকতা কড়া গাঁজা চরম সিদ্ধি আদি যত এলাচি লবঙ্গ পান মসলা শত শত খাদ্য মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজা গজা সর ভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপম, বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুত্তম। জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি ফরাসডাঙার ধনেখালির খৈচুর শান্তিপুরের মোয়া বর্দ্ধমানের ওলা বীরভূমের নবাক মেওয়া। এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য আয়োজন খলিপা করিলেন অতিতুষ্টতম মন।

তৎপরে ভৃত্যগণের নিরূপণ, খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাঙ্খাবর্দ্দার ইহারদিগের ঐ সকল দ্রব্যাদির সহিত বাগানে পাঠাইলেন। অনন্তর খলিপা গায়েন গুণিজনকে দুইজন মোছাগেবদিগকে বাগানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাবু দুই চারিজন এয়ার সঙ্গে লইয়া অপূর্ব্ব চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হৃষ্টান্তঃকরণে বাগানে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসা গলিত যৌবনা ভগ্নাদশনা রতি পণ্ডিতা বহুমানিতা মধুর ভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী বারাঙ্গনা প্রধানা বকনাপেয়ারী কোঁকড়া পেয়ারী দামড়াগোপী ঝানঝাড়া রাধামণি ছাড়খাগি মণি জয়াবিবি প্রভৃতি আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুক্রী সঙ্গে লইয়া খলিপা সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন।

অথ সহচারিণী রূপবর্ণনা

কিবা কেশছটা, নবমেঘঘটা; দেখিয়া চমরী, মনে লাজধরি। ভ্রূ-কামধনু, রতিরূপতনু, মৃগী দেখি হইল বিমুখী। গিধিনী জিনিয়ে, শ্রুতিযুগ দিয়ে বিধি নির্ম্মাইলে, বসিয়ে বিরলে, মুখশোভা জিত, হলো রাত্রিনাথ, বীণাবাদ্য জিনি, শ্রবে মঞ্জুধ্বনি, নাসিকা দেখিয়া, নিজ লাজধিয়া, তিল পুষ্প গেল, অতুর হইল, কিবা দন্তপাটী, রাঙ্গা ওষ্ঠ দুটি, উপমা কি দিব, কোথা কি পাইব, গলদেশ শোভা, বুঝিয়া লইবা, কি কহিব দ্যুতি, আমি মন্দমতি। কুচকান্তি হেরি, অতি দুঃখী করি, নিজ গর্ব্ব হরি, গেল কুঞ্জে ফিরি, কটি ক্ষীণ দেখি, মৃগরাজ দুঃখি, গেল ঘোর বনে, বলে ধিক জীবনে। নাভি কুণ্ডে অতি, মৃদুলোম পাঁতি, বুঝি পদ্ম বিধি, হলো এই অবধি; উরুদেশোপরি, কি নিতম্ব ভারি, দেখিয়ে চাঞ্চল্য, যোগী কি ভুলে না। উরু আভা দেখি, করি শুণ্ড দুঃখি রামরম্ভা আর, ধরে লাজভার, নাহি ভূমিতলে, ভুজতুল্য মিলে, উপমা কি হবে ভাবি রাত্রি দিবে। মৃণালে তুলনা নহে

সম্ভাবনা, উপমা কি দিতে পারি কণ্টকীতে। আহা মরি মরি, নখশোভা হেরি, বিধুলাজভরে, গেল খউ পরে। ভাবি রাত্রি দিনে, বিধি একমনে, একি নির্ম্মাইলে, সবে তাপ দিলে। চলিল অবলা, পরে কাণবালা, আর কর্ণমূলে, ঢেঁড়ি ঝুমকা দোলে। বীরবৌলি দোলে, চলে কুতূহলে, আর পঞ্চনরী, হেমহার পরি। মণিমুক্তাযুতা, গলে হারলতা, উচ্চকুচ ভূষিতে হাসিছে। মৃদুদক ভুজে, হেমবাবু সাজে, মৃদু যুগ্ম করে, পলা হেম পরে, হেম [ময়] বালা, নব চন্দ্র কলা, নবরত্ন ধরে, তম দূর করে। সুনিতম্ব মাঝে, হেমহার সাজে, আছে পাদোপরে, মলে কান্তি ধরে। কিবা ক্ষীণ কটি, তাহে সূক্ষ্ম শাটি, পরিছে রূপসী, দেখে লাজ বাসি, মৃদুহাস্যমুখে, যদি যোগী দেখে, পরে কামজালে, দূরে যোগ ফেলে।

অনন্তর ইহারদিগের ভক্তগণ এবং নর্ত্তক কেশে পটো কৃষ্ণচন্দ্র ছুতার আর নানাবিধ নর্ত্তকী তাহারদিগের নামে প্রয়োজনাভাব যেহেতু তাহারদিগের বসতিস্থান খালাসিটোলা আর যাহারা বিবাহাদি সময়ে রাস্তায় সর্ব্বাগ্রে তক্তারানায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করে এমত নর্ত্তকী প্রায় তিন চারি সম্প্রদায় আইল। তৎপরে সকলের আগমনান্তরে বাবু জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনাগণ ধন্যা বকনাপেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করপুটে কহিলেন স্নান করুন। তৎপরে অন্য ভক্তগণ আসিয়া বাবুর আজ্ঞামত আতর মর্দ্দন করাইলেক, কাঁচাগোল্লা দিয়া মাথা ঘষাইয়া দিলেক, নির্ম্মল পুষ্করিণীজলে স্নানকালে জলক্রীড়াচ্ছলে কুতূহলে ভক্তগণের বহুসমাদরে ভক্তগণেরা গোলাপজলে শরীর ধৌত করাইলেক সেই সময়ে খলিপা এক গাঁটি বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন শান্তিপুর অম্বিকা বাদাগাছি ঢাকা চন্দ্রকোণা খাসবাগান, বরাহনগর প্রভৃতি নানা স্থানের শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে নীলপেড়ে তাবিজপেড়ে বরানগুরে ডুরে ব্যক্তি বিশেষে প্রদান করিলেন। তৎপরে আনন্দকাননে অপূর্ব্বাসনে সর্ব্বজনে প্রফুল্লবদনে বেশ্যা সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। সেই আসনে ভৃত্যগণেরা নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন মদ্য মাংস প্রভৃতি আনিয়া প্রস্তুত করিলেক, ইতোমধ্যে এক নির্ব্বোধ পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ কহিলেক যে ভোজনকালে পৃথক পৃথক স্থান করিতে হইবেক, এমত সময়ে খলিপার কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন ওরে মূর্খ শাস্ত্র জানিলে না, এক্ষণে এ স্থানকে ভৈরবীচক্র বলা যায়, ভৈরবী চক্রে জাতি বিচার নাই, প্রমাণং যথা আগতা ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মন বিদ্যতে। মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য,

বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু ইত্যাদি প্রমাণ শুনিয়া সকলে হৃষ্টচিত্ত হইল, হিন্দু মোছলমান বেশ্যা সাধারণ তাবতেই নিম্মলান্তঃকরণে একাসনে বিবিধ মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাদ্রব্য ভোজন করিলেন। তৎপরে নানাবিধ মসলা সম্বলিত তাম্বুল ভোজন অনন্তর নানাপ্রকার তামাকের আয়োজন কড়া দোক্তা ভেলসা অম্বরি গাঁজা খায় কেহ চরস খায় কেহ বলে হায় হায়, কেহ নৃত্য করে কেহ তাড় মারে কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে কেহ ঢুলিছে কেহ পড়িছে কেহ বলে বড় মজা ওহে বাবু তুমি এয়ারের রাজা কেহ বলে সেদরা বুঝি অল্প আসিয়াছিল হিঙ্গনবিবি বসাকবাবু এই দুইজনে সকলি খাইল, কেহ ঘরে ঢুকিল কার্ক খুলিয়া সরাপ ছয়লাপ করিল। কেহ মৎস্য ধরে কেহ গুপ্ত ঘরে, কেহ মজিয়াছে—কালোয়াতের গানে, কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে কেহ স্তনমর্দ্দনে কেহ বলে তরফাওয়ালি কি মজা দিলি, এইরূপ খুসিতে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নববাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এই প্রকার রাগরঙ্গে দিবারাত্রি গত হইল প্রভাতে তাবতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই রীত্যনুসারে কখন নিজাগারে কখন বেশ্যামন্দিরে বাবু মজা করিয়া বেড়ান। যানে কিম্বা বহনে আরোহণ করিয়া কখন মাহেশের স্নানযাত্রা সন্দর্শনে যান কখন কুঠী গিয়া থাকেন কখন নিলামঘরে কখন চিনাবাজারে কখন আদালতের ঘরে কখন মেং ডেবিড হেল্ সাহেবের দোকান ঘরে গমনাগমন করেন বাটী আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া শাল ও কাপড় খরিদ করেন পাঁচশত টাকায় শালজোড়া খরিদ করিয়া আড়াইশত টাকায় বিক্রয় করেন এবং নিলামে এক হাজার টাকায় গাড়ি ক্রয় করিয়া অন্য ব্যক্তিকে চারিশত টাকায় বিক্রয় করেন। এইরূপে সওদাগিরি কর্ম্মেও তৎপর হইলেন অনেক টাকা হস্তে আইসে, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এই শালজোড়া কত টাকায় খরিদ করিয়াছ, বাবু কহিলেন অমুক সাহেব আমাকে এই শালজোড়া বকশিস দিয়াছে কিন্তু দিলবাগ শাল-ওয়ালা দিয়াছে তাহা পশ্চাৎ বোধ হইবেক অনেকবার লাট ফেরাফিরি হইল দোকানদার মহাজনের পুঞ্জপুঞ্জ টাকা দেনা হইলেন মহাজন লোকেও আর দেয় না দিলেও বা পায় না সর্ব্বদা তাহার বাবুর নিকটে যাতায়াত করে তাহারদিগকে টালমাটাল করিয়া সারেন আর কহেন মাসকাবার হইলে আইস অমুক সাহেবের স্থানে এতো টাকা পাওনা আছে লোট দিয়াছে অমুক মাসে ডিউ অর্থাৎ মেয়াদ করিয়াছে, যদ্যপি এরূপ কথায় বাজারের লোক বিশ্বাস করে তথাপি রাঁড় ভাঁড় চাকর এয়ার ইহারদিগের শান্ত করা মুস্কিল হইল, কি করেন শেষে নিজ পত্নীর গাত্রের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মনঃস্থ করিয়া এক

দিবস শয়নছলে বাটীর মধ্যে যাইবেন সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ দাঁড়াসুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন কারণ নববধ্বাগমনের পর স্বামীর মুখ সন্দর্শন করেন নাই, রাত্রিতে বাটীর মধ্যে বাবু শয়নার্থ গমন করিলেন, তাহাকে অনেক বিনয় বাক্যেতে সন্তুষ্ট করিয়া দুই চারি খানি স্বর্ণগহনা তাহার স্থানে লইলেন, কহিলেন উত্তম করিয়া গড়াইয়া দিব প্রভাতে বৈঠকখানায় আসিয়া লোক দ্বারা বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিয়া আনাইলেন তাহাতে পাঁচ সাত রোজ খরচপত্র চলিল সম্মুখে পূজার ফরমাইস হইয়াছে এক ছড়া পঁাচনরী দিতে হইবেক আর ভাল বস্ত্রাদি তাহার কি হইবেক ইহা মনে করিয়া পুনর্ব্বার বাটী মধ্যে শয়নার্থ গমন করিলেন, হাস্যবদনে কহিলেন তোমার পাঁচনরীর গঠন ভাল নয় আমাকে দেও আমি সে সকল গহনা আর এই পাঁচনরী উত্তমরূপে তৈয়ার করাইয়া পূজার সময় দিব। তিনি কহিলেন আমি বুঝিয়াছি তোমার বড়ই টাকার দরকার পড়িয়াছে, কিন্তু সব দিতে পারি যদি তুমি সকলের সাক্ষাতে বল যে আমি অদ্য দুই মাসাবধি প্রতিদিন বাটীর মধ্যেই শয়ন করিতেছি। বাবু কহিলেন তাহার আটক কি একথা আমি সকলকেই সর্ব্বদা কহিব তুমি টাকা দেও। তিনি কহিলেন কল্য দুই প্রহর দুই ঘণ্টা রাত্রির পর টাকা পাইবা কিন্তু সন্ধ্যাকে আসিবা না ইহার অন্যথা হইলে টাকা পাইবা না আর যে কথা বলিয়াছি। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া বাবু সকলের সাক্ষাতে কহিছেন যে আমি এক্ষণে দুই মাসাবধি প্রতিদিন বাটীর মধ্যেই শয়ন করিতেছি, যদি কেহ বলে বাবু কর্ত্তা তোমার ডাকিতেছেন বাবু উত্তর আমি প্রতিদিন বাটীর মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকি রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই কথা বই আর কোন কথাই (নাই), তৎপরে শয়নাগারে শয়নার্থ গমন মাত্র সাবিত্রী অঞ্জলি পূরিয়া বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। বাবু টাকা হস্তগত করিয়া তৎক্ষণেই শয়নাগার হইতে আপন বৈঠকখানায় আগমন করিলেন, পরে দুই তিন দিবস ঐ টাকায় মজা করিয়া বেড়াইলে শেষ হইল আর টাকার সুযোগ হয় না, কোন মতে কিছুই দেয় না, পূর্ব্বে যে সকল লওয়া জীমা জিনিষপত্র করিয়াছিলেন তাহাও বিক্রয় করিয়া ঐ খলিপার পরামর্শ দ্বারা মজার কারণ ব্যয় করিলেন, যে এক্ষণে টাকার কি করিব অনেকে লোকে ডিউ হইয়াছে তাহারা টাকার কারণ সর্ব্বদা তাগাদা করিতেছে এবং শালওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি আর বাজারের মহাজন লোক ইহারা টাকা রাখে না করি কি উপায় কি? খলিপার উত্তর চিন্তা

কি, যদি কেহ ওয়ারিণ করে জামিন দিবা, কেহ না হয় এক দিবসের মধ্যেই খালাস করিব, তুমি খাতির জমায় থাক, মজা লোটো। খলিপার এই কথায় বাবু সন্তুষ্ট হইয়া মজা লুটিয়া বেড়ান, কিঞ্চিৎ টাকা পাইলে না করেন এমত কর্ম্ম নাই কিন্তু রাত্রিযোগে যে স্থানে গমন করিয়া থাকেন সেই স্থানে আর সম্ভ্রম থাকে না। মজার কথার শেষ ফল খণ্ডে হইবেক ইতি।

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণা বিরচিত নববাবু বিলাসের কুসুম খণ্ড সমাপ্ত

অতঃপরং চতুর্থ খণ্ডারম্ভ ॥

অথ ফল খণ্ড

অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের ফল ॥

ফলের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি, বিচক্ষণ বাস্তবিক বাবু মহাশয়েরা মনোযোগ পুর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। প্রথমে এক ফল এক মহাজন টাকার নিমিত্তে লোক পাঠাইলেন, বাবু কহিলেন লোট বদল করিয়া দিব। লোট বারম্বার ফেরাফেরি হইয়াছে অনেক টাকা পাওনা হইল, তাহারা সেকথা শুনিয়া ওয়ারিণ করিলেক। খলিপাকে কহিলেন, একি হয়, পেয়দা লইয়া যায়। তিনি কহেন চিন্তা কি, যাওনা কেন। তাহারা বাবুকে জেহেল থানায় লইয়া গমন করিল মোসাহেব লোক কে কোথায় পলাইল, সুরবাবু বাটী প্রস্থান করিলেন, পরে সন্ধ্যাকালে একজন লোক আসিয়া বাবুর পিতা কর্ত্তা মহাশয়কে সম্বাদ করিলেক মহাশয়—আপনকার পুত্র জেহেল থানায় কয়েদ হইয়াছেন সে স্থানে নিরাসন বসিয়াছেন অতএব বিছানা ও বালিশ পাঠাইলে ভাল হয়। কর্ত্তা ঐ লোকের প্রমুখাৎ তাবদ্বিষয় অবগত হইলেন, পরে বাবুর সতী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিরূপ মনে মনে খেদ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন ॥

অথ বাবুর সতীর বিলাপ

আমার সমান নারী, ত্রিজগতে নাহি হেরি,
আমি নারী অতি অভাগিনী।
ধনে মানে কুলে শীলে, বর দেখি বিয়ে দিলে,
সমাদরে জনক জননী ॥
বিবাহের পর আসি, শ্বশুর ঘরেতে বসি,
দিবানিশি থাকি একাকিনী।
নবীন যৌবন ভরে চিরকাল কামজ্বরে,
পুড়ে মরি দিবস রজনী ॥

যিনি মোর নিজ পতি তাহার সহিত স্থিতি
ক্ষণমাত্র হল কোন ছলে।
পরে বিধি বিগুণ হল, ওয়ারিণ করাইল,
তারে লয়ে দিল গিয়ে জেলে ॥
শুনেছিলাম পতি মোর হয়েছিলেন বাবু ঘোর,
আমা বলে নাহি ছিল মনে।
তথাপি পিতার সুখ শ্রবণান্তে যত দুখ,
সুখ তবু হত কিছু শুনে ॥
বিধি নিদারুণ হলে তাহাও হরিয়ে নিলে,
তবে মনে কি আছে না জানি।
দিয়েছিলে পতি মোরে তারে ঘোর বাবু করে
আমায় করিলে বিরহিনী ॥
বিরহেতে নিরন্তর, তনু হল জর জর
আর দুঃখ না সহিতে পারি।
কত দুঃখ সব আর, নারী হয়ে বারম্বার,
তবে বাঁচি যদি প্রাণে মরি ॥

সতীর এইরূপ বিলাপে রাত্রি গত হইল। পরদিবস বাবুর পিতা কর্ত্তা মহাশয় নোটের বেবাক টাকা ও খরচা দিয়া বাবুকে খালাস করিলেন, তৎপরে বাবু বাজারে যাহার যাহার দেনা ছিলেন তাহারাও বাবুর নামে নালিশ করিয়া কর্ত্তার স্থানে বেবাক টাকা পাইলেক। বাবু বড় জেহেলে ও ছোট জেহেলে মাসেক দুইমাস কয়েদ ছিলেন, ইহার মধ্যে প্রিয়তমা বারবিলাসিনীর নিকট গমন করিতে পারেন নাই। খালাস হইয়া আসিবামাত্র হৃষ্ট চিত্ত হইয়া প্রিয়তমার নিকট গমন করিলেন। সে কহিলেক আলাপ করা দূরে থাকুক আর তোমার মুখাবলোকন করিব না, তুমি মাসেক দুই জেহেলে স্বচ্ছন্দে বসিয়াছিলে, আমার এখানে কি প্রকারে চলে তাহার তত্ত্ব একবার করিলে না, অতএব আমি এমত লোকের মুখ দেখি না, কল্য যদি আমার দুই যাহার বেবাক টাকা আনিতে পার তবে ঘরে আসিতে দিব নতুবা জুতা মারিয়া দূর করিব, তুই যেমন বড় মানুষের বেটা এবং ভাল মানুষ তাহা আমি জানিয়াছি আর জাঁকে কাজ নাই, তোর কাছে পাঁচ বৎসর অবধি আমার হাড়ির হাল হইল কেবল টাকা হাজার দুয়ের গহনা আর এই বাড়িটুকু ইহার দাম বড় চারি পাঁচ হাজার টাকা হইবেক

তো হইতে এইমাত্র পাইয়াছি আর কোন কালে কিছু দিয়াছিস, দেখ দেখি অমুকের অমুক আপন স্ত্রীর গায়ের ও মায়ের অলঙ্কার আদি চুরি করিয়া আনিয়া দিয়াছে, তুমি আমায় কি দিয়াছ বল দেখি, আর দেখ অমুকের অমুক কি প্রকার তাহার বশে আছে আর তাহার আগামী এক বৎসরের খরচ তাহার বাটীতে আমানত রাখিয়া থাকে, তোর মনে দয়া নাই দয়া থাকিত তবে এই দুই মাসের মধ্যে কোন লোকের দ্বারাতেও আমার তল্লাস ও খরচ পাঠাইতি। এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেক, অন্য বাবুর সহিত গান বাজনা আরম্ভ করিলেক, পর দিবস ছোট আদালতে দুই মাসের মাহিয়ানার দুই শত টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া বাবুকে কাঠরায় কায়েদ করাইলেক, পরে তাহার পিতা শ্রবণ করিয়া সে টাকাও দিয়া বাবুকে খালাস করিয়া আনিলেন। পরে বাবু স্থানান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার দ্বারে গমন করেন সেই বলে বাপুরে তুমি অমুককে রাখিয়াছিলে কিন্তু তাহকে টাকা দেও নাই সে তোমার নামে নালিশ করিয়া কায়েদ করিয়াছিল তোমার পিতা টাকা দিয়া তোমাকে খালাস করিয়াছিল, ইহাতে তোমাকে কে বিশ্বাস করিয়া আসিতে দিবেক। যত প্রধানা বারাঙ্গনা ছিল তাহারা সকলেই ঐ কথা শুনিয়াছে তাহারদিগের শিয়ালের ডাক অতএব একদ্বারে অসম্ভ্রম হইলে সুতরাং অন্যদ্বারে অসম্ভ্রম হইতে পারে। বাবু প্রধানা বেশ্যারদিগের নিকট অসম্ভ্রম হইয়া পরে বাঁশতলার গলি নিবাসিনী পতিত পাবনকারিণী দোসর মণি এক বেশ্যা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন, তাহা হইতে ত্বরাতেই দুইটি বাঘের বাচ্চা লাভ হইল, তৎপরে তাহার সকলি অকুল উপস্থিত হইলে শেষে হায় হায় এ কি দায় প্রাণ যায় দূর হ গুওটার মাছি ইহা বলিতে লাগিলেন, ঘরে বাহিরে আর মুখ দেখাইতে পারেন না, সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন, তৎপরে তাহার পিতার পরলোক হইল মুখাগ্নি করিয়া বাটী আসিয়া কর্ত্তা হইলেন সকল চাবি হস্তগত হইল জ্ঞাতিকুটুম্ব সকল কহে উহার জাতি গিয়াছে উহার বাটী যাওয়া হইবেক না ইহা শুনিয়া গললগ্নীকৃত বাসা হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন শ্রাদ্ধের উপলক্ষে সমন্বয় হইল তৎপরে এক বাটী বানাইবার পরামর্শ করিলেন, রাজমিস্ত্রী আনিয়া বাটীর নক্‌সা দেখাইয়া ফুরাণ করিয়া দিলেন, পরে মাসেক দুইমাসের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হইল যে বিষয় ছিল তাহা প্রায় বাটী বানাইতে খরচ হইয়া গেল, অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ বিষয় থাকিল পাঁচটি কন্যা সন্তানের বিবাহ দিতে হইবেক এই সময়ে কহিলেন হা বিধাতা একদিবস স্ত্রীর

সহিত বাস করিলাম না তথাপি আমার হলো যাতনা, পরে করে গেল সুখ আমার ভাগ্যে ছিল দুখ সে যাহা হউক কিন্তু বিবাহ না দিলে জাতি রক্ষা হয় না ক্রমে পাঁচ কন্যার বিবাহ দিলেন, ধনের শেষ হইল পরিবার প্রতিপালনার্থ দায়গ্রস্ত হইলেন শেষে বাটীর পাট্টা বন্ধক কর্জ্জ সুদ সমেত অনেক টাকা দেনা হইলেন, মহাজনে বাটী বিক্রয় করিয়া লইলেক আখেরে টালার বাগানে কোন ভাগ্যবানের অধিকারে বাস করিয়া কোনরূপে দিনপাত করেন এবং পরিবার প্রতিপালনে বহু ক্লেশাবনত হইয়া বাবুগিরি ও সংসারের উপরি বিরক্ত হইয়া খেদ করিছেন ॥

অথ নববাবুর খেদ বর্ণনা ॥

বহুশ্রমে পিতা করি ধন উপার্জ্জন।
রেখেছিলেন প্রাণপণে আমারি কারণ ॥
আমার কপালগুণে বিদ্যা না হইল।
কুমন্ত্রী খলিপা কর্ণে কুমন্ত্রণা দিল ॥
আমার নাহিক হল হিতাহিত জ্ঞান।
খলিপা করিল আমার অনেক বাখান ॥
আমি মূর্খ ভুলিলাম খলিপা বাখানে।
পর উপদেশ বাক্য শুনিলাম শ্রবণে ॥
মতি ছিল নিরন্তর কুকর্ম্মেতে আশা।
কুকর্ম্ম করিয়া আমার এই দেখ দশা ॥
অন্নবস্ত্র অভাবে নিজ পরিবার।
শ্রীভ্রষ্ট হইল আর অস্থিচর্ম্ম সার ॥
আমার নিদারুণ বিধি আগে সুখ দিল।
পরে দুঃখ সাগরে তরঙ্গে ভাসাইল ॥
এ দেহেতে দুঃখ আর সহিতে না পারি।
দিবানিশি রোদনেতে কেবল কাল হরি ॥
দুঃখে দুঃখে দিন দিন তনু হল ক্ষীণ।
উদরেতে অন্ন নাহি হয় প্রতিদিন ॥
পরিবারের দুঃখ দেখে প্রাণ ফেটে যায়।
না করিতে পারি তার কিছুই উপায় ॥

আহার চিন্তনে কেবল ভ্রমি দ্বারে দ্বারে।
বন্ধুবর্গে কেহ নাহি সমাদর করে॥
নির্লজ্জ হইয়াছি আমি উদরের লাগি।
তণ্ডুলাদি প্রতিদিন আনি ভিক্ষা মাগি॥
আমি কি কহিব দুঃখ নাহি কহা যায়।
আমায় দেখিয়া লোক নয়ন ফিরায়॥
করহ উদ্ধার বিধি এ ঘোর সঙ্কটে।
লয়ে যাও ত্বরা করি যমের নিকটে॥

অথ জ্ঞান উপদেশ॥

অনুগত দারা সুত, পালনেতে যেবা রত,
তার দুঃখ কহিতে না পারি।
দিবানিশি শোক সিন্ধু, দারা সুত ভাই বন্ধু,
তরঙ্গেতে মন মগ্ন করি॥
অবিরত শত শত, কুপথ কুকর্ম্মে রত,
ধর্ম্ম কর্ম্ম হয়ে বিবর্জ্জিত।
ধনাশা পূরিত চিত্ত, বিষয় মদেতে মত্ত,
ভুলিয়া পরম তত্ত্ব হিত॥
অনর্থ বিষয় চিন্তা বিশেষত সুতকান্তা,
ধর্ম্ম অর্থ কামহন্তা বড়।
কান্তা সুত আশে, ভ্রমিতেছি দেশে দেশে,
করিতেছি বিষয় আশা দৃঢ়॥
বিষয়েতে জ্ঞানহত, সদা লয়্যা দারা সুত,
নয়ন মুদিত করে আছে।
শমন ভবন কবে গমন করিতে হবে,
কি হইবে নাহি ভাবে পিছে॥
দারা সুত অনুগত, আশায় বা কি আশ্রিত,
মরমেতে মৃত প্রায় হয়।
শোক সিন্ধু সলিলেতে, কি দিবস রজনীতে,
ভাবিতে ভাবিতে তনুক্ষয়॥

বিষয় বাসনা বশে, পরে আত্মভ্রান্তি দোষে,
তাতে ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত।
বিষয় বাসনা দেখি, বসুমতী হাস্যমুখী,
হাস্যমুখে হয়েছে কৃতান্ত ॥
যেমন জারজ সুত, ক্রোড়ে লয়্যা হর্ষিত,
স্বামী দেখি হাসে নিজ নারী।
তেমনি বিষয়াবিষ্টঃ দেখিয়া পৃথিবী হৃষ্ট,
আর যমদণ্ডধারি ধারী ॥
অতএব বিষয় ত্যজ, শ্রীনন্দ কুমার ভজ,
ভজিলে অতুল সুখ পাবে।
ঐহিক হইবে সুখী, যমরাজে দিবে ফাঁকি,
পরকালে সুখেতে রহিবে ॥

ইতি শ্রীপ্রথমনাথ শর্ম্মণা বিরচিতে নববাবু বিলাসে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত
অথ সমাপ্তশ্চায়ং
নববাবুবিলাস ॥

নব বিবি বিলাস/ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

যদ্যপি নববাবুবিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই; এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াসপূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম এ গ্রন্থের মূল দেখিলেই সে মূলের আমূল পর্য্যন্ত বোধ হইবেক, এবং নববাবুদিগের ন্যায় নব বিবিরাও শেষাবস্থায় কীদৃশাবস্থা প্রাপ্তা হয়েন তাহা অনায়াসে প্রকাশ পাইবেক বিশেষতঃ যাঁহারা সুবোধ অথচ রসিক-বাবু তাঁহারা কাহারো কাবু না হইয়া নববাবু ও নব বিবি উভয়েরি নষ্ট চরিত্র দেখিয়া আপন ২ চরিত্র পবিত্র করিতে পারিবেন যেহেতুক বিচক্ষণ লোক অন্যের দোষ বিলক্ষণ রূপে সমীক্ষণ পূর্ব্বক আপনদোষ পরিহার করিয়া সাবধান হয়েন। শাস্ত্রে কথিত আছে, সর্ব্বত্র ত্রিবিধালোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ। সুতরাং নরনারী উভয় জাতির মধ্যে তিনপ্রকার আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করা যায় কিন্তু কাল সহকারে উত্তম ও মধ্যম অপেক্ষা অধম ভাগেরি শ্রীবৃদ্ধি, তন্মধ্যে পুরুষাধমের অধমাপ্রবৃত্তি ও স্বকীয় সত্ত্বে পরকীয় নিমিত্তে লালসা জন্য যে অপকীর্ত্তি তাহার কারণ ও উদাহরণ সমাসে ঐ নববাবু বিলাসে কথিত আছে যে নববাবুরা প্রায় অনেকেই রাত্রে আপন ২ ভবন পরিত্যাগপূর্বক বেশ্যাসদন গমন করিয়া বাস করেন; অতএব যে পুরুষ পরস্ত্রীতে অথবা সামান্যতে প্রশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত, সে ব্যক্তি স্বস্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে প্রায়ই অশক্ত যেহেতুক প্রতিদিন রাত্রিযোগে যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসে সাধ্বী ও অসাধ্বী হয়; তখন তাহাকে সাধ্য সাধনা করিলেও কাহার সাধ্য যে অবাধ্যাকে বাধ্যা করিয়া রাখে; কারণ ভর্ত্তার ভার ভরণপোষণ; সুতরাং কেবল পোষণে পোষ মানে না যে হেতুক যে সকল বাবু সর্ব্বদা বেশ্যাবাসে বাস করেন, তাঁহারা কদাচিৎ কখন নিজ ভবনে ভ্রমক্রমে উপস্থিত হইলে প্রায়ই বৈঠকখানায় আটক হইয়া দশজন চেটক ও যোটক ইয়ার লোক লইয়া গাঁজা চরস খান এবং সরস সুরস পান ও তান মান গান ইত্যাদিতেই মত্ত

হয়েন অথচ অন্তঃপুরে তাহার কামিনী আপন নিত্য সুখদায়ক প্রেমবিলাসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিনিধির দ্বারা বাবু গুণনিধির ভার লাঘব করেন ; যেহেতু কেবল পোষণের ভার তাঁহার প্রতি, অন্য ভার অন্যের প্রতি।

কিন্তু অধিকন্তু চমৎকার এই যে প্রাতে ঐ কামিনী স্বামীবাবুর পোষার মত গোসা না করিয়া অম্লানবদনে সংসারের কর্ম্ম কার্য্যে ধৈর্য্য ধৈর্য্যতা দেখান; ফলিতার্থ অন্তরের ভাব অনেক অন্তর যেহেতুক যাবৎ না সূর্য্যাস্ত হয় তাবৎ তাহার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল লিখনাতিরিক্ত, কেবল যে সকল বাবু অন্য স্ত্রীতে আসক্তিপ্রযুক্ত কুল হারা হইয়াছেন তাঁহারাই ঐ ব্যাকুলের কুল জানিতে শক্ত, কারণ প্রেমী ব্যতিরেকে প্রেম জানে না এবং অস্ত্রে আঘাতী ব্যক্তিভিন্ন অন্যের অস্ত্রাঘাতের জ্বালা বুঝে না, অতএব সেই সকল বাবুরাই বিশেষ জানিবেন, যে তাঁহারা পরস্ত্রীর সহিত প্রণয় করিলে তাঁহারদিগের মন যেমন ব্যাকুল হয়, স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ পরপুরুষের সহিত প্রসক্তি হইলে অবশ্যই তদনুরূপ হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা কেবল নামেই অবলা। কিন্তু পুরুষ কামবলে পুরুষাপেক্ষা সবলা ; যথা আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা। ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥ সুতরাং ঐরূপ কামুকী কামিনীর অন্য পুরুষের সহিত প্রীতি হইলে সে প্রণয় কিছু দিন গোপনে রয় পরে স্বগৃহে অন্য ২ স্ত্রীলোকেতে গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়, তৎপরে সেই গৃহের পুরুষেরাও শুনিয়া মৃদুভাব ত্যাগ (করিয়া) পারুষ ভাব প্রকাশ করে, তৎকালীন জানা যায় ও কানাকানিতে বাবুর কান খাড়া হয়, অবশেষে স্বামীবাবু তাঁহার স্বকীয়া কামিনীকে প্রহার করেন ; এবং যাহার সহিত ধরা পড়ে সে যদি দাসের মধ্যে কেহ হয় তবে তাহাকে এমত প্রহার করেন যে তৎক্ষণাৎ সে ধরায় পড়ে, একান্ত যদি উঠে ছুটে, কিম্বা সে ব্যক্তি যদ্যপি বাবুর স্নেহাবিষ্ট সম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতি বাবু জাতক্রোধ হইয়া তৎকালীন মনে মনে বিবেচনা করেন যে দূর হউক আর পারি না এবং স্ত্রীকেই উহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিই, অবশেষে বাবু স্বালয় হইতে আলয় ২ শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করেন, সেখানে কামিনী আপন মনের আবেশ অশেষ বিশেষ করিয়া পুনরায় আপন স্বামীর বাসে আইসেন; কেহবা পিত্রালয়ে থাকিয়া ত্রিকুলের মান সমাধান করিয়া দরওয়ান সঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে প্রতিদিন যামিনী সাঙ্গ করেন, কেহবা সেই স্থান হইতে স্থানান্তর প্রস্থানের পথ দেখেন, কিন্তু গুপ্তকথা একবার ব্যক্ত হইয়াছে, তখন তাহাকে তাহার শাশুড়ী

ননদ, কিম্বা পিত্রালয়ে তাহার ভাই-ভগিনী ইত্যাদি সকলেই ঐ কথার গঞ্জনা দেয়, বিশেষত কোন সময়ে কাহারো সহিত কলহ হইলে গুপ্ত কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করে এবং তাহার স্বামী বাবুও তখন প্রিয়াকে প্রিয়বাক্য কহেন না, বরং লজ্জায় পড়িয়া তাড়না করেন ; অনন্তর একথা ক্রমে পাড়ায় প্রকাশ পাইলে যে সকল বাবুরা কুলবধূ সম্ভোগে অধিক সুখভোগ বোধ করেন তাঁহারা চেষ্টা পাইতে থাকেন ; কোন বাবু আপন আশার সুসারহেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপ রস দেখাইয়া বশ করে তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই নির্যাসমতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনরায় তাহা লিখন অপ্রয়োজন, সেইরূপ কথোপকথনে দূতী কুলবধুগণে ভুলাইয়া ভয় দেখাইয়া কুলে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া কুলের বাহির করে, এমতে কোন ২ কামিনী স্বামীর জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ হইয়া কেহবা শাশুড়ী ননদের নিষ্ঠুর কথায় ক্ষতবিক্ষতা হইয়া, কেহবা স্বভাবের দোষে প্রীতে পড়িয়া, কেহবা অন্য কোন বিষয়ের আশয়ে সংসারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, কেহবা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া অর্থাৎ বেশ্যারা বড়সুখী, ইহারা স্বয়ং সংসারের কোন কর্ম্ম কার্য্য করেনা, স্বচ্ছন্দ পরমানন্দে পুরুষের ন্যায় ইচ্ছামত আহার বিহার পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার করিতে পারে, এবং বাবুগণেও ধনদানে সকল ধনীকে বশী করেন ; এবং তাঁহার স্বয়ং প্রেমাধিনী হয়েন এই ক্ষণিক কাল্পনিক সুখে সুখ জ্ঞান করিয়া কুলে কালি দিয়া কুলের বাহির হয়েন, অবশেষে অকুল পাথারে পড়িয়া দুকূল হারান অতএব তাঁহারদিগের শেষাবস্থায় কি দুরবস্থা হয় তাহার বৃত্তান্ত সকল বিবিরূপ বৃক্ষ বর্ণনে ব্যক্ত করিতেছি ; ভরসা যে ইহা শ্রবণে কুলবধূগণে পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে কুলের বাহির না হয়েন, যেহেতু অকুলে কেবল আকুল হইতে হয় ॥

স্ত্রীলোক স্বভাবতো বিজ্ঞান বলে অবলা, তাহাতে কুলবালা আরো ভোলা ; অর্থাৎ অনায়াসে ভুলানো যায় এমতে যদ্যপি কোন কামিনী ব্যাভিচারিণী হইয়া সুপ্রকাশ রূপে বেশ্যা হয়েন, তবে রূপবতী হইলে যে পর্য্যন্ত যৌবন থাকে সে পর্য্যন্ত তিনি কপট লম্পটের নিকট চটক দেখাইয়া আদরণীয়া হয়েন, কিন্তু যেমন ২ যৌবনের হ্রাসতা হইতে থাকে তদনুযায়ী আদরের হ্রাসতা হয় ; যে ব্যক্তি অত্যন্ত সমাদর করিত সে তখন নিতান্ত অনাদর করে, অনুগত বিগত হয়, এবং নানাবস্থান্তরে শেষাবস্থায় অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটে ; যথা অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুটনী। সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারম্ভবতি টুকনী ॥ এবং বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, ইহাও পূর্ব্বাপর জনশ্রুতি আছে ; সুতরাং কুলটার মধ্যে কেহবা যৌবনাবস্থা থাকিতে ২ আপন শেষ দশার আশা করিয়া কুমারী অর্থাৎ

ছুক্‌রি ক্রয় করিয়া আপনি আপন মনে আপনাকে তাহার মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া কল্পিত কন্যাকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করেন, এবং তাহার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনশ্চ নামকরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ মাতা পিতা যদ্যপি তাহার নাম কুড়নি, তিনকড়ি পাঁচী, পাঁচকড়ি—ইত্যাদি রাখিয়া থাকে ; তৎপরিবর্ত্তে রাজকুমার প্রাণকুমার গোলাব, পেয়ার ইত্যাদি নাম রাখেন। এতাবতা সেই বিবিরূপ মূল বিবরণ অঙ্কুর ও পল্লব, ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে বর্ণন করিয়া নব বিবিরদিগের রীতি নীতি এবং যে অবস্থায় যে গতি হয় অবিকল সেই সকল সংগ্রহ করিলাম, ইহা বাস্তবিক বাবুজনের হাস্য পরিহাস্যের নিমিত্ত রহস্যস্বরূপ হইবেক এবং ইহা শ্রবণে কুলবধূজনের মনে বেশ্যাদিগের দুরবস্থার দুঃখ সম্ভাবনায় লজ্জা ও ভয় উভয় জন্মিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারিবেক কিমলং বিস্তরেণ ॥

অথ অঙ্কুর খণ্ড

অর্থাৎ

বিবিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর

পরাৎপরের পরম পদার্থ পরমার্থ পথ প্রায় পরমার্থিকেরা পবিত্র লোচনে দেখিতে পান, কিন্তু অপরাপর প্রাকৃত লোক দুষ্ট লোকের সহবাসে সে পথের আলোক হারাইয়া নিতান্ত ভ্রান্ত ও অশান্ত স্বান্ত হইয়া অধৈর্য্য দোষে কদর্য্য পরদার চৌর্য্যাদি বৃত্তিতেই বীর্য্য প্রকাশ করেন এবং সেইরূপ প্রাকৃতা প্রকৃতি স্বামী সম্বন্ধ নিব্বন্ধে অন্ধ হইয়া পিতৃমাতৃ স্বামীর মায়া দয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং মায়াবী হইয়া মায়ার জাল কাটিয়া প্রেমের জাল পাতিয়া মৃগবৎ আগন্তুক কামুক পুরুষকে ধরিতে উপক্রম করেন, ক্রমে ক্রমে তাহাতে কাম ব্যাধির পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যাধের তুল্য আড্‌ডা গাড়িয়া বসেন অর্থাৎ গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক কোন নগরস্থা বয়স্থা বেশ্যার বশ্যা হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্ম্মে কুমারী অর্থাৎ ছুক্‌রীরূপে নিযুক্তা হয়েন এবং সেই সুযোগে মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করেন, তখন আপন গর্ভধারিণীকে বিস্মৃতা হইয়া ঐ বয়স্থাকেই মাতৃ সম্বোধন করেন এবং পতিকে ভুলিয়া উপপতিকেই পতি বলেন। এতাবতা কি দোষে গৃহস্থের কন্যা গ্রহপ্রযুক্ত গৃহ হইতে বাহির হয় তাহার বৃত্তান্ত প্রথমতো লেখা যাইতেছে।

প্রথমতো নবযুবতী কামিনীর সহিত যুবতীরূপা নাপিতিনীর সাক্ষাৎ

স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় পিতা রক্ষক ও যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষক অতএব স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কোন কালেই অপ্রসিদ্ধ এমতে

যে কাল পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে কুমারী বাস করেন তৎকালে পিতার রক্ষণাবেক্ষণে শুক্ল-পক্ষের শশীর ন্যায় বর্দ্ধিতা হয়েন এবং কৌমারাবস্থায় ইন্দ্রিয় দোষ সম্ভাবনায় অসম্ভাবনা প্রযুক্ত নির্দ্দোষে নির্ম্মতল সুশীল ধবল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র চরিত্রে কালযাপন করেন পরন্ত যৌবনোপক্রমে ক্রমে ক্রমে মদন রাজার রাজ্যরূপ নারী শরীরে যৌবন দূত প্রবিষ্ট হইয়া অশান্ত দুর্দ্দান্ত রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণ করাতে যুবতীর মনোরূপ প্রজাশাসনাভয়ে অধৈর্য্য হয় পরে ঐ মহা-প্রতাপী রাজা যুবতী নগরীতে প্রবল দলবল সমভিব্যাহারে আক্রমণ করাতে বড়ই উৎপাত ঘটে তখন যুবতী ক্ষণমাত্রে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারেন না সর্ব্বদা পতির নিকট রাজার উৎপাত জন্য বেদনা বেদ করেন, কিন্তু পতি যদি পুরুষার্থ-যুক্ত পুরুষ হয়েন তবে তৎক্ষণাৎ অনঙ্গ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নারী নগরীকে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে রাখেন কিন্তু কাপুরুষ জাতি যাহারদিগের লক্ষণ বিলক্ষণরূপে উল্লেখিত আছে তাঁহারা আপন ২ পত্নীর দুঃখে কটাক্ষপাত না করিয়া অন্য কোন অসতীর দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী হইয়া কুলকামিনীর সঙ্গ প্রসঙ্গেও থাকেন না সুতরাং ক্রমে ২ মদন রাজারি পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকে অনন্তর যখন চন্দ্রবদনা কন্যার যৌবন ষোড়শকলা পূর্ণ হওয়াতে ষোড়শীপূর্ণ যৌবনবতী হয় তখন গগনস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহু গ্রহণের শঙ্কা তদ্রূপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসঙ্গিনী চণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্কা হয় অর্থাৎ যৌবনাগতে ঐ বিধুমুখীর রূপের সৌন্দর্য্য ও মনের অধৈর্য্য দেখিয়া কদর্য্য বৃত্তিজীবিনী কুটনী যাহারদিগের লক্ষণসকল অবিকল দূতী বিলাসে প্রকাশ আছে তাহারাই গ্রহণ দ্বারা গ্রহণ করিতে উপস্থিতা হয় তন্মধ্যে বিশেষতো নাপিতিনী যিনি সহজেই ধূর্ত্তা জাতির কামিনী এবং গত যৌবনাবস্থায় যোটকতা ব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় যুবতীর যৌবন ধন লুটাইবার নিমিত্ত গৃহস্থের গৃহরূপ দুর্গে প্রবিষ্ট হওনের জন্য কামায় ছলে কামান ধরিয়াছেন তিনি সুযোগ পাইয়া প্রবেশ করিয়া নবযুবতীর মনোভেদ জন্মাইয়া সংসারের প্রতি কি প্রকারে বিচ্ছেদ জন্মান তাহার বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে॥

অথ নবযুবতীর প্রতি নাপিতিনীর কুমন্ত্রণা দান

প্রথমতঃ প্রবৃত্তি দিলেন যে বাছা তোমার এ যৌবন ধন কাহার নিমিত্তে যক্ষের ন্যায় রক্ষা করিয়া আছ আহা এমন শ্রীফল কি কাকে ভোগ করিতে পারে। তোমার যে স্বামী সে তোমার নয় কিন্তু পরকামী, সর্ব্বদা গাঞ্জা চরসেই সরস এ রসে অতিবিরস সে অরসিক কি ভ্রমরের যোগ্য কমলের মধু

ভোগ করিবেক। মরি ২ কি বিধাতার চাতুরী দেখ সে জন আপনার প্রফুল্ল ফুল দেখিতে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কেবল পর ফুলের গন্ধ পাইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করে, তুমি যে এমন হীরে তুমি কি মেষের শৃঙ্গেতে ভগ্ন হইবে, তোমার গুণেতে এই বিগুণ দেখিয়া আমার দ্বিগুণ দুঃখ হইতেছে। তাহার কপালে আগুন কেন না আকৃতি কিম্ভূতকিমাকার এবং প্রকৃতিও সেই প্রকার তথাপি সে যদি তোমারি হইত তবে ঔষধ গেলার ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও ভোগ করিতে, কিন্তু বরঞ্চ বনের ঔষধও আপনাব, কিন্তু এ ঘরের রোগ পর হইয়াছে কেননা কি নিশি কি দিন ঐ লম্পট শঠ অন্যের নিকটেই থাকে, কথনো ভ্রমক্রমেও তোমাকে মনে করে না, তথাপি তুমি যে পরম সতী তাহাকেই ধ্যান করিয়া আছ তোমার এ সতীপনা কেবল যন্ত্রণা মাত্র কারণ সে কেবল বেশ্যার বশ হইয়া সেই রসকেই সরস করিয়া মানিয়াছে অথচ তুমি সেই পুরুষকে পরশ ভাবিয়া স্পর্শ কর ইহা ভাল মানুষের কর্ম্ম নয়। তুমি সোনার লতা হইয়া সে কঠিন লোহার তাড়নায় দিন ২ ক্ষীণ হইতেছ, আহা মিথ্যা এছার ভাতারের পোড়ায় কেন পুড়িতেছ, আমার মন্ত্রণা শুন যে এ যন্ত্রণায় পার পাইবে॥

অথ উপদেশিনীর মন্ত্রদান

ত্রিপদী॥ কি করেছ হায় হায়, এ দেখি বিষম দায়, তোমার সরল প্রাণ সঁপিয়াছ কারে। সেজন সুজন নয়, হৃদয় পাষাণময়, কেমনে কোমল হৃদে রাখিয়াছ তারে॥ বিধি নিদারুণ তায় কারে ছেড়ে কারে চায়, কুটজে ভ্রমর ধায় ত্যজি কমলিনী। আমরা তোমারে গণি, রমণীর শিরোমণি, তোমার এ রূপ গুণ কে বুঝিবে বল কপালের গুণে ধনী, পেয়েছ যে গুণমণি, অন্য জনে প্রয়োজন সে করে, কেবল॥ পদে ২ তব মান, বিনিময়ে অপমান, মান যাবে নিয়া মান মানীর নিকট। অতএব বলি শুন, কি কহিব পুনঃ পুনঃ ত্যজ শীঘ্র এই শঠ নিপট লম্পট॥ নতুবা বিষম খেদ, সদা হবে মর্ম্মভেদ, সতীত্ব রাখিয়া মাত্র দুঃখ হবে সার। তোমার এ রূপ ২, যদি দেখে ভুলে ভূপ, অসারে পড়িয়া সার হইল অসার॥ নানা রস তুমি ধর, রসিকের সঙ্গ কর, সার্থক হইবে তবে তোমার যৌবন। রূপে গুণে মনোহর, রসিক নাগর বর, মন মত মিলাইব চাহিবে যেমন॥ ভাবিয়া কলঙ্ক ভয়, যে নারী কুলেতে রয়, তার ভাগ্যে কোথা হয় এ সুখ সম্পদ। অতএব ত্যজ কুল, কুল যে দুঃখের মূল, আকুল সতত করে ঘটায় বিপদ॥

অনন্তর ঐ যুবতীর আদো বয়সের তারুণ্য জন্য দীপশিখার ন্যায় মন চঞ্চল হইল, তাহাতে নাপিতিনীর মন্ত্রণারূপ বাতাস পাইবামাত্র কুলপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল, তখন কৌলিক ধর্ম্মপথে অন্ধকার দেখিয়া একেবারে কুলের পথ হারাইয়া কুলটাবর্ত্মে প্রবর্ত্ত হওনে মনস্থ করিয়া নাপিতিনীকে কহিতেছেন, ওগো নাপিতিনী মাসি তোমাকে বড় ভালবাসি তুমি আমার হিতৈষী সকলি জান অধিকার কি কহিব কিন্তু এতকাল আমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী কাহাকেও পাই নাই এবং তোমাকে বলিব ২ করিয়াও কিছু বলিতে পারি নাই, এখন বুঝিলাম আমার কপাল ফিরিয়াছে অতএব লজ্জার মাথা খাইয়া আমার মর্ম্মের ব্যথা ও মনের কথা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি, মন দিয়া শুন ॥

অথ নবযুবতীর মন দুঃখ প্রকাশ

পয়ার ॥ মনের মরম কথা প্রকাশিতে নারি। কত পাপ ছিল তাই হইয়াছি নারী ॥ একি দায় হায় ২ কি বলিব সই। আমি যাই অতি দুঃখী তাই এত সই ॥ অন্যে এব্যথার কথা কে বুঝিতে পারে। সেই পারে যে গিয়াছে প্রেমসিন্ধু পারে ॥ তুমি প্রেম প্রবীণা তোমার কর্ম্ম বোঝা। অন্যজনে একথা কেবল হয় বোঝা। পড়েছি করম দোষে আমি যার করে। সেজন দুর্জ্জন অতি কি জানি কি করে ॥ চরসে সরম সদা গাঁজা আর ভাঙ্গে। বুঝ দেখি এ প্রণয় থাকে কিবা ভাঙ্গে ॥ কে আছে সংসার সখি অবলা বলদ। পতি যিনি হন তিনি কেবল বলদ। অকৃতি আমার পতি নাহি কোন বল। তাহার দাসীত্ব করে কি হইবে বল ॥ সদা থাকে অন্য মনে আমারে না ভাবে। বরঞ্চ শত্রুতা ভাল ধিক্ এমন ভাবে ॥ চল্লিশ সেরেতে হয় পরিপূর্ণ মণ সেই পরিমাণে নাথে সঁপেছিনু মন ॥ কিন্তু না পাইনু তার মনের এক্তেলা। ফাঁকি দিয়ে আমারে সে দেখাইল কলা ॥ নাহি দেয় সুখ কিম্বা দেয় রূপা সোনা। বেঁচে আছে পতি ইহা কানে মাত্র শোনা ॥ রাত্রি হলে বসে গণি আকাশের তারা না দেখি তাহারে চক্ষে ক্ষয়ে গেল তারা ॥ নিশিদিন দুনয়নে বহিতেছে বারি। পতির আশ্রয়ে অশ্রু কতই নিবারি। পরনারি নিয়া থাকে পতি যে বালিশ। আমি কি থাকিব সই লইয়া বালিশ ॥ না হইল কোন সুখ জন্মিয়া ধরা। আমি কি পড়েছি সই চোরদায়ে ধরা ॥ সহে না সরল প্রাণে মদনের তীর। জুড়াইতে দগ্ধ তনু যাব সিন্ধু তীর ॥ কিন্তু ভাবি যে জ্বালায় এই প্রাণ জ্বলে। এ জ্বালা কি যাবে সই ঝাঁপ

দিলে জলে ॥ জলেতে জগৎ স্নিগ্ধ নাম যে জীবন। সে জীবনে প্রাণ সখি না রহে জীবন ॥ কূলে থেকে কত আর দুঃখে কাল হরি। শুনিলে আমার কথা লোকে বলে হরি ॥ যৌবনমদেতে মন প্রমত্ত কারণ। কুল লজ্জা কত তায় করিবে বারণ ॥ প্রতিজ্ঞা করেছি তাই উপপতি করি তবে শান্ত হবে এ অশান্ত মন করি ॥ তোমারে পাইয়া লাভ হৈল লক্ষ লক্ষ। বুঝিলাম অতঃপর সিদ্ধ হবে লক্ষ্য ॥

অথ নাপিতিনীর সাহস প্রদান

কথা—নাপিতিনী কুলকামিনীর দুঃখ শুনিয়া মনে ২ চিন্তা করিল যে ভাল শীকার পাইয়াছি, ইহাকে যদি মিষ্ট কথায় তুষ্ট ও রসের আলাপে বশ করিতে পারি তবে এই আমার বৃদ্ধ বয়সে ধনোপার্জনের বিশেষ উপায় হয় কেননা লোকের কৃতী পুত্র পাইলে যে ভাল হয় তদ্রূপ কুটনীর অবলা ভোলা কুলবালা পাইলে ভাল বোধ হয়। অনন্তর ঐ যুবতীর রূপের চটকে লম্পট বাবুদিগকে আটক করিবার নিমিত্ত আপন ফটকে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়া কুলকামিনীকে সংগোপনে কানে ২ কহিতেছে, বাছা তুমি আপন মনের কথা আমাকে কহিলে এখন আমার প্রাণের প্রাণ হইল, দেখ দেখি এই বুড়ি হইতে তোমার কত সুখ হয় তাহা ক্রমে ২ জানিতে পারিবে, এই যত হুমরা চুমরা বাবু ইহারা সকলেই আমার কাবু, তোমাকে এমন একজন কুলবাবুর কাছে লইয়া যাইব যে তুমি এককালে রাজরাণী হইয়া বসিবে। এবং তাহার নাম শুনিলে তোমার স্বামী ভয়ে কিছুই করিতে পারিবে না। যেমন সিংহে শীকার করিলে শৃগাল জুলজুল চাহিয়া দেখে তেমনি রাজভোগ্যা তুমি রাজার ভোগে আইলে অন্যের কি সাধ্য যে তোমার ছায়া মাড়ায়।

অনন্তর এই সকল প্রবোধ বচনে কুলকামিনী কুলভয়ে নির্ভয় হইয়া নাপিতিনীকে জিজ্ঞাসিতেছেন, বল দেখি মাসী সেজন কেমন সুজন ও তাহার কেমন মন ও কত ধন আর তাহার প্রেমবিলাসিনী কোন জন আছে কি না। নাপিতিনী উত্তর করিতেছে।

ত্রিপদী—নগরে নাগর যত তার মধ্যে মনোমত, মনমথ আছে একজন। যদি হয় প্রয়োজন, আনিব সে প্রিয়জন, মিলাই রতনে রতন। রূপেতে রতির পতি, গমনেতে হংসগতি, রমণেতে মাতঙ্গ সমান। চুম্বনে কপোত সম, কথায় কোকিল ভ্রম, অনায়াসে হরে লয় প্রাণ ॥ মুখেতে মধুর হাস, পদ্ম যেন সুপ্রকাশ, আহা মরি কেমন সুন্দর। গানেতে গলায় মন, পশু হয় অচেতন, কি কহিব

কেমন কিন্নর॥ সবগুণে সুনিপুণ; না দেখি এমন, পুরুষ পরশমণি তুল্য। যদি তুমি হবে ধনি, তবে বলি শুন ধনি, পরশ সে পরশ অমূল্য। ধনেতে কুবের কল্প, অথবা বিটপ কল্প, পৃথিবীতে সৃজিল ঈশ্বর। মন যেন গঙ্গাজল নিরমল সুশীতল, গাম্ভীর্য্য যেমন রত্নাকর॥ পুরুষের মধ্যে নিধি, তাহারে গড়িল বিধি, নারীমধ্যে তুমি তার যোগ্যা। প্রেমীসঙ্গে প্রেম কর, সদাসুখে কাল হর, রাণী হয়ে হর রাজভোগ্যা॥ বাবুমধ্যে সেই রাজা আর যত বাবু অজা, অজা সঙ্গে মজা কোথা হয়। মজিলে তাহার সঙ্গে, থাকিবে পরম রঙ্গে, অপাঙ্গে অনঙ্গে হবে জয়।

অনন্তর ঐ নাগরী নাগরের এ প্রকারে সৌন্দর্য্যতার সমাচার পাইবামাত্র তাহার মনোরূপ নৌকা আহ্লাদ সাগরে টলমল করিতে লাগিল, তখন বিবেচনা করিলেন যে, এই নাপিতিনী মাসী আমার নিতান্ত হিতৈষী, এ উত্তম পরামর্শ দিয়াছে, অতএব মিথ্যা কেন আর ঘরে থাকিয়া পরের গঞ্জনা ও যন্ত্রণা ভোগ করি, এ পাপ সংসার হইতে বাহির হইলেই প্রাণে বাঁচি, তখন আপন বশে থাকিব এবং স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে পছন্দমত নাগর লইয়া কাল যাপন করিতে পারিব, এইরূপ বিবেচনায় কুলকামিনী কুলে হইতে পলাইবার পন্থায় নাপিতিনীকে বলিতেছেন, শুন গো নাপিতিনী মাসী আমি এক্ষণেই তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি আর এ পিঞ্জরের পাখী হইয়া থাকিতে পারে না, দেখ স্বামীর এই দশা, তাহাতে আবার যদি গোপনে এদিক ওদিক কোন দিক চাই তখনি ঘরে পরে গুরুজনের গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচে না; বাটীর রসুয়্যা ব্রাহ্মণ, কিম্বা জলতোলা ভারী, অথবা কুটুম্ব লোকজন কাহারো সঙ্গে পিত্তরক্ষার নিমিত্ত আলাপ করিলে অভাগা মাগিগুলা কতই কয়, এত কি প্রাণে সয়; যেমন পাপিষ্ঠ ভাতার তেমনি তার ভাত আর খাইব না; এবং গুরুজনেও যে প্রকার ভং'সনা করে তেমনি তাহাদিগকেও আক্কেল দিব, এ পাপ সংসারে আর কাজ নাই, আমার এই শরীরে কতই সবে, এখন বল দেখি কোন সময় কি প্রকারে কোথায় লইয়া যাইবে। নাপিতিনী কহিতেছে শুভ কর্ম্মে বিলম্ব নাই; যে কর্ম্ম করিবে তাহাতেই সকল সময়ই প্রশস্ত কিন্তু ব্যস্ত হইলে কি জানি কেহ টের পাইয়া মাঝপথে বিপদ ঘটায়, তবে একে আর হইবেক; অতএব তুমি সংসারের নিত্যকার কাজ কর্ম্ম করিয়া শুইয়া থাকিবা আমি চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাহিরে সাড়া দিব; সেই সাড়া শুনিয়া তুমি বাহিরে যাইলেই শত্রুর চক্ষে ধূলা দিয়া তোমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইব, যদি কেহ রাত্রি থাকিতে উঠে তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে

তুমি কোন সাড়া দিও না, একান্ত আঁটা আঁটি করিলে পেটের সাড়া জানাইবা ॥ * ॥ * ॥

অথ নবযুবতীর নাপিতিনীর সহিত বহির্গমন

অতঃপর নাপিতিনীর উপদেশ উপদিষ্টা সন্তুষ্টা কামিনী গৃহকর্ম্ম করিয়া নিয়মিত সময়ে শয়নাগারে শয়ন করিয়া রহিলেন। নিদ্রা সকলি মিথ্যা, মনে২ এই ভাবিতেছেন যে কতক্ষণে পায়ের শিকলি কাটিয়া বাহির হইব; পরে নিরূপিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কুলকামিনী নাপিতিনীর শব্দ পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নাপিতিনীর গৃহে আসিয়া রহিলেন। এখানে পরদিবস প্রাতে স্বামী বাবু ঘরে বাহিরে অনেক অন্বেষণে ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, শেষে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলের গৃহে তত্ত্ব করিলেন, তথাপি কিছু অনুসন্ধান পাইয়া চিত্তপুত্তলীর ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন, ঘরে পরে সকলে তাহাকে গঞ্জনা দিতে লাগিল; যে তখনি বলেছিলাম, বাপু তুমি যেমন সতী সাবিত্রীর মুখাবলোকন করনা, তেমনি তোমার মুখে কালিচুণ পরিবেক, এখন কেমন; তুমি যে হাড়ি ডোম শুড়ি চণ্ডাল মুছলমান ফিরিঙ্গী ইংরাজ ফরাসীয় নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ, এখন দেখ দেখি তোমার জাতি কে মারে, এইরূপে ঘরে পরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া বাবু একঘর মানুষ হইলেন; অর্থাৎ তদবধি একঘর্‍্যা হইয়া রহিলেন ॥

অথ নাপিতিনীর বাটীতে নবযুবতীর কালযাপন

এখানে নাপিতিনীর ঘরে কুলকামিনী আসিয়া লুকোচুরি খেলায় প্রবর্ত্তা হইলেন অর্থাৎ যোগেযাগে যোগযাগ করিতে লাগিলেন এবং যাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া এত উল্লাসিতা হইয়া কুলে হইতে বাহির হইয়াছেন তাহার আকাঙ্ক্ষায় নাপিতিনীকে জিজ্ঞাসিছেন, কহ দেখি মাসী, এখন তাহার সহিত মিলনের কি উপায় হইবেক, আর একাকিনী বিরহিণী হইয়া থাকিয়া প্রাণে দুঃখ দিতে পারিনা, অতএব শীঘ্র তাহার সহিত যাহাতে মিলন হয় তাহার উপায় কর। নাপিতিনী কহিতেছে, বাছা তৃষ্ণা আগে দৌড়ে কি জল আগে দৌড়ে, তুমি এত ব্যস্ত কেন হও? কিছু দিন গেলে তোমার সম্ভ্রম বাহির হইলে কত কত বাবু আসিয়া আপনা হইতে কাবু হইবেক, তবে তোমার প্রাণের বড় জ্বালা হইয়া থাকে তাহাতে থাকিতে না পার এজন্য আমি ইহার উপায় অদ্যই করিতেছি,

তোমার উপযাচক হওনের কোন প্রয়োজন নাই, কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া থাক। ইহা বলিয়া নাপিতিনী গৃহ হইতে বাহির হইল। নাপিতিনী এ ব্যবসায় অতিশয় নিপুণা এবং অনেক কালাবধি এ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, এ কেবল নূতন ব্রতী নহে। তাহাতে অনেকের নিকট পসার হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিক কাবু একজন বাবুর নিকট গিয়া কুল কামিনীর সংবাদ জানাইতেছেন ॥ * ॥ * ॥

অথ নবযুবতীর পরিচয়

নাপিতিনী এক পল্লীগ্রামস্থ কায়স্থ কপট লম্পট বাবুর নিকট স্বয়ং গিয়া কহিতেছেন, বাবু, তোমার জন্যে এক ভাল মানুষের ঘরে সিন্ধ দিয়াছি। বাবু হাস্যবদনে নাপিতিনীকে জিজ্ঞাসিলেন, সে কি প্রকার? নাপিতিনী কহিতেছে, তুমি যেমন রসিক তেমন এক রসিকা নবযুবতী কুলবালা তোমার জন্যে বাহির করিয়া আনিয়াছি। ইহার রূপগুণের কথা কি কহিব, না দেখিলে জানিতে পারিবেনা, সহরে সহরে কি বেড়াও, যত সহরের মজা সকলি তাহার শরীরে দেখিতে পাইবে ॥ * ॥ * ॥

পয়ার ॥—সুখের প্রয়াসে তুমি রসিক নাগর। বৃথা কর পর্যটন নগর নগর ॥—কুল কামিনীর অঙ্গে কর নিরীক্ষণ। সকল সুখের স্থান হবে নিরূপণ ॥—বারেক যে দেখে মুখ সুধাবাদ তার। না দেখে সে মুখ সুধা বাদ পুনর্ব্বার ॥ এ মুখে সুধার বাদ নহে বাদমাত্র। সুধা না থাকিলে কি জুড়ায় দেখে গাত্র ॥ ভাল ভাল চন্দননগর শোভা পায়। চুঁচুড়ার সং দেখ চুলের চূড়ায় ॥ সিঁতীর বাগানে বাবু যাও নিতি ২। কপাল জুড়িয়া আছে দেখ সেই সিঁতী ॥ ভুরুসুট পরগণা ভুরুতে নির্যাস। তার গুণ কি কহিব ভারতে প্রকাশ ॥ কানপুর শুনেছে কেবল মাত্র কানে। স্বচক্ষে দেখহ বাবু যুবতীর স্থানে ॥ শোনা আছে দানাপুর দেখা নাহি তায়। সোনাদানাপুর পাবে নারীর গলায় ॥ নগরের মধ্যে এক কলিকাতা সার। প্রতি পথে কত শত মজার বাজার ॥ কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গ সহকার। বুকে দুই কলিকাতা অতি চমৎকার ॥ এ কলিকাতায় সবে দেয় রাজকর। সেই স্থানে রাজাকেও দিতে হয় কর ॥ কটি আভরণ ছলে দেখ কাঞ্চিপুর। চন্দ্রকোণা চন্দ্রহারে দেখিবে প্রচুর ॥ অপূর্ব্ব নগর দেখ যার নাম ঢাকা। শিল্পবিদ্যা সেইখানে কত আঁকা বাঁকা ॥ কি দেখেছ রসরাজ এ কোন নগর। রমণীর সঙ্গে আছে ত্রিকোণ নগর ॥ তাহাতে গমন ছলে সুখচর হয়। তাহার সমান এই সুখচর নয় ॥ সে অঙ্গে দেখিতে পারে যে সুখ সাগর। তা দেখিলে তুচ্ছ হবে এ সুখ সাগর ॥ কিন্তু নারী ইচ্ছাপুর দেখা বড় শক্ত। ইচ্ছা-

পুর সদা থাকে তাহাতে অব্যক্ত ॥ অমৃতসরের সৃষ্টি সে অমৃতস্বরে। রণজিত পঞ্চশর তাহে বাস করে ॥ মানসিংহ অধিকার যুবতীর মানে। পরাজয় নাহি নারী জয়পুর স্থানে ॥ বন উপবন তুমি কি দেখিবে আর। গোপনে সুন্দরবন দেখ চমৎকার ॥ বিধাতার সৃষ্টিতে নাহিক ব্যত্যয় অনঙ্গের অঙ্গ তাহে ব্যাঘ্রতুল্য হয় ॥ সহ্য নয়—অতিশয় কামড় তাহার। ফিকিরী শিকিরী ভিন্ন বাঁচে সাধ্য কার ॥

অনন্তর কুল কামিনীর সৌন্দর্য্য শ্রবণে অধৈর্য্য মনে ফুলবাবু ফুল হইয়া নাপিতিনীর সহিত তৎক্ষণাৎ যাইতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ধূর্ত্তজাতীয় কামিনী নাপিতিনী ধূর্ত্ততা করিয়া কহিল যে, বাবু গোপনের কর্ম্ম রাত্রেই ভাল, দিনের বেলা এ খেলা উচিত হয় না, যদি কেহ তোমাকে দেখে তবে নিন্দা করিবেক এবং আমারো গৃহস্থের ঘর, তুমি খাইয়া কি দিনে ডাকাতি করিবে? বাবু উত্তর করিলেন যে, তুমি যাহা কহ ইহা সত্য বটে, কিন্তু একজন দিনের বেলা সিঁদ দিতেছিল, তাহা দেখিয়া আর একজন জিজ্ঞাসিল যে, তুমি কি রাত্রি অনুমানে দিনে সিঁদ দিতেছ? তাহাতে সে উত্তর করিল যে গরজ ভারী; অতএব আমারো সেইরূপ ভারী গরজ উপস্থিত, এখন ইহার কি বিহিত তাহা বল। পরে নাপিতিনী অনেক বুঝাইয়া স্তোক দিয়া বিদায় হইল, কিন্তু সে বিদায়ে বাবুর বড়ই দায় হইল কোন মতে স্থির হইতে পারিলেন না। কতক্ষণে সন্ধ্যা হয় এই ভাবনায় সন্ধ্যা না হইতে সন্ধ্যার বন্দনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন সূর্য্যদেব অস্তাচল গমনোন্মুখ হইলেন তৎক্ষণাৎ বাবু উঠিয়া ছুট দিলেন। নাপিতিনীর ঘর পাবলিক অফিসের ন্যায় খ্যাত, বিশেষতঃ নববাবু সকল সেই আফিসে নিত্য ২ কর্ম্মস্থান: জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে যান, ইহাতে সে স্থান ফুলবাবুর পক্ষে কোন মতেই অপরিচিত স্থান নহে, সুতরাং দ্রুতগতি দ্বারা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন; তখন নাপিতিনী বাবুর নিকট উপযুক্ত নজর লইয়া নজরা-নজরী করিতে দিল। তাহাতে যুবা বাবু ও যুবতী কামিনী উভয়ে কটাক্ষবাণ সন্ধান করিলেন, ক্রমে পরস্পরের রাগ বৃদ্ধি হইবাতে সকল অস্ত্রশস্ত্র বাহির হইল এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষের একপক্ষের ধ্বজা ভঙ্গ হইবামাত্র ধনির জয় ধনির জয় এই নাপিতিনী দূর হইতে কহিতে লাগিল। ইহাতে ধনির জয়ধ্বনিছলে উভয়েরি সম্মান রক্ষা হয় বটে, কিন্তু রসিক যোদ্ধা সকল বিশেষ বিবেচনায় নাপিতিনীর জয় নিশ্চয় করিবেন, কারণ প্রথমেই সে নজর ব্যতীত নজর করিতে দেয় নাই। এইরূপে কয়েক দিবস ফুলবাবু

ফুলের মধুপানে মধুকরের ন্যায় গমনাগমন করেন, শেষ একদিন ষটপদ শঠতা পূর্ব্বক মনে চিন্তা করিলেন যে যদি এই পদ্মিনীকে আপন বশে কোন বাগানে রাখিতে পারি, তবে অনায়াসে আমার সেই আনন্দ কাননেই দিবারাত্র আহার বিহার হইতে পারে। এই বিবেচনায় একথার আলোচনা যখন যুবতীর সহিত হইল, তখন বাহির হইতে শুনিতে পাইয়া নাপিতিনী মনে ২ ভাবিতে লাগিলা যে আমি আপনার লাভের জন্য এত যত্ন করিয়া গৃহস্থের গৃহে সিঁদ দিয়া কামিনীরত্ন আনিলাম, এক্ষণে আবার চোরের উপর বাটপাড়ের ভয় উপস্থিত। পাছে ভোলা মেয়ের খোলা মন উহার প্রতি পড়ে তবে তো আমার হাতে খোলা হইবেক; এই আশঙ্কায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় নাপিতিনী বাবুকে কহিল যে, শুন বাবু, আমার ঘর তোমারি, যাহা ইচ্ছা যায় এইখানে কর, বরং দিনে আসিতে চাহ আইসহ, তাহাতে পরামাণিকের ভয় নাই। তুমি আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক। আর দেখ বাবু, এ সকল কর্ম্ম গোপনেই ভাল, প্রকাশে অনেক দোষ; কি জানি, জানাজানি হইবে ভাল মানুষের মেয়ের কথা আবার যদি লোকে টের পায়, তবে অনেক ফেরফার হইয়া শেষ তোমারো মন্দ আমারো মন্দ, অবশেষে একটা বিষয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবেক। এই কথা শুনিয়া বাবুর মনে সন্দেহ হইল এবং কুলবালা ভোলা বড়ই ভয় পাইল। সুতরাং সেই নিমিত্তে বাবু নাপিতিনীর বাটীতেই দিবারাত্রে যখন তখন গমনাগমন করেন এবং পাছে সুখের ব্যাঘাত হয় এই জন্য নাপিতিনীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেদিন যাহা চাহে তাহাই দেন।

এই মতে এদিকে ক্রমে ক্রমে পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইল, ওদিকেও ধর্ম্মের চর সন্ধান পাইল, অর্থাৎ একদিন ফুলবাবু অনঙ্গ সঙ্গ প্রসঙ্গ পরম রঙ্গে রসতরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া কি মজা এই কথা বারম্বার চীৎকার ধ্বনিতে কহিতেছেন, ইত্যবসরে পুলিশের তরফ একজন চৌকিদারে পাড়ার লোকের মুখে শুনিতে পাইল যে নাপিতিনীর বাটীতে অনেক কুলবালা আসিয়া রহিয়াছে। ইহা স্বনয়নে দেখিয়া চৌকিদার থানার জমাদারের নিকট সমাচার কহিল। জমাদার তৎক্ষণাৎ নাপিতিনীর বাটীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে নাপিতিনীর ঘরের ভিতরে কোন ভালমানুষের কুলের কুলবালা লইয়া একজন কুল প্রদীপ নববাবু মজা করিতেছেন, ইহাতে জমাদার তৎক্ষণাৎ ওই নাপিতিনীকে ও নবযুবতীকে এবং নব বাবুকে ধৃত করিয়া থানায় আনিয়া পুলিশে চালান করিল। পরে এই বিষয়ে বিচারকালীন বিচারকর্ত্তা ধর্ম্ম-

সংস্থাপনহেতু যুবা ও যুবতী উভয়কেই ধমকাইয়া ধুমধাম করিলেন এবং সে দিবস বাবুকে ও যুবতীকে ফটকে আটক রাখিলেন। এখানে নব যুবতীর স্বামীবাবু এই সম্বাদ পাইয়া পরদিন পুলিশের কাছারীতে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তখন বিচারহেতু বিচারকর্ত্তা বাবুকে ও কুলকামিনীকে নিজ সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া প্রথমতো বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি জান যে এ স্ত্রীলোক এক ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী, তবে তুমি ইহার সহিত কেন এ প্রকার আসক্ত কাজ করহ। বাবু উত্তর করিলেন যে, আমি এ স্ত্রীলোককে কখন দেখি নাই এবং জানিনা, আমার সহিত ইহার কোন কালেই আলাপ নাই। অমুক নাপিতিনী ইহাকে সঙ্ঘটন করিয়া দিয়াছে, আমি কাহারো বিবাহিতা স্ত্রী জানিলে ইহার নিকট কদাচ আসিতাম না। পরে বিচারকর্ত্তা এ কথা শুনিয়া বাবুকে কিছু না কহিয়া নাপিতিনীকে সমন দিয়া তলব করিলেন, সেই সমন নাপিতিনীর পক্ষে শমন হইল, অর্থাৎ বিচারকের বিচারে নাপিতিনী প্রধান দণ্ডী হইবাতে শ্রীঘরে গমন করিতে হইল, উক্ত আছে যে লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু। অনন্তর বিচারকর্ত্তা কুলকামিনীকে শাসন ভয় দেখাইয়া কহিলেন যে, তুমি কি নিমিত্তে কুল ত্যাগ করিয়া কুলটা হইবা? এ কর্ম্মে ক্ষান্ত হও, আপন স্বামীকে লইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করহ। ইত্যবসরে কুলবধূর স্বামীবাবু ও বিচারকর্ত্তার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কুলবধূকে অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু কুলবধূ কোনমতেই সে মতে মত করিলেন না। বিচারকের নিকট বিস্তারমতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহাতে বিচারক ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। সুতরাং তদবধি কুলকামিনী নাম লেখাইয়া নববিবি নাম লব্ধ হইলেন।

(সংক্ষেপিত)

বিধবা বিবাহ / দাশরথি রায়

কলিকাতা শহরে বিধবা বিবাহ আইন উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন

বিধবার বিবাহ কথা, কলির প্রধান কলিকাতা
নগর উঠেছে এই রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ, ক্রমে দেখছি বলবান্,
হবার কথা হয়ে উঠছে সব॥
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণ ধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর তাতে আবার কোম্পানীর,
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায়নি সেটা।
তারা ক'রলে অর্ডার, জেতে কারে অর্ডার,
চটুকে বুদ্ধি আটকে রাখিবে কেটা॥
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রজাবৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হ'লে পরে।
বিধবা কার গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত,
এতে রাজার রাজ্যে হ'তে পারে॥
হিন্দু-ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না ব'লে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিকবে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত॥

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা— ইহা ঈশ্বরের কার্য্য

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী

তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে॥

রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রসি দিয়ে ফেলে অন্ধকূপে,
তা ব'লে দূতে কখন, দূষী হয় সেই পাপে ॥
কি আর ভাব সকলেতে, হবে যেতে জেতে হ'তে,
জাত অভিমান সাগরে দাও সঁপে
এক ধর্ম্ম প্রায় আগত, ভারত আদি পুরাণ মত,
ভারতে চলিবে না কোনরূপে,
যখন করেছে এ ভারত অধিকার কলি ভূপে ॥

শান্তিপুরে এক বিধবা রমণীর আনন্দ

উঠেছে কথা—রটেছে দেশ, কারু ইহাতে বড় দ্বেষ,
কারু ইহাতে সন্দেশ বিশেষ।
কেউ বলিছেন নিষেধ রউক, কেউ বলিছেন হয়তো হউক.
কেউ বলিছেন হউক বেশ ॥
বাল্যকালে মরেছে পতি, বিধবা নারী যত যুবতী,
তাদের গাটা শিউরে উঠেছে শুনে।
শুধাচ্ছে কথা ফিরে ফিরে, সিন্নি মেনে সত্যপীরে,
সত্য হবে এ কথা যে দিনে ॥
এ কথাতে যার মতি, যে করিবে অনুমতি,
সবংশে সে জন সুখে থাকুক।
প্রতিবাদী যে এ কথায়, বজ্র পড়ুক তার মাথায়,
সে কুবংশ নির্ব্বংশ হউক ॥
ফিরে বিবাহ দিবার, বিপদ শান্তি বিধবার,
শান্তিপুরে যে দিন রটিল।
যত বিধবা যুবতীরে, স্নান করে সব গঙ্গাতীরে,
এক যুবতী কহিতে লাগিল ॥
দিদি গো! শুন শুন বাণী, বড় দুঃখ দিলেন ভবানী,
দশ বৎসরে হয়েছিল বিয়ে।
একাদশে মরেছে পতি, একাদশেতে হয়েছে ব্রতী,
বিশে বিশে চল্লিশ গেল ব'য়ে ॥

যত মূর্খ লোকে দুঃখ দিলে   অবলার প্রাণ বধিলে
সূক্ষ্ম বিচার কেউ তো করে নাই।
যাজন করিতে ধর্ম্মপথ   চলবে পরাশরের মত,
আজি যে আমরা শুনিতে পেলাম তাই॥
গুণের মুণি পরাশর,   যার কথাতে বিচ্ছেদ যার,
ভুগিতে হয় না প্রাণেশ্বর ম'লে।
দিদি গো! এই কলিতে,   যে ধর্ম্মে হয় চলিতে,
ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনি ব'লে॥
নষ্ট ক্লীব কিম্বা মৃত,   অথবা পতি পতিত,
উদাসীন এই পঞ্চ যদি।
বচন আছে মুনির,   হইয়াছে যে রমণীর,
পুনর্ব্বিবাহ করিতে তার বিধি॥
বলেছেন এসব পরাশর,,   আগে ইহা শুনিলে পর,
পরের তরে এত সই পরাণে?
অধ্যয়ন করেছে যারা,   এ সব তত্ত্ব জানে তারা,
পোড়াকপালেরা পোড়ালে জেনে শুনে॥

কানেড়া-বাহার—একতালা

বিবাহ করিতে দিদি! আছে বিধবাদের বিধি।
মরুক দেশের পোড়া কপালে সকলে,
কথা ছাপিয়ে রাখে হ'য়ে বাদী॥
আমাদিগকে দিতে নাগর,
এলেন গুণের সাগর বিদ্যাসাগর,
বিধবা পার করতে তরির গুণ ধরেছেন গুণনিধি॥
কতকগুলো অধার্ম্মিকে, বিপক্ষে বিধবার দিকে,
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়,
ঈশ্বর গুপ্ত অপ্রেয়ে, নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি॥

হিন্দু নারীর পক্ষে বৈধব্য রোগ বড় রোগ

এদেশে ল'য়ে জন্ম সই!   যে জ্বালা জন্ম সই,
আছি যে ক'রে জানাই।

দেশ ত দিদি! আছে সকল, নারীর মধ্যে যেমন গোল,
এ দেশে যেমন বিধি
এমন বিধি আর কোন দেশে নাই ॥
আছে রাজ্য উৎকল, মতি ম'লে প্রাণ বিকল
হয় না, এমন প্রায় উপায় আছে।
সদয় আছেন দিগম্বর · বর ম'লে বর পায় দেবর,
দেবীর বর সকল দেশেই আছে ॥
ইংলণ্ড দেশে সর্জ্জন! হৃদ্দ সুখ পদ্মযোনি
দিয়াছেন রমণীর প্রতি।
যত দিন থাকে কান্ত, ঐ কান্তে ঐ কান্ত
ক'রে কাল কাটায় যুবতী ॥
রোগে কিম্বা সমরে, যদি সেই পতি মরে,
পুত্র যদি থাকেন পৃথিবীতে ॥
মরি! কি আশ্চর্য্য পুত্র পুত্র খুঁজে লগ্নপত্র,
ক'রে যায় জননীর বিয়ে দিতে ॥
ভারতবর্ষ এই দেশে, আমরা যেমন বিধির দ্বেষে,
পড়েছি সই! অন্য জেতে নয় ত এত।
হত প্রাণে হত মানে, মুসলমানে এত কি মানে
এত গোল মোগল মানে নাত ॥
কি ছার রোগ শূল কাস, তাতে আছে ত অবকাশ,
কাসে কেবল নাশে জানি পরাণী।
এই যে মরণান্ত ভোগ, বৈধব্য যেমন রোগ,
এমন রোগ কোন রোগ লো ধনি ॥
দিদি লো! এ যেমন অসাধ্য রোগ, তেমনি কিন্তু চিকিৎসক
শচী-গর্ভে জন্মেছে এক ছেলে।
নামটি তার গৌরহরি, বিধবার ধন্বন্তরি,
বাঁচে প্রাণ তার চিকিৎসা হলে।

কতকগুলি নেড়া-নেড়ীরও বিবাহে কত সুখ।

সুরট—কাওয়ালী

আ মরি! কি দয়াময়—গৌরাঙ্গ।
নাগর ম'লেও এদের হয় না, নেড়ীদের

অমনি জোটে নেড়া,
কমল ছাড়া হয় না কভু ভৃঙ্গ ॥
আমাদের সব অভাগারা—, কালী কালী বলে এরা,
গৌরকে সর্বদা করে ব্যঙ্গ ।।
নইলে পেতে ফাঁদ, ধরিতাম নদের চাঁদ,
ঘর হ'তে পদ বাড়াইতাম, জুড়াইতাম অঙ্গ ॥
নাথ যে দিন অদর্শন, জ্বেলে বিচ্ছেদ হুতাশন,
গেল বসন ভূষণ তার সঙ্গ ॥
কি সুখে রয়েছি বাসে, বাসে কি আর ভালবাসে,
উপবাসে জ্ব'লে গেল অঙ্গ ॥
এমন পথে ছাই, আমরা দিতে চাই,
আমি সদা মনে করি, করে ধরিতে করঙ্গ ॥

পক্ষপাতী বিধাতা
বিধাতা পুরুষগণের উপর যেমন সদয় নারীগণের প্রতি তেমনি বাম

যা হউক এখন সে কথাটা রটেছে যদি হয় আঁটা,
নগর মাঝে এখনি নাগর খুঁজে।
পতিত জমির দেই পাটা, বেড়ে উঠে বুকের পাটা,
দিয়ে শত্রুর বুকের পা-টা, নাচি গাঁয়ের মাঝে ॥
পূজা করি গুরুর পা-টা, দিয়ে ধুতি একপাটা,
গুরুকে এখনি বরণ করিলো দিদি।
কালীর যদি হয় কৃপাটা, কালীকে দিব কাল পাঁটা
বিচ্ছেদের ঘা-টা শুকায় যদি ॥
সত্যপীরকে দিব বাটা, সাধপূর্ণ সাধু সেবাটা
ক'রে ঘটা করি নিকেতনে।
পাছে কোন বদ লোকটা, দেয় ইহাতে বাদহাটা,
ঐ ভয়টা সদা হ'তেছে মনে ॥
অবিচার বিধাতার, দেহে নাই ধর্ম্ম তার,
নারী পুরুষ দুই তাঁর সৃষ্টি।
বিধাতা পুরুষদিগকে, দেখেছে কি সোনার চক্ষে,
রমণীদিগে কেবল বিষদৃষ্টি ॥

এ-ত বিধির পক্ষপাত! রমণীর পক্ষে পক্ষাঘাত,
পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারি।
দুঃখ পেয়ে দুঃখ নাই বলা, তাতেই আমাদের নাম অবলা
কিছু করিতে নারি, তাই তো নারী॥
গর্ভে হ'লে ছেলে প্রবেশ, রমণীর দুঃখের শেষ,
পুরুষের কোন ক্লেশ নাই।
বিধি আছেন পুরুষের বশে, ব'সে বাপ হ'য়ে বসে,
সেই ছেলেদের বাপের দোহাই॥
পরশুরাম বাপের কথা শুনে মায়ের কাটে মাথা,
নারীর বলিব কি আর মাথা!
বাপ থাকিতে বর্ত্তমান; গয়ায় নিয়ে পিণ্ডদান
মায়ের নাই, এতবাদী বিধাতা॥
বিধাতা তো নারীর পক্ষ সকল পক্ষ বিপক্ষ,
সকল সহ্য করিতাম লো দিদি;
এইটি যদি করতে ভব্য নামটী থুতো বৈধব্য
সমান সমান ঐটে হতো যদি॥

পালু বারোয়াঁ—পোস্তা

পুরুষের য'বার মরে, ত'বার বিয়ে সই!
সে সুখী আমরা কেন নই,
কি দোষে এক হাটে চোর মায়ে ঝিয়ে হই॥
নারীর পতি কষ্ট পেলে, ঘরে এসে কষ্ট হ'লে,
সে যে কষ্ট—যে কষ্ট দেয় প্রাণে,
সে কষ্ট সখি লো! কৃষ্ণ জানে॥
মজিলে পরপুরুষেতে, কলঙ্কিনী আমরা তাতে,
পুরুষ নিলে পরস্ত্রীকে, এত বাদ কই॥

হিন্দুর দেশে বিধবার বিবাহ অসম্ভব কথা

গ্রামে হলো সমাচার, নারী পুরুষের সমান বিচার,
বিধিমত হ'লো এত দিনে।
শুনি এক ধনী কহিছে, ছি ছি জ্বালা দিসনে মিছে,
রাজ্যসুদ্ধ হাসালি এত দিনে॥

পাপের ভোগ পঞ্চ দেশ, বিধির দ্বেষ বড় দ্বেষ,
ভারতবর্ষ নামটি লোকে কয়।
যে দেশে পাপ করে নরে, পাপের ভোগ করিবার তরে,
সেই দেশে আসি জন্ম লয় ॥
ওলো ধনি! পাপের ভোগ, যেমন ভুগলি তেমনি ভোগ্,
স্বামী সঙ্গে রস ভোগ, আর মিছে কর সাধ!
তোরা আবার সুখে রবি, পশ্চিমে উঠিবে রবি,
মন মিছে করিস নে আহ্লাদ ॥
হাতের তেলোয় উঠিবে লোম, —কুহু নিশিতে উঠিবে সোম
বাঘ ডাকিবে কুহু কুহু রবে।
শিমূল ফুলে হবে মধু, বসিবে কমলিনীর বঁধু,
হিজড়ের গর্ভেতে পুত্র হবে ॥
অসার কথা কখন টেকে? তার সাক্ষী দেছে লোকে,
অকস্মাৎ লেজ ল'য়ে আকাশে।
উঠবে একটা নক্ষত্র, নাম তার ধূম ক্ষেত্র,
কিছুদিন বই আপনি পড়ে খসে ॥
কেন তোরা করিস ভুল, তাল গাছে হবে তেঁতুল,
কোন্ বাতুলে এ-কথা রটায় লো?
যদি হাকিমের হ'তো আজ্ঞে, তবে ধনি! তোদের ভাগ্যে,
জাতি কুল বাঁচান হতো দায় লো ॥
যে কালে ইংরাজরা সিদ্ধ পুত্র, যজ্ঞ কাষ্ঠ পরিবর্ত্ত,
করতে তাদের হয় নামত, শুনেছি তত্ত্ব ভাল লোকের মুখে।
সকল পরিবর্ত্ত হবে, মেয়ে পুরুষ এক হ'য়ে রবে
সকলেতে থাকবে মনের সুখে ॥
কথা হবে না হবার নয়, লাভে থেকে এই হয়,
পণ্ডির শোকটা পুরাণ পড়েছিল।
বাধালে বিচ্ছেদ যাগ, চিইয়ে দিলে ঘুমান বাঘ,
পোড়ার মুখোদের হ'তে এই হ'লো ॥

বিধবার বিবাহ কথায় এক বাহাত্তুরে বুড়ীর পরিতাপ

এইরূপে যুবতী সব, করিছে নানা উৎসব,
প্রবীণ এক বিধবা সেইখানে।

যুবতী করে রসিকতা, হেসে হেসে বলিছে কথা,
ঠাকরুণ দিদি ! শুনেছ কি কানে ॥
প্রবীণে বলে শুনেছি ভাই ! ছার কথায় আর কাজ নাই,
বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ ।
নাক মুখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তোদের সুখ,
এসে ভ্রমর তোদের যৌবন কমলে বসুক ॥
আমার বয়স প্রায় বাহাত্তর, মনের মতন পাত্তর,
আর তো কেউ যুটিবে না লো ঘরে ।
যদি বল সম্পর্ক, দেখিয়ে করিতে সখ্য,
কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে ॥
সমানে সমানে ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর,
সমানে সমান, গাধার পীঠে ধোবার ভার,
উননমুখো দেবতার, ঘুটের পাঁস নৈবেদ্য যেমন ।
সমান সমান ঘটে যত, পেতনীর সঙ্গে জোটে ভূত,
মেষে মেষে মিশে ভাল জান ॥

সিন্ধু—পোস্তা

নবীন নাগর আর কে ধনি ! চালাবে মোর তরণী ।
নই যুবতী নই তরুণী, দু'দিন বই বৈতরণী ॥
বয়স প্রায় ঘুনাল আশী,
ওলো নাতিনি ! এবার ফিরে আসি,
নাই বুকে জোর, নাই সে নজর
জোর ক'রে হই কার ঘরণী ॥

মতিলালের গদি-প্রাপ্তি / প্যারীচাঁদ মিত্র

বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধে লোকের বড় শ্রদ্ধা জন্মিল না, যেমন গর্জন হইয়াছিল তেমন বর্ষণ হয় নাই। অনেক তেলা মাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুক্‌না মাথা, বিনা তেলে ফেটে গেল। অধ্যাপকদিগের তর্ক করাই সার, ইয়ার গোচের বামুনদিগের চোচাপটে জিত। অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে একরোকা স্বভাব জন্মে—তাঁহারা আপন অভিপ্রায় অনুসারে চলেন—সাটে হাঁ না বলেন না। ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা সহর ঘেঁসা—বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, তাঁহারা সকল কর্মেই বাওয়াজিকে বাওয়াজি তরকারিকে তরকারি! অতএব তাঁহাদিগের যে সর্বস্থানে উচ্চ বিদায় হয় তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অধ্যক্ষেরা ভাল থলিয়া সিঞাইয়া বসিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালি বিদায় বড় হউক বা না হউক তাহাদিগের নিজের বিদায়ে ভাল অনুরাগ হইল। যে কর্মটি সকলের চক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয় সেই কর্মটি রব করিয়া হইয়াছিল কিন্তু আগুপাছুতে সমান বিবেচনা হয় নাই। এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

শ্রাদ্ধের গোল ক্রমে মিটে গেল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিজাতীয় খোসামোদ করিতে লাগিল। মতিলাল দুর্বল স্বভাব হেতু তাহাদিগের মিষ্ট কথায় ভিজিয়া গিয়া মনে করিল যে পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই। মতিলালের মান বৃদ্ধি জন্য তাহারা একদিন বলিল—এক্ষণে আপনি কর্তা অতএব স্বর্গীয় কর্তার গদিতে বসা কর্তব্য, তাহা না হইলে তাঁহার পদ কি প্রকারে বজায় থাকিবে?—এই কথা শুনিয়া মতিলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল—ছেলেবেলা তাহার রামায়ণ ও মহাভারত একটু ২ শুনা ছিল এই কারণে মনে হইতে লাগিল যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির সমারোহপূর্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেইরূপে আমাকেও গদিতে উপবেশন করিতে হইবেক। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা দেখিল ঐ প্রস্তাবে মতিলালের মুখখানি আহ্লাদে চক্‌চক্ করিতে লাগিল—তাহারা পর দিবসেই দিন স্থির করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহ্বানপূর্বক মতিলালকে তাহার পিতার গদির উপর বসাইল। গ্রামে ঢিঢিকার হইয়া গেল মতিলাল গদি প্রাপ্ত হইলেন। এই কথা হাটে, বাজারে, ঘাটে,

মাঠে হইতে লাগিল—এক জন ঝাঁজওয়ালা বামুন শুনিয়া বলিল—গদি প্রাপ্ত কি হে? এটা যে বড় লম্বা কথা! আর গদি বা কার? এ কি জগৎসেটের গদি না দেবীদাস বালমুকুন্দের গদি?

যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না, কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের ন্যায় টলমল করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাধুলা, গোলমাল, গাওনা বাজনা, হো হা, হাসি খুসি, আমোদ প্রমোদ, মোয়াফেল চোহেল, স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গীদিগের সংখ্যার হ্রাস নাই—রোজ ২ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার আশ্চর্য কি? —ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, আর গুড়ের গন্ধেই পিপড়ার পাল পিল ২ করিয়া আইসে। একদিন বক্রেশ্বর সাইতের পন্থায় আসিয়া মতিলালের মনযোগান কথা অনেক বলিল কিন্তু বক্রেশ্বরের ফন্দি মতিলাল বাল্যকালাবধি ভাল জানিত—এই জন্যে তাহাকে এই জবাব দেওয়া হইল—মহাশয়! আমার প্রতি যেরূপ তদারক করিয়াছিলেন তাহাতে আমার পরকালের দফা একেবারে খাইয়া দিয়াছেন—ছেলেবেলা আপনাকে দিতে থুতে আমি কসুর করি নাই—এখন আর করি নাই—এখন আর যন্ত্রণা কেন দেন? বক্রেশ্বর অধোমুখে মেও মেও করিয়া প্রস্থান করিল। মতিলাল আপন সুখে মত্ত—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা এক ২ বার আসিতেন, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে বড় দেখাশুনা হইত না—তাঁহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন, মধ্যে ২ বাবুকে হাত তোলা রকমে কিছু ২ দিতেন। আয় ব্যয়ের কিছু নিকেশ প্রকাশ নাই—পরিবারেরও দেখাশুনা নাই—কে কোথায় থাকে—কে কোথায় যায়—কিছুই খোঁজখবর নাই—এইরূপ হওয়াতে পরিবারদিগের ক্লেশ হইতে লাগিল কিন্তু মতিলাল বাবুয়ানায় এমত বেহোস যে এসব কথা শুনিয়েও শুনে না।

সাধ্বী স্ত্রীর পতিশোকের অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। যদ্যপি সৎ সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়। কুসন্তান হইলে সেই শোকানলে যেন ঘৃত পড়ে। মতিলালের কুব্যবহার জন্য তাহার মাতা ঘোরতর তাপিত হইতে লাগিলেন—কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিতেন না, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া একদিন মতিলালের নিকট আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, এক্ষণে যে ক' দিন বাঁচি সে কদিন যেন তোমার কুকথা না শুনতে

হয়—লোকগঞ্জনায় আমি কান পাতিতে পারি না, তোমার ছোট ভাইটির, বড় বোনটির ও বিমাতার একটু তত্ত্ব নিও—তারা সব দিন আদপেটাও খেতে পায় না—বাবা! আমি নিজের জন্যে কিছু বলি না, তোমাকে ভারও দি না। মতিলাল এ কথা শুনিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া বলিল—কি তুমি একশ বার ফেচ্ ফেচ্ করিয়া বক্‌তেছে?—তুমি জান না আমি এখন যা মনে করি তাই করিতে পারি?—আমার আবার কুকথা কি? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে জননী উঠিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল পুঁছিতে ২ বলিলেন—বাবা! আমি কখন শুনি নাই যে সন্তানে মাকে মারে কিন্তু আমার কপালে হইতে তাহাও ঘটিল—আমার আর কিছু কথা নাই কেবল এই মাত্র বলি যে তুমি ভাল থাক। মাতা পর দিবস আপন কন্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে গমন করিলেন।

রামলাল পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সংগে সদ্ভাব রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নানা প্রকারে অপমানিত হন। মতিলাল সর্বদা এই ভাবিত বিষয়ের অর্ধেক অংশ দিতে গেলে বড়মানুষি করা হইবে না কিন্তু বড়মানুষি না করিলে বাঁচা মিথ্যা, এজন্য যাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে। এই মতলব স্থির করিয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মতিলালকে বাটী ঢুকিতে বারণ করিয়া দিল। রামলাল ভদ্রাসন প্রবেশ করণে নিবারিত হইয়া অনেক বিবেচনা করণান্তে মাতা বা ভগিনী অথবা কাহার সহিত না সাক্ষাৎ করিয়া দেশান্তর গমন করিলেন।

... ...

মতিলাল দেখিলেন বাটী হইতে মা গেলেন, ভাই গেলেন, ভগিনী গেলেন। আপদের শান্তি! এত দিনের পর নিষ্কণ্টক হইল—ফেচ্‌ফেচানি একেবারে বন্ধ—এক চোক রাঙ্গানিতে কর্ম কেয়াল হইলা উঠিল আর "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" সে সব হল বটে কিন্তু শরীর রুধির ফুরিয়ে এল। —তার উপায় কি? ব্যবুয়ানার জোগাড় কিরূপে চলে? খুচরা মহাজন বেটাদের টাল মাটাল আর করিতে পারা যায় না। উটনোওয়ালারাও উটনো বন্ধ করিয়াছে —এদিকে সামনে স্নানযাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে—খেম্‌টাওয়ালিরে বায়না দিতে আছে—সন্দেশ মিঠায়ের ফরমাইস দিতে আছে—চরস, গাঁজা ও মদও আনাইতে হইবে—তার আটখানার পাটখানাও হয় নাই। এই সকল চিন্তায় মতিলাল চিন্তিত আছেন এমত সময়ে বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা

আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই একটা কথার পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল বড়বাবু! কিছু বিমর্ষ কেন? তোমাকে ম্লান দেখিলে যে আমরা ম্লান হই—তোমার যে বয়েস তাতে সর্বদা হাসিখুসি করিবে। গালে, হাত কেন? ছি! ভাল করিয়া বসো। মতিলাল এই মিষ্ট বাক্য ভিজিয়া আপন মনের কথা সকল ব্যক্ত করিল। বাঞ্ছারাম বলিলেন—তার জন্মে এত ভাবনা কেন? আমরা কি ঘাস কাটছি? আজ একটা ভারি মতলব করিয়া আসিয়াছি—এক বৎসরের মধ্যে দেনাটেনা সকল শোধ দিয়া পায়ের উপর পা দিয়া পুত্রপৌত্রক্রমে খুব বড় মানুষি করিতে পারিবে। শাস্ত্রে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—সৌদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখ্‌তা কত বেটা টেপা-গোঁজা, নড়েভোলা, টয়েবাঁধা, বলতিপোতা, কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল—এ সব দেখে কেবল চোক টাটায় বই তো না! আমরা কেবল একটি কর্ম লয়ে ঘষ্টিঘর্ষণা করিতেছি—এ কি খাট দুঃখ! চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া।

মতিলাল। এ মতলব বড় ভাল—আমার অহরহ টাকার দরকার। সৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আফিসে জন্মে? না মেঠাই মণ্ডার দোকানে কিনিতে মেলে? একজন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হইলে আমার কর্ম কাজ জমকাবে না।

বাঞ্ছারাম। বড়বাবু! তুমি কেবল গদিয়ান হইয়া থাকিবে, করাকর্মার ভার সব আমাদিগের উপর—আমাদিগের বটলর সাহেবের এক জন দোস্ত জান সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে তাহাকেই খাড়া করিয়া তাহারই মুৎসুদ্দি হইতে হইবে। সে লোকটি সৌদাগরি কর্মে ঘুন।

ঠকচাচা—মুইবি সাতে সাতে থাকব, মোকে আদালত, মাল, ফৌজদারি, সৌদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এ সব ভাল সমজে। বাবু আপসোস এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ যেতেচে—লেকিয়ে ২ জাহের হল না। মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।

মতিলাল। ঠকচাচা—শেনা কে?

ঠকচাচা। শেনা তোমার ঠকচাচি—তেনার সেফত কি করব? তেনার সুরত জেলেখাঁর মাফিক আর মালুম হয় ফেরেস্তার মাফিক বুজ সমজ।

বাঞ্ছারাম। ওকথা এখন থাকুক। জান সাহেবকে দশ পনেরো হাজার



টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে কোতলপুরের তালুকখানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে—বন্ধকি লেখাপড়া আমাদিগের সাহেবের আফিসে করিয়া দিব—খরচ বড় হইবে না—আন্দাজ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে আর টাকা শ পাঁচেক মহাজনের আমলা ফামলাকে দিতে হইবে। সে বেটারা পুনুকে শত্রু—একটা খোঁচা দিলে কর্ম্ম ভণ্ডুল করিতে পারে। সকল কর্ম্মেরই অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়। আমি আর বড় বিলম্ব করিব না, ঠকচাচাকে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম—আমার নানা বরাৎ—মাথায় আগুন জ্বলছে। বড়বাবু! তুমি তর্কসিদ্ধান্ত দাদার কাছ থেকে একটা দিন দেখে শীঘ্র দুর্গা ২ বলিয়া যাত্রা করিয়া একেবারে আমার সোনাগাজির দরুন বাটীতে উঠিবে। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে তার পর এই বৈদ্যবাটীর ঘাটেতে যখন চাঁদ সদাগরের মতন সাত জাহাজ ধন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দামামা বাজাইয়া উঠিবে তখন আবাল বৃদ্ধ, যুবতী, কুলকন্যা তোমার প্রত্যাগমনের কৌতুক দেখিয়া তোমাকে ধন্য ২ করিবে। আহা! এমন দিন যেন শীঘ্র উদয় হয়। এই বলিয়া বাঞ্ছারাম ঠকচাচাকে লইয়া গমন করিলেন।

মতিলাল আপন সঙ্গীদিগকে উপরোক্ত সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল। সঙ্গীরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল—তাহাদিগের রাতিব টানাটানির জন্য প্রায় বন্ধ। এক্ষণে সাবেক বরাদ্দ বহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি, হুড়াহুড়ি করিয়া মানগোবিন্দ এক চাঁচা দৌড়ে তর্কসিদ্ধান্তের টোলে উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল। তর্কসিদ্ধান্ত বড় প্রাচীন, নস্য লইতেছেন—ফেঁচ্ ২ করিয়া হাঁচতেছেন—খক্ ২ করিয়া কাস্‌তেছেন চারি দিকে শিষ্য—সম্মুখে কয়েকখানা তালপাতায় লেখা পুস্তক—চস্‌মা নাকে দিয়া এক ২ বার গ্রন্থ দেখিতেছেন, এক ২ বার ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বিচালির অভাবে গরুর জাবনা দেওয়া হয় নাই—গরু মধ্যে ২ হাম্বা ২ করিতেছে—ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—বুড় হইলেই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়, উনি রাতদিন পাঁজিপুথি ঘাটবেন, ঘরকন্নার পানে একবার ফিরে দেখবেন না! এই কথা শিষ্যেরা শুনিয়া পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া চাওয়াচায়ি করিতেছে। তর্কসিদ্ধান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে থামাইবার জন্য লাঠি ধরিয়া সুড় ২ করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বসিল—ওগো তর্কসিদ্ধান্ত খুড়! আমরা সব সৌদাগরি করিতে যাব একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকট-সিকট করিয়া গুমুরে উঠিলেন—কচুপোড়া খাও—উঠছি আর অম্‌নি

পেচু ডাকছ আর কি সময় পাও নি ? সৌদাগরি করতে যাবে ! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের আবার দিনক্ষেণ কি রে ? বালাই বেরুলে সকলে হাঁপ ছেড়ে গঙ্গাস্নান করবে—যা বল্ গে যা যে দিন তোরা এখান থেকে যাবি সেই দিনই শুভ।

মানগোবিন্দ মুখছোপ্পা খাইয়া আসিয়া বলিল যে কালই দিন ভাল, অমনি সাজরে ২ শব্দ হইতে লাগিল ও উদ্যোগ পর্বের ধুম বেধে গেল। কেহ সেতারায় মেজরাপ হাতে দেয়—কেহ বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ্‌ধপ্ করিয়া পিটে দেখে—কেহ তবলায় চাটি দিয়া পরক করে—কেহ ঢোলের কড়া টানে—কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া ডাডা ২ করে—কেহ বোচকা বুচ্‌কি বাঁধে—কেহ চরস গাঞ্জা মায় ছুরি, কাঠ লইয়া পোঁটলা করে—কেহ ছর্‌রার গুলি চাটের সহিত সন্তর্পণে রাখে—কেহ পাকামালের ঘাট্‌তি কম্‌তি তদারক করে। এইরূপে সারাদিন ও সারারাত্রি ছটফটানি, ধড়্‌ফড়ানি, আন্, নিয়ে আয়, দেখ্ শোন্, ওরে, হেঁ রে, সজ্জাগজ্জা, হোহাতে কেটে গেল।

গ্রামে ঢিঢিকার হইল বাবুরা সৌদাগরি করিতে চলিলেন। পর দিবস প্রভাতে যাবতীয় দোকানি, পসারি, ভিকিরি, কাঙ্গালি ও অন্যান্য অনেকেই রাস্তায় চাহিয়ে আছে ইতিমধ্যে নববাবুরা মত্ত হস্তীর ন্যায় পৈয়িস্ ২ করত মস্ ২ শব্দে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্নিক করিতে-ছিলেন গোলমাল শুনিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে জড়সড় হইলেন। তাঁহাদিগকে ভীত দেখিয়া নববাবুরা খিল্ ২ করিয়া হাসিতে ২ গঙ্গামৃত্তিকা, ঝামা ও খুংকুড়ি গাত্রে বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা ভগ্নাহ্নিক হইয়া গোবিন্দ ১ করিতে ২ প্রস্থান করিলেন। নববাবুরা নৌকায় উঠিয়া সকলে চীৎকার স্বরে এক সখী সম্বাদ ধরিলেন—নৌকা ভাঁটার জোরে সাঁ সাঁ করিয়া যাইতেছে কিন্তু বাবুরা কেহই স্থির নহেন—এ ছাতের উপর যায় ও হাইল ধরে টানে এ দাঁড় বহে ও চকমকি নিয়ে আগুন করে। কিঞ্চিৎ দূর যাইতে ২ ধনামালার সহিত দেখা হইল—ধনামালা বড় মুখর—জিজ্ঞাসা করিল—গ্রামটাকে তো পুড়িয়ে খাক করলে আবার গঙ্গাকে জ্বলাচ্ছ কেন ? নববাবুরা রেগে বলিল—চুপ শূয়র—তুই জানিস্ নে যে আমরা সব সৌদাগরি করতে যাচ্ছি ? ধনা উত্তর করিল—যদি তোরা সৌদাগর হস তো সৌদাগরি কর্ম গলায় দড়ি দিয়া মরুক !

কলিকাতা বর্ণন / রূপচাঁদ পক্ষী

রাগিনী-সিন্ধুকাফী—তাল-যৎ

ধন্য ধন্য কলকাতা সহর, স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর।
পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী দক্ষিণে গঙ্গাসাগর (পূবে বাদাচিংড়িহাটা পদ্মানদী
তদুত্তর)।

হেষ্টিংস ব্রীজ বাগবাজার, এই আয়তন তার।
সারকিউলার রোড পোরমিট ধরে চতুঃসীমা সার ॥
অতুল্য মর্ত্ত্য ভুবনে, বৈকুণ্ঠে যায় হার মেনে, হেরে টেলিগ্রাফ।
বলে বাপ, লাজে লুকায় পুরন্দর, (তারেতে তার, বর্ণ বিস্তার, ধন্য
শিল্পী কারিকর) ॥

তার হেরে তাঁর লাগলো দিশে, তারে তারে খবর এসে, ছয় মাসের
পথ এক দিবসে, মেলে তত্ত্ব অনাসে।

ধন্য ডাক্তার ওসগনেসি, সকলকে করেছেন খুসী,
বৃটনদেশী গুণরাশি, সুখে বসি হউন অমর ॥

(রোগশোক তাপ নাশি হউক সরল অন্তর) ॥
স্বর্গধামে মন্দাকিনী, কলকাতাতে সুরধুনী,
নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন সম নিছনি।
ইন্দ্রের বাহন ঐরাবৎ, কলকাতাতে ফিটেন রথ,
পারিজাতকে করে মাৎ গোলক সিঁউতি নাগেশ্বর ॥
(ফুলের টবে ধাপে ২ শোভা পায় সিঁড়ির উপর।
বরিষায় হয় বজ্রাঘাত, হেতা কামান ঝাড়ছে দিনরাত, অপরাহ্নে
সায়াহ্নে নিশির প্রভাত।

স্বর্গে আছেন ইন্দ্রের শচী, এমন শচী দেখলে হয় অরুচি,
ইংরাজের মিস কচি কচি অঙ্গভঙ্গি বহুতর ॥
(গাউন পরা রুমালভরা এসেন্স রোজ লাভেণ্ডর) ॥
উর্ব্বসী কিন্নরী, রম্ভা নর্ত্তকী সুন্দরী, সম সৌদামিনী জ্যোতি সম সুরনারী।
কলকাতাতে তয়ফা আলি, খেমটা আলি ঢপ আলি, মেয়ে পাঁচালি,
যাত্রাআলি, গলি গলি তর বিতর (খেয়ালী, টপ্পাআলি, মদমাতালি ঘর ঘর) ॥
পরিস্কার পথ নাইকো ময়লা সারি ২ গ্যাস লাইট আলা।

চন্দ্রদেবের ষোলকলা, হতে উজ্জ্বলা, শুক্লপক্ষে উদেন শশী,
এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি, কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ উভয় পক্ষ নয় অন্তর ॥
(চাঁদেতে আর "তাতে" তুলা কল্লে ইংরাজ কারিকর) ॥
করিয়ে বুদ্ধির কৌশল, পলতা হ'তে আনলে জল।
জমে শত সিংহের বল, লক্ষহাত প্রবল, ধন্য বৃটেন রাজধানী,
প্রজার ঘরে বাহিরে সুরধুনী।
অপঘাতে ম'লে প্রাণী, তাহার ভূতযোনীর নাহিক ডর ॥
(যাবে মন সুখে, স্বর্গলোকে, হইয়ে অমর নর।)
আমরি কি পরিপাটী, বৃটেন রাণীর রাজবাটী, আকৃতিটি বাটী পাঁচটী ফলত একটি
প্যালেস অর গভর্ণমেণ্ট, শোভা জিনিয়ে বৈকুণ্ঠ গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট,
পোঁড়োর মন্দিরের ফাদর (আথাম্বা সাততাল লম্বা. যেন জগদম্বার বাবার ঘর)॥
ফোর্ট উইলিয়ম ইংরেজ কেল্লা, কামান বন্দুক গুলিগোলা,
চারিপাশে দ্বার খোলা, জল প্রণালা ষড়যন্ত্র এমনি কল।
বিপক্ষে না পায় স্থল, সেলে থানায় অস্ত্র মহল, সোরজার সব ভয়ঙ্কর ॥
(ইংলণ্ড গোরা, খোস চেহারা যুদ্ধেতে অতি তৎপর) ।
আরটিলারি, ক্যাভেলারি ক্যাপটেন লেপটেন কর্ম্মচারী।
জেনারেল কর্ণেল মিলিটরি, অশ্ব উপরি, ধন্য রে ব্রিটিশ সৈন্য, ত্রিজগৎ বাধ্য মান্য।
সর্ব্ববীর অগ্রগণ্য স্বয়ং প্রভু কম্যাণ্ডার (শোভে টুপির উপর শ্বেত ফেদর) ॥
গভর্ণর জেনারেল বেঙ্গল গভর্ণর. প্রাইভেট সেক্রেটরী মেম্বর,
এডিক্যাম্প কমাণ্ডার, এডমিনিসট্রেটর, রেজষ্টর,
লেজিসলেটিভ ফাইন্যানস্যাল, হোম মিলিটারি জুডিস্যাল,
ফরণ গবর্ণমেণ্টের অধীন, মেরীণ পোষ্টমাষ্টার ॥
(জারদত্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর, প্রাজ্ঞী রাজ্ঞী মনোহর) ॥
বৃটিশ বড়সাহেব, ভাবেন সর্ব্বজীবে সমভাব, কি রাজা প্রজা নবাব,
রাখেন সবার সঙ্গেই ভাব, প্রজায় পীড়ন কল্লে রাজা, বিচারে দেন উচিত সাজা।
বৃটেনগণের আইন সোজা, মুড়ি মিছরির একদর ॥
(বাঘেতে ছাগেতে জলপানের এক সরোবর) ॥
ট্রেজারি ট্যাকশাল, হাইকোর্ট, টাউনহল, পোষ্ট আফিস,
বাংশাল, পুলিশ সেণ্টপাল, সল্টবোর্ড বেঙ্গল হোম, মেট্কাপ হাল।
সেলার হোম, হরিণ বাড়ীর কড়া হুকুম, চোরের পক্ষে যমের ঘর ॥
(খোয়া ভাঙ্গায়, ময়দা পেষায়, ঘানি টানায় নিরন্তর) ॥

ধন্য ধন্য ট্যাঁকশাল, তোমের হচ্ছে নগদামাল, সুখে থাকুক চিরকাল, বৃটেন মহীপাল,
হয় লক্ষ টাকায় একশ মোট, লোকে খোঁজে ব্যাঙ্কের নোট।
হায় কি কাগজের চোট, নোটে লালাইত বাহির ঘর ॥
(বদলাইয়ের সময়, আপনার টাকায়, আপনারে করিতে হয় স্বাক্ষর)
জাহাজে পূর্ণ জাহ্নবীর গর্ভটী, আমদানী রপ্তানী জেটী, মাল তোলার কল পরিপাটী,
শোভে কয়েকটি, যে মাল ক্রীয়ার হোতো এক মাসে, তাহা হচ্চে, এক দিবসে।
ছয়লাপ জেটীর পাশে পাশে, কচ্চেল পোর্ট কমিসনর ॥
(খিদিরপুরে ডক হবে, তার পাশেতে মাল খুলিবে যাবে সাগর বরাবর) ॥
ইষ্টিম ভেসেল রেলওয়ে, এই সকলের তেজ হারিয়ে,
বেদ ব্রহ্মা ভোমা হ'য়ে, গেলেন চাপিয়ে, অগ্নি জল আর পবনে।
যায় এক মাসের পথ একটি দিনে, এক কোটী মণ দ্রব্য টানে, নাহি রাত্রি দিবা অবসর ॥
(রেলের বাঁশী শুনে আসি, যোটে যত নারী নর) ॥
লেসলী সাহেবের বুদ্ধি নিজ, হাবড়ার ঘাটে ফাষ্ট ব্রীজ,
শিল্পবিদ্যা, জগৎ আরাধ্যা, হায় কি আজব চীজ।
ত্রেতাতে ভেসেছে পাথর, ইনি লোহা ভাসান জলের উপর,
মাঝে খুলিলে, জাহাজ চলে, অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ॥
(রেল চলিবার হেতু, হুগলির সেতু, জুবিলি ব্রীজ নামান্তর) ॥
হষ্টেল হোটেল কাফি রুম, বোর্ডিং লজিং বেদিং রুম,
আড্ডা নানবাই মোগলাই মিঠাই, ইঙ্‌রেজের বলরুম, চণ্ডুগুলি বহুতর।
ভেটেল্‌নীদের মালি ঘর, পাখীব্যাচ, কাদাখোঁচা উল্লুক ভল্লুক বুনোনর ॥
(বিলাতি ইন্দুর কেনেরি, নুরী, শুক সারি, পরহামার পর) ॥
আম হাউস অতিথিশালা, কত আছে যায় না বলা, রাবণের চিতার মত খোলা।
জ্বলে দুবেলা, আহার প্রস্তুত পাকিকাঁচি, যার যেরূপ হয় অভিরুচি ;
পিষ্টক পায়স মাংস লুচি, ভারতাশ্রম ধর্ম্মের ঘর ॥
(স্যাড়া নেড়ী, খালি বাড়ী কর্ত্তা ভজা স্বতন্তর) ॥
পুলিশ সেকস্‌ন এষ্টেসন, ইনস্পেক্টর ঘুরে সহর নেটিভ ইউরোপিয়ান,
ডি. উইলসন কেশব সেন, আছেনসবচিন জেনটেল্‌ম্যান।
গঙ্গাধর সেন, রমানাথ সেন, আরাম করেন পিলে জ্বর।

(হোমিওপ্যাথিতে সুখ্যাতি নিলে সরকার মহেন্দর) ॥
এলোপ্যাথিক অলিগলি, তামিজ খাঁ আশ্রপ আলি, জগবন্ধু, ব্রজবন্ধু,
হালদার কালী, ধর্ম্মদাস রামনারায়ণ দাস, শিবু দাস, কৃষ্ণদাস,
নীলমাধব, লালমাধব, কান্তগিরি, আর. জি. কর ॥
(আর হাতুড়ে ডাক্তারের ভিড়ে, পথেতে চলা দুষ্কর) ॥
নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল, করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
ধুলো থামে দিলে জল, স্বতন্ত্র এক কল, অগ্নিদেব হলে প্রবল,
নির্ব্বাণ করে দমকল, গোরাদের চেহারা দেখে, ভয়ে পালায় বৈশ্বানর,
পাল্লে জল যোগাবে, সাধ্যমতে সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর ॥
(মেসিনেতে দিলে দম, কোরে ঝম্ ঝম্, তেজে বেরোয় ওয়াটর) ॥
সকল প্রস্তুত কলিকাতাতে, এমন নাই এ ভূভারতে এক লামার্টিনের ফণ্ড হতে,
তবে জগতে, অনাথ মন্দির ঔষধালয় জেলে জেলে অন্ন বিলোয়,
ঐ ফণ্ডের ধন, কারাগার হয় মোচন ইন্সলভেণ্ট পায় নর ॥
(অন্ধ খঞ্জে, টালিগঞ্জে টিকিট পায় বৎসর বৎসর) ॥
সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, কলিকাতাতে আছেন কালী, মা কালী,
কলকাতাওয়ালী সর্বমঙ্গলী, শ্যামা মায়ের কি বৈভব।
প্রত্যহ হয় উৎসব, ঈশানেতে কাল ভৈরব শ্রীপ্রভু নকুলেশ্বর ॥
(কালী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেবগণের অগোচর) ॥
বার মাস নিশি দিবা, হতেছে অতিথি সেবা, প্রতি ঘরে দেব সেবা, দেবী আর দেবা,
বাগবাজারে মদনমোহন, ভক্তগণের জীবন ধন, উত্তরে গুপ্ত বৃন্দাবন খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর।
(নিত্যানন্দ সূত, বীরভদ্র সেবিত, তরাতে ভবেরি নর) ॥
স্থানে স্থানে পুরাণ প্রকাশ, চতুষ্পাঠীতে হয় বিদ্যা অভ্যাস,
ঝুলন দোল নিত্য রাস শ্রীকৃষ্ণ বিলাস, কৈলাসনাথের লীলা প্রকাশ,
খিদিরপুরে ভূকৈলাস, হরিসভা বার মাস সংকীর্তন অষ্টপ্রহর ॥
(মহোৎসব নন্দোৎসব সাধুগণের সমাদর) ॥
পল্লী পল্লী দেবালয়, বর্ণিবার সাধ্য নয়, ঔষধালয়, ধর্ম্মালয়, অতিথি আলয়,
ইংরাজ ডাক্তার কি মজবুত, হেরে পলায় যমের দূত, এক আধটা হাতুড়ে ঘাটা,
ছায় ছাপটা যায় যমের ঘর ॥ (গলায় দড়ী চেপে গাড়ী জলে ডুবে মরে নর) ॥
কাশী ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা এখন তথাকার লোক অন্ন পায় না।

চোর বাগানে ক্ষুধার্ত্ত জনার নাহি বঞ্চনা, রাজ রাজেন্দ্র মল্লিক রায়,
অকাতরে অন্ন বিলায়, বসৎবাটী পরিপাটী মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠ নগর ॥
(চিড়িয়াখানার যে কারখানা বাণী বর্ণিতে কাতর) ॥
লালাবাবু, আশুতোষ, মতিলাল শীল, কৃষ্ণ বোস, পুণ্যবাণ নির্দ্দোষ,
অকুতো সাহস, স্বর্ণময়ী রাসমণি, আছেন বহু দানী মানী, গুণী, জ্ঞানী
শিরোমণি,
অধ্যাপক বিদ্যাসাগর ॥ (কলকাতার গাছে পাতায় রত্নগাঁথা, কোথা লাভের
রত্নাকর) ॥
বাগবাজার, কুলীবাজার, বাজারে বাজারে একাকার, এত বাজার দোকানদার;
কোন রাজ্যে নাইক আর, পাহারাওয়ালা গলি গলি, হাতে লয়ে পুলিস ঝুলি,
দেখিলে মাতাল মাতোয়ালী, ঠেলে ঢুকায় গারদ ঘর ॥
(উত্তম মধ্যম অধম দিয়ে করে বহু সমাদর) ॥
চিৎপুর রোড, চৌরঙ্গী রোড, মেছুয়াবাজার রোড, এলিয়েট রোড,
এসপ্ল্যানেড রোড, ষ্ট্রাণ্ড রোড, থিয়েটার রোড, পার্ক ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
বিডন ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, রসল ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট, জানবাজার,
বহুবাজার বৈঠকখানা সারকিউলর ॥
(অলিগলির ঘরগুলি মিউনিসিপ্যালের গোচর) ॥
গবর্ণমেণ্ট প্রেস, ফ্যারলি প্রেস, ওয়েলেসলি প্রেস, হিউমাউন প্রেস,
কত শত আছে প্রেস, কে করে তার শেষ, ম্যাঙ্গো লেন, জিগজ্যাগ লেন,
ডিক্রুস লেন, ব্রাটুস লেন, ভিক্‌টোরিয়া টেরেস, এজরা টেরেস, সারপেনটাইন
স্ক্যাভেঞ্জার ॥
(লায়ন্‌স রেঞ্জ, মিছরিগঞ্জ, এক্সচেঞ্জ থইরূমেটর) ॥
পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল. সুরকির কল,
জলতোলা কল, খোয়াভাঙ্গা কল, কলাকৃতি ঐরাবৎ, করে এক
দিবসে সোজা পথ ।
কলের সুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম নগর ॥
(আনাচে কানাচে কল পেতেছে, এর পরে কলেতে বানাবে ছেলে ।)
পুত্রহীন মহীমণ্ডলে থাকবেনা মূলে, মলে ক'রবে বিষয় ভোগ ॥
পিণ্ড পাবার এই সুযোগ, পুত্রহীন মহারোগ হতে হবে অবসর ।
(একটা ম'লে কল চালালে দশটা পাবে ফি বছর) ॥
কলিকাতার যে নিছনি বর্ণিতে অসক্ত বাণী, আর চলে না লেখনী
সংক্ষেপেতে ভণি ।

কত রোড কত গলি, সাধ্য কি যে তাহা বলি, ইচ্ছা করে ছবি তুলি,
হয়ে উঠা সে দুষ্কর ।
(অল্পে স্বল্পে ন্যূন কল্লে ভণে দীন খগবর) ॥

ইংরাজি বাঙ্গলা মাথুর সখী সংবাদ ।

রাগিণী-ঝিঁঝিটথাম্বাজ—তাল পোস্তা

আমারে ফ্রড ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি ।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি, গোল্‌ডন বডি হ'ল কালি ॥
হো, মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ ।
ও মাই ডিয়র হাউ টু রেষ্ট, হিএর ডিয়র বনমালী ॥
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি) ॥
পুওর কিরিচর মিল্ক গেরেল, তাদের ব্রেষ্টে মারলি শেল ।
নন্‌সেন্‌স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ্‌ অফ্‌ কণ্ট্র্যাক্ট করলি ॥
(ফিমেলগণে ফেল করলি)
লম্পট শঠের ফরচুন খুললো, মথুরাতে কিং হ'লো ।
আঙ্কেলের প্রাণ নাশিল. কুবুজার কুব্জ, পেলে ডালি ॥
(নিলে দাসীরে মহিষী বলি)
শ্রীনন্দের, বয় ইয়ং ল্যাড, কুরুকেড মাইণ্ড হার্ড ।
কহে আর. সি. ডি. বার্ড, এ পেলাকার্‌ড কৃষ্ণকেলি ॥
(হাফ ইংলিশ হাপ বাঙ্গালী) ।

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ—তাল পোস্তা

লেট্‌ মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী ।
এসেছি ব্রজ হ'তে আমি ব্রজের ব্রজ নারী ॥
বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট, আই ওয়াণ্ট সি ব্লক হেড ।
ফার হুম আউয়র রাধে ডেড, আমি তারে সার্চ্চ করি ॥
শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেণ্ট, এই দেখ আছে দাসখত এগ্রীমেণ্ট ।
এখনি করব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে লব ধরি (দাসখত দেখে ঘুচবে জারি) ॥
মর্‍য়াল ক্যারেক্‌টার শুন ওর, বটর খিব ননী চোর ।
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর, চোর মথুরার দণ্ডধারী
(রাখাল ভূপাল কপাল ভারি) ॥

কহে আর. সি. ডি. বার্ড কিং, বেলাক নানসেন্স ভেরি কনিং।
ফ্লুটেতে ক'রে সিং, মজায়েছে রাই কিশোরী
(কুলনাশা বাঁশী করে করি) ॥

রাগিনী মিশ্রদেব—তাল কাওয়ালী

আহা মরি মরি, যাই বলিহারি, ভাবেতে তোমারি, বাঁকা বংশীধারী।
গেছে জানা কেলে সোণা, যত তোমার চাতুরী ॥
পায়েছ বহু ঐশ্বর্য্য কংশে নৃপতির রাজ্য, ত্যজ্য করেছ হে ব্রজপুরী।
কেন হে বাম, ত্রিভঙ্গ শ্যাম, এখন মনে পড়বে কেনে ব্রজের ননীচুরি।
শুনেছি পুরাণে কয়, তোমারে হে দয়াময়, প্রত্যয় নাহি হয় ওহে মুরারি।
দয়া থাকে যার, তার কি এ ব্যবহার, ব'ধে নারী, বংশীধারী আ'সে কি মথুরাপুরী ॥

মান্নার জাত / গোপাল ভাঁড়

কোন গ্রামে বৎসরান্তে প্রসিদ্ধরূপ একটি মেলা হইত, শুনা আছে ঐ গ্রামে মান্না পদবী কোন ধনাঢ্যের বসতি ছিল, এবং তাঁহাদিগের সাহায্যেই ঐ মেলা হইত, ঐ কারণেই অদ্যাবধি বহুদেশ পর্য্যন্ত মান্নার জাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। একসময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজমহিষী ঐ মেলা দেখিতে যাইবার মানস করিয়া নিজ স্বামীর প্রতি অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ তাহাতে সম্মত না করিয়া রাজ্ঞীকে মেলা দর্শনে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মেলা দর্শনে অত্যন্ত ইচ্ছান্বিতা হইয়া রাজমহিষী পুনঃ পুনঃ মহারাজের নিকট অনুনয় করায়, মহারাজ কোনক্রমেই স্বীকৃত না হওয়ায় মহারাণী রাগান্বিতা হইয়া, সতীর দক্ষালয়ে যাইবার ন্যায়, পতি আজ্ঞায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া মান্নার জাত দেখিতে যাইবার জন্য, দাসদাসীদিগের প্রতি সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। উহা মহারাজের কর্ণগোচর হইলে, মহারাজ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। রাণী ক্রোধিতা হইয়াছেন, রাণী মান্নার জাত দেখিতে যাইবেন, এই চিন্তাতেই মহারাজ জ্ঞানশূন্য হইয়া গণ্ডে করলগ্ন করত তাপসদিগের ন্যায় ঐ চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। এমত কালিন গোপাল ভাঁড় তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজকে ধ্যানস্থ দর্শনে কিয়ৎ সময় দণ্ডায়মান হইয়া কোন ভৃত্যের প্রতি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে ব্যক্তি মৃদুস্বরে কহিল, ভাড় মহাশয়! রাজারাজড়ার ঘরের কথা, রাজারাজড়ার মনের কথা আমরা কেমন করিয়া জানিব, তবে আপনি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন এখন। ভৃত্যের মুখে এই কথা বাহির হইল, এমত সময় মহারাজ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, গোপাল এসেছিস? গোপাল বলিল, আজ্ঞে হাঁ এসেছি, কিন্তু আপনার এ কিরূপ ভাব দেখ্‌ছি? আবার কোন রোগে আক্রান্ত করিয়াছে নাকি। গোপালের মুখে ঐ কথা শুনিয়া মহারাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত সহিত কহিলেন, না গোপাল! তা এমন কিছুই নয়। গোপাল বলিল, এমন কিছু নয়, তবে কেমন কিছু হইয়াছে তাই বলুন! কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, একথা তোমায় বলিলে আমার কি লভ্য হইবে, এবং তোমারই বা কি লভ্য হইবে। মিছামিছি জ্বালার উপর জ্বালাও কেন। গোপাল বলিল, সে আবার কেমন কথা মহারাজ। গোপালের কাছে কি কখন মহারাজের জ্বালার উপর জ্বালা ঘটিয়া থাকে, যেমন জ্বালাই হউক না কেন, যেমন ব্যাধিই হউক না কেন, গোপালের কৌশলরূপ ঔষধিতে অমৃতবর্ষণের ন্যায় অতি শীঘ্রই যে সুশীতল হইবে, তাহা কি

মহারাজের অগোচর আছে। গোপালের বাক্যে মহারাজ বলিলেন, গোপাল! এমন সময় কর্ণ জ্বালাতন করাটা কি তোর উচিত হচ্ছে। আরে ও কথা আর মাথা মুণ্ডু তোকে বলবো কি আর হবেই বা কি। এই রাণীটি মান্নার জাত দেখতে যাবেন ঐ জন্য কতরূপ নিষেধ করিলাম, কতরূপ বুঝাইলাম, তা কিছুতেই বুঝলেন না, কিছুতেই শুনলেন না, এ এক বিষম বিভ্রাটে পড়েছি তাতে করে আমিই যখন, এ বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারি না, তখন আর তুই কি করবি গোপাল, গোপাল বলিল, সে কি কথা মহারাজ! রাণী মান্নার জাত দেখতে যাবেন, তারির কারণ বাধা দেওয়া অর্থাৎ যাতে না যেতে পারে, এই তো কথা, না আর কিছু তাই বলুন দেখি। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, হাঁ ঐ টুকুই বটে, ঐ টুকুর জন্যই একটি তিলকে তাল হয়ে উঠেছে। গোপাল বলিল, তিল হউক আর তাল হউক, আমি যদি সমস্ত ফরসা করিয়া করিয়া দিতে পারি। মহারাজ বলিলেন, তাহা হইলে আমি তোমায় রীতিমত পরিতোষ করিব, কিন্তু কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে চলিবে না, যেমন গর্জ্জন তেমি বর্ষণ চাই। গোপাল বলিল তাহা বুঝিব কিন্তু ও মেলা হইল কোন দিবস এবং রাণীমা কোন দিবসে তথায় যাইতে স্থির করিয়াছেন মহারাজ! —মহারাজ বলিলেন, আগত কল্য প্রাতেই রওনা স্থির করিয়াছেন। যে আজ্ঞা, তবে আমি এক্ষণে আসি এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তর গোপাল আপন বাটিতে আসিয়া পরদিবস প্রাতে সর্ব্বাঙ্গে কোনরূপ কণ্টকময় বৃক্ষলতা আবৃত করিয়া রাজবাটীতে গিয়া দেখিল, শিবিকায় শিবিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, ব্যস্ত সমস্তের সহিত সকলে এদিক ওদিক করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ বলিছে অমুক নে, কেহ বলিছে অমুক, এইরূপে ছুটাছুটি কলরবেতে করে রাজভবনে একটি হুলস্থুল হইয়া পড়িয়াছে, এমৎকালিন গোপাল মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া, রাণীমা প্রণাম হই এই বলিয়া ভূমিষ্ঠে প্রণাম করিলে, মহারাণী গোপালকে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকলতা বন্ধন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপাল তোমার এরূপ বেশ কেন, এবং অভিপ্রায়ে আজ আমায় প্রাতে প্রণাম করিতে আসিয়াছ? গোপাল বলিল, আজ্ঞে একবার মনে করিয়াছি মান্নার জাত দেখিতে যাইব তাই বলি একবার রাণী মার চরণ দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া যাই, যেন নিরাপদে আসিয়া পুনর্ব্বার চরণ দর্শন করিতে পারি। রাজমহিষী বলিলেন, গোপাল। তবে তোমার সর্ব্বাঙ্গে ও সব বেন্ধেছ, আর বলিতেছ যেন আবার ফিরিয়া আসি, যেন আবার চরণ দর্শন করিতে পাই। যদি জাত দেখিতে যাইবে, তবে এত

কথার কারণ কি গোপাল। গোপাল বলিল, তাই বুঝি আপনি জানেন নাই, আর না জানিবেনই বা কেন। সকলেই তো বলিয়া থাকে, যে, "মান্নার জাত, কে কার দেয় গায়ে হাত" তাই জন্যই ত এই গাত্রময় কাঁটা বন্ধন করেছি, কেবল কাঁটা বাঁধিলেই যে পরিত্রাণ আছে, তাও নয়, অন্য অন্য নানারূপ দৌরাত্ম্য হইয়া থাকে,—ঐ প্রকারে এখন অবধি সকলে মান্নার জাতে যাইতে পারেন নাই। যাঁরা নাকি একটুখানি ডাকা বুকো মত তারাই আগু হল, নৈলে অনেকেই পেচপাউ, একালের এই গতিক হয়ে পড়েছে, কিন্তু আগে ভাল ছিল।

একালের পুরুষ যেতে ভয় পায় কিন্তু সেকালে শুনেছি, লোকের মেয়ে-ছেলে পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে যাইত। ঐ সকল গোপালের চতুরতায় মহারাণী সত্য ভাবিয়া কহিলেন, গোপাল! আজ তোমা হোতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। গোপাল বলিল, কেন রাণি মা! মহারাণী কহিলেন, গোপাল! বলিতে কি, আমি এই মাত্র মান্নার জাতে যেতে বাহির হইতে ছিলাম, এখন আমার যাওয়া দূরে থাক, আমি আর ও ছাই নাম চর্চ্চাও করবো না, কিন্তু গোপাল তবে তোমারও আর সে স্থানে যাওয়া আবশ্যক করে না, যে স্থানে ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, সাধু নাই, শান্ত নাই, সেই দস্যুতা স্থানের নামও করিতে নাই। তাই আমি নিবারণ করি; গৃহে ফিরিয়া যাও; আমার কথা অমান্য করিও না; গোপাল কহিল, আজ্ঞে আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমি এই বাটী চলিলাম। এই বলিয়া গোপাল রাজরাণীকে প্রণাম করিয়া কার্য্যসিদ্ধ হইয়া ঈষদ্‌ হাস্যের সহিত গমন করিলে রাজরাণী আপন দাসদাসী ইত্যাদি সকলকে মান্নার জাতে য[illegible]য়া হ[illegible]ন বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন। এখানে গোপাল কর্ত্তৃক রাণীর জাত দেখিতে যাওয়া নিবারিত জানিয়া মহারাজ হৃষ্টচিত্তে গোপালকে যথোচিত পুরস্কার করিলেন।

সড়া অন্ধা/গোপাল ভাঁড়

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রত্যহ এক ব্যক্তি যাতায়াত করিত। এ ব্যক্তি বাঙ্গলা, হিন্দি. ইংরাজি, উর্দ্দু, উড়িয়া প্রভৃতি সকল ভাষাতেই কথাবার্ত্তা সহজে ও অতি পরিষ্কার রূপে কহিতে পারিত। কোন দিন হিন্দি, কোনদিন বাঙ্গালা, কোন দিন পারসিতে, কোন দিন ইংরাজি প্রভৃতিতে কথা কহাতে; রাজা তাহার জাতি স্থির করিতে না পারিয়া গোপাল ভাঁড়কে তাঁহার জাতি স্থির করিবার জন্য বলিলেন যে, "যদি তুমি সে ব্যক্তি কোন্ জাতি; তাহা সে রাজসভায় আসিবার পূর্ব্বে অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পার, তবে তোমায় বিশেষরূপ পুরস্কার দিব।" গোপাল বলিল, আসুন এখনই সে রাজসভায় আসিবে; আমিও আপনাকে বলিতেছি সে কোন্ জাতি। তৎপরে গোপাল মহারাজকে লইয়া তাহার আগমন প্রতিক্ষায় এক দরজার নিকট অন্ধকারে তাহার আসিবার পথে দাঁড়াইয়া রহিল। যেই সে ব্যক্তি আসিয়াছে, গোপাল অমনি সজোরে তাহাকে এক ধাক্কা মারিল। যেই সে ধাক্কা খাইয়াছেন অমনি "সড়া অন্ধা" বলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। গোপাল রাজাকে বলিল "মহারাজ এ ব্যক্তি উড়ে।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাবে অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিলেন।

আপনার মুখ আপুনি দেখ / ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (শর্ম্মা)

খোষমেজাজী বাবু হোলেই চিড়িয়াখানার সক্ হয় এবং তাহাদিগের নিকটে মোসাহেব নামক এক প্রকার জানোয়ারও আসিয়া পোষ মানে। মোসাহেব-দিগের বাহ্যিক আকারাদি সকলই মানুষের ন্যায়; বানরের মত মুখ কিম্বা—ভাল্লুকের ন্যায় লোম-নখ-পুচ্ছ কিম্বা চতুষ্পদ বিশিষ্ট নহে, কেবল লোকলজ্জা ও ঘৃণাদিতে বিরত বলিয়াই দ্বিপদ বিশিষ্ট জানোয়ার বলা যায়।

মোসাহেবদিগের অপর একটী অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কোন নূতন অট্টালিকার মধ্যে কথা কহিলে যেমত একটা প্রতিধ্বনি হয়, তাঁহারাও বাবু কথা কহিলে সেইরূপ প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে; সর্বদাই আষাঢ়ে গল্প, পরের নিন্দা ও নূতন ২ সংবাদ বলিয়া বাবুর অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং 'ধর্ম্ম অবতার' ব্যতীত বাবুকে অন্য শব্দে সম্বোধন করে না। জগদীশ্বরের প্রতি তাহাদিগের যে ভক্তি না জন্মায়, বাবুকে মৌখিক তাহার আটগুণ ভক্তি দেখাইয়া কৃতজ্ঞতা জানায়।—গ্রহণ সময়ে রাহু যেমন চন্দ্রগ্রাস করিয়া থাকে, তাহারাও বাবুকে সেইমত আচ্ছাদন করিয়া রাখে। মোসাহেবদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনঃপ্রবৃত্তি জানিতে কাহারো বাকি নাই, তাহারা ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং আমোদ আহ্লাদের প্রিয়, এ কারণ বাবুর উদ্গার (অর্থাৎ এঁটোপাতার অবশিষ্ট) আহার করেন এবং বাবুর পরা কাপড় পরিয়া ঢুলীদিগের ন্যায় বাবু সাজিয়া বেড়ান, সেই সুখ সৌভাগ্যেই তাঁহারা মানুষ্যকে মানব বলিয়া বিবেচনা করেন না। মোসাহেবদিগের স্বভাব দেখিয়া মানবেরাও ক্ষুদ্র নবাব কিম্বা একরকম জানোয়ারই বোধ করেন। পতিব্রতা কুলবণিতরা এই কুলমুকুটদিগকে যমের অরুচি বলেন। মোসাহেবেরা চাকর কব্লাননা, মনে ২ স্বাধীনতার খুব তমো আছে। কেহ যদি বেতনভোগী বলে, অমনি যেন ফোঁস্ কোরে চক্র ধোরে ওঠেন, কিন্তু যে মাসোহারা বন্দোবস্ত আছে তাহা মাসকাবার যেতে তস্‌সয়না; এতদ্ব্যতীত বাবুর তবিল হইতে হাওলাত বলিয়াও টাকা গ্রহণ করেন। তাহা আজও নিলেন কালও নিলেন। মোসাহেবদিগের উপর রীতিমত কোন কার্য্যের ভারার্পণ নাই, কিন্তু উপস্থিত মতে সকল কার্য্যই করিতে হয়, উলঙ্গ হইয়া মাথা মুড়াইয়া এবং ভ্রু কামাইয়াও বাবুকে সন্তোষ দেখাইয়া থাকেন। এনে দেওয়া, রেখে আশা এ ঘৃণিত কার্য্যও তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদন হয়।

মোসাহেবদিগকে সুখের পায়রা কিম্বা লক্ষ্মীর সহযাত্রী বলিলেও বলা যাইতে

পারে। তাহারা মনুষ্যের সুখের অবস্থায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু আশ্রয়দাতার দুঃখের সময় হইলে তাহারদিগের প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না। উপকারির অসময়ে যে প্রত্যুপকার করা উচিতকার্য্য তাহা ভুলেও বিবেচনা করে না,—বরঞ্চ সহজে উপকারীর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে নিস্ব করিতে কিম্বা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়াররাই মূল কারণ। কত ২ ধনাঢ্য ব্যক্তি যে তাহারদিগের বুদ্ধিবশতঃ মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধ কলা দিয়া—কালসর্প পুষিলে যেমন ফল লাভ হয় তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে এই অন্নদাস জানোয়ারেরা অনেকের অন্ন ধংস কোরে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে তাঁহার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িয়াছে।

আপনার মুখ আপুনি দেখর কর্ত্তাবাবুর বাবুয়ানার সময়ে উপরোক্ত কতকগুলি মোসাহেব জানোয়ার আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারদিগের সহবাসে বাবুর দিন দিন বুদ্ধিবৃত্তি ও মনঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল, পূর্ব্বে অধ্যাপক দূরদর্শী নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত বিদ্যার্চ্চা ধর্ম্মচিন্তা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচন ও দেশাচার সংশোধনের উপায় অন্বেষণ এবং নিয়মিত সময়ে নিত্যকর্ম্ম সমার্পণ করিতেন, রাত্রে বাটীর বাহির হইতেন না, কিন্তু মালক্ষ্মীর বরপুত্র মোসাহেবদিগের পদার্পণ মাত্রেই এককালে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল। ...আহার ও অলীক আমোদে মগ্ন হইয়া পড়িলেন—..........লোক-নিন্দার ভাগী হইলেন...... ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া লজ্জায় বিরত হইলেন......কোথায় কোন কুলটা পতিকুলে জলাঞ্জলি দিয়া অবস্থান করিতেছে তাহার অনুসন্ধান... কোথায় কোন পতিপ্রাণা লাবণ্যসুতার পাতিব্রত্যভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তাবাবুর যে কুসঙ্গ দোষে দিন ২ কত বিপদ ঘটিতে লাগিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। একথা তিনি মোসাহেবদিগের সহিত আপন বৈঠকখানায় বসিয়া খোষগল্প এবং রাজা উজীর মারার কত কথাই কহিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।......তাহার দ্বারা অনেক বড় ২ ঘরের সংবাদ পাওয়া যায়.........কি মেয়েমানুষ কি পুরুষ সকলে তাহাকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিত। বিদ্যাবিষয়ে দাদাঠাকুরের হাতে খড়ি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ?...দাদাঠাকুর ভদ্রসমাজে বসিতে পারিতেন না, ভদ্রলোকদিগকে দেখিলে মাথা গুঁজে বসিতেন। তিনি যে দুশ্চরিত্র মানুষ্য তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত

ছিল না।......দাদাঠাকুরকে দর্শন মাত্রেই বর্ত্তাবাবু হর্ষযুক্ত হইয়া কহিলেন, এসো ২ দাদাঠাকুর এসো, আমাদের কি—একেবারে ভুলে গেছ নাকি? ......আর মোশায়। খেতে পাইনে তাই একবার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে আসা হলো। দত্তজা বলিলেন, দাদাঠাকুর খেতে পান না, দাদাঠাকুরের আবার খাবার অভাব, দাদাঠাকুর উচ্ছিষ্ট করে না দিলে কেই বা খেতে পায়? তবে দাদাঠাকুর! ওসব কথা রেখে দাও, এখন বল দেখি চারে মাচ্‌ টাচ্‌ আছে কি না? দাদাঠাকুর কহিলেন,......চার্‌ না কোল্লে চারে কখন মাচ্‌ এসে?...তা নয়; বলি দুটো একটা মাচ টাচ ঘাই টাই দিচ্ছে কিনা। দাদাঠাকুর কহিল, মোশায়...এক ২ জায়গায় তিন চারটে মাচ এক সঙ্গে ঘাই দিচে। তুমি তবু এখন চুপ মেরে আছ? ছি দাদাঠাকুর! তুমি একেবারে স্পায়ল হোয়ে গেছো! দাদাঠাকুর কহিল ইস্পায়ল ফিস্‌পায়ল বুঝিনে, তা যদি বুঝতে পারতেম তা হোলে কি এই আজন্মটা রাত নাই দিন নাই এক খানা পুঁথী হাতে কোরে তরমুজের বোঁটার মতন মাথায় একটা চেতন উড়িয়ে গোপ মুড়িয়ে পাড়ায় ২ বেড়াতেম?...জমাই-ইয়ার্কি দিতেম,...মেয়েমানুষদের রামভদ্র মামার কথা বোলে চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ কোত্তেম?...বাবু বলিলেন দাদাঠাকুর! ইংরাজী না জান্‌লে কি, ভাল কাপড় চোপড় পোর্‌তে নাই, কাপড় চোপড় পরবার হানী কি আছে? দাদাঠাকুর কহিল,—হানী কিছুই নাই, তবে ইংরাজী না জান্‌লে বুদ্ধিতে বড় মোটা থাকে, কিসে মান কিসে অপমান কিছুই বিবেচনা কোত্তে পারে না।...বাবু কহিলেন, ওহে ঘোষজা। দাদাঠাকুরের কথা শুনলে, হি ইজ এ ডোর ট্র্যাক্‌ট ম্যান। বোসজা কহিলেন মহাশয়! দাদাঠাকুরের মতন, মানুষ আর দেখিনে, (ইন্দ্রিয়াধীন ব্যক্তিগণ যাহার দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের উদ্দেশ প্রাপ্ত হয় তৎকালীন তাহার বিস্তর প্রশংসা করে, একারণ আমারদিগের বাবু পুনঃ ২ দাদাঠাকুরের বিস্তর গুণ গৌরব বর্ণন করিতে লাগিলেন।......বাবু কহিলেন দাদাঠাকুর! ও সব মিছে কথায় কি প্রয়োজন আছে; যে কথাটী উপস্থিত হোয়েছে সেইটে আগে শেষ করিলে ভাল হয় না? শুনে পর্য্যন্ত মনটা যে ভারি উতলা হোয়ে উঠেছে? থাকে কোথা এবং রকম কেমন এবং কি কোল্লে টোপ ধোরতে পারে? দাদাঠাকুর কহিল, মহাশয়। রকম খুব ভাল, এ দিকে আমাদেরই বটে, তাতে কোনদিকে অরুচি হবে না।...আর টোপ ধরবার কথা যে বোললেন, আপুনি কি ভাজা মাচ উল্টে খেতে জানেন না? বিদ্যাসুন্দর বইখানি তো পাড়েছেন, স্মরণ কোরে দেখুন দেখি, কিসে বাঘের দুদ্‌ মিলে?... বাবু বলিলেন, তবে খুলে বোলে ফেলো। দাদাঠাকুর কহিল, মহাশয় আপুনি

দেখেছেন, ছোট বেলা তিনি আপনার বাটিতে আসতেন। বাবুর অমনি স্মরণ হোলো।······অমুকের মেয়ে অমুক বটে, দাদাঠাকুর বলিলেন আজ্ঞা হাঁ।··· কেমন বলুন এখন, রকমসই বটে কি না? বাবু কহিলেন,······বোধ করি খুব উত্তমই হবে।···দাদাঠাকুর কহিল···বেরি গুট ফেইন; এই সবে চোদ্দতে পা দেবে।·· তবে আর তিনজন কে হে। দাদাঠাকুর কহিল, মহাশয়! এক বাটিরই সব, পূজা কোর্ত্তে গেলে তাদের ঢং দেখে আমি "থ" হোয়ে যেন ভেকা গঙ্গারাম সংটির মতন থাকি।

ঘড়িতে নটা বেজে গেলো······বাবু কহিলেন, দাদাঠাকুর যে বিষয়টার কথা পেড়েছেন দেখো সেটা ভুলো না। দাদাঠাকুর কহিল, চেষ্টা কোরতে কসুর কর্‌বো না, তবে আপনার কপাল এবং আমার হাতযশ। বাবু কহিলেন, দাদাঠাকুর! চেষ্টার অসাধ্য কি?

দাদাঠাকুর প্রথমে মাচ ঘাই দেওয়া বাটিতে গমন করিলেন এবং নিত্য ২ পূজা করিতে গিয়ে যেমন মা কোথা খুড়ী কোথা এবং বড়দিদি মেজ দিদি ও ছোড় দিদি তোরা কোথা গো বলিয়া অন্তঃপুরে মধ্যে মেয়েদের নিকটে ঘরের ছেলের মতন গোল করিয়া থাকেন, সে দিনও সেই মত আরম্ভ করিলেন এবং ঠাকুর ঘরে গিয়ে বড় দিদি গোটা কতক তুলসী দিয়ে যাও বলিয়া ডাকিলেন, বড় দিদি অমনি ছুটে গিয়ে তুলসী তুলে দাদাঠাকুরের কাছে গেলেন, (দাদাঠাকুরের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ প্রায় হোয়ে থাকে) একারণ বলিলেন, দাদাঠাকুর, তুমি কি তুলসী তুলে নিতে পার না?······ দাদাঠাকুর কহিল, দিদি! তোমবা আছ বোলে তাই বেঁচে আছি— তোমাদিগের জন্যেই পূজা কোত্তে আসি। ······আজ সকালে অমুক বাবুর বাটিতে গিয়েছিলেম; বাবু যে খাতির কোল্লে তা আর বোলব কি? হোবু-বিবি বলিল, দাদাঠাকুর! অমুক বাবুকে আমি চিনি,···আমাকে কত তামাসা কোর্‌তো।······আজও তোমার কথা পেড়েছিল, ···এমন লোক আর হবে না, বাবু যেমন খোর্চে তেমন দশজনে মানে এবং দেখতেও রূপবান্ পুরুষ,······সকলের সম্মান কোরে কথা কন, বিশেষতঃ মেয়েমানুষের ভারি খাতির করেন।···বিবি কহিল,···বাবুর সঙ্গে সাক্ষাত কোত্তে আমারো খুব ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাবার তো যো দেখিনে। খুড়ী মা আমাদের স্বভাব দেখে সর্ব্বদাই চোখে ২ রাখেন···আমরা চারি জনাতে আজ কতদিন পর্য্যন্ত পরামর্শ কোরেও কিছু কোরে উটতে পাচ্চিনে। দাদাঠাকুর কহিল, খুড়িমা পয়সা কেমন চেনেন। নববিবি বলিল, তাতে

খুব! দাদাঠাকুর! পয়সা বড় চমৎকার জিনিস, পয়সাতে কিনা হয়। আমরা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে শুনেছি, যথা—"কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই, বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে। কড়িতে বুড়র বিয়ে (তারপরের কথাগুলো মনে নাই, শেষটা কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥......আমাদিগের জেঠা মোশায়, সর্ব্বদাই বোলতেন, "অর্থেন সর্ব্বেবসা"......মানব দেহ ধারণ কোরে সংসারে থাকিয়া যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণ না করে, তাহাকে হতভাগ্য মানব বলিয়া সকলেই হেয় জ্ঞান করেন।

...দাদাঠাকুর বলিল, দিদি! খুড়ীমার যদি অর্থের দিকে লোভ থাকে তাহা হইলে বাবুর সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হবার আর সন্দেহ নাই। বাবু অর্থব্যয়ে কাতর নন্। তুমি খুড়ীমাকে এরকম হাত কর, এমত বলিয়া ফুল তুলসীগুলো ঠাকুরের মাথায় একেকালে তুলে দিয়ে চালগুলো গামচায় বেঁধে দাদাঠাকুর আসি বোলে প্রস্থান কল্লেন।

...বিবীদিগের খুড়ীমাতা...অর্থ লোভে সত্তরেই সম্মতা হোলেন। রাত্রে দাদাঠাকুর শীতল দেবার সময় আসিবামাত্রেই, নববিবি সমস্ত বিষয় বোল্লেন এবং সেই রাত্রিই ধার্য্য হোলো। দাদাঠাকুর অমনি অচিরাৎ বাবুকে গিয়া সংবাদ জানালেন। বাবু দুই খানা গাড়ি তৈয়ার কোত্তে বোলে বিবির খুড়িমার কারণ পাঁচশত টাকার একটা তোড়া এবং দাদাঠাকুরের জন্য দুইশত টাকার শপর একটা তোড়া লইয়া আপুনি প্রস্তুত হোলেন।...চকিতের মধ্যে গাড়ি দুই খানি গলীর মোড়ে উপস্থিত হোলো, সদর রাস্তার উপরে বাবুর গাড়ী রইলো, ছোট গাড়িখানি গলির মধ্যে ঢুক্‌লো।...দাদাঠাকুর... বাটির ভিতরে গেলেন। ...খুড়ী মা! সব প্রস্তুত, বড় রাস্তার উপরে বাবু স্বয়ং গাড়ীতে আছেন এবং আমাকে একখানা ছোট গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি আপনার তরে পাঁচশত টাকার একটা তোড়া হাতে কোরে বসে আছেন। (...পাঁচশত টাকার নাম শুনে গরিবের মেয়ে ভারি খুশী হোলেন) দাদাঠাকুরকে বলিল, বাবু! টাকা আন এবং মেয়েদের নিয়ে যাও। দাদাঠাকুর বেশ বুঝতে পারলেন যে আগে টাকা না পেলে খুড়ী মা বাটির বাহিরে আসতে দিবেন না,...বাবুও বিবিদের না পেলে, ব্রাহ্মণের হাতে অত টাকা দিতে বিশ্বাস হয় না। ব্রাহ্মণ এদিকে খুব চতুর, বাবুর মনের ভাব বুঝতে পেরে কহিল মহাশয়।...আপনি তথায় চলুন, আমি খুড়ীমাকে বাহিরে ডেকে আনবো, ...খুড়ীমার একান্ত মানস যে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাত কয়েন। বাবু ব্রাহ্মণের কথায় সম্মত হোয়ে তথায় গমন কোল্লেন...খুড়ীমাকে পাঁচশত

টাকার তোড়া দিলেন। (হেবু বিবীরা কুলের মুখে ছাই দিয়া বাটীর বাহিরে এলেন।) তাহাদিগের মধ্যে একজন একখানা গয়না ভুলে এসেছিল একারণ পুনর্ব্বার বাটীর মধ্যে গিয়ে…অলঙ্কার পড়িতে ছিলেন…বাসনের উপর পোড়লেন …শব্দ হোয়ে উঠলো; বাটীর অপর২ লোকেরা গোল কোরে দেখতে গেলেন। দাদাঠাকুর বিপদ বুঝিয়া সেই সময়ে তিনজনাকে নিয়েই গাড়ীতে এসে উঠলেন। বাবুর পালাবার সময়ে বাটীর দুইজন পুরুষ এসে পোড়লো,…চোর ২ বোলে বাবুকে ভারি তাড়া কোল্লেন…দুটো চারটে ঘুশো-ঘাশা দিতে লাগলো।…বাবু চোরা কীল খেয়ে গাড়ীতে গিয়ে বোস্‌লেন, কোচমানকে বোল্‌লেন, বাগিচামে যাও,…বাবু বাগানে উপস্থিত হোতেই গেট বন্দ কোর্ত্তে বোল্লেন।

এখানে নববিবীদিগের বাটীতে তাঁদের জন্য বিষয় ভাবনা উপস্থিত হোলো।…ওখানে নববিবীরা তিনচার দিন উদ্যানে উত্তম রূপে আমোদ-আহ্লাদ কোচ্ছেন।…এমত সুখ সৌভাগ্যের মুক্তপথ থাকৃতে যে সকল স্ত্রীলোকেরা কুলপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া সতীত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে—আহা! সেই সকল অবলাগণকে সকলের শত ২ ধন্যবাদ প্রদান করা বর্ত্তব্য।

নববিবীদিগের বাটীর কর্ত্তারা চেষ্টা করিয়া নববিবীদিগকে একবার বাটীতে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একমাস পরেই হউক, কিম্বা এক মাসের মধ্যেই হউক বিবীরা পুনর্ব্বার মুক্ত পথে গিয়ে পোড়লেন।

কাল সর্ব্বদাই জগৎ জুড়ে হাঁ কোরে আছেন তাহার সেই করাল গ্রাসে কাহারো নিস্তার নাই। আমাদিগের কর্ত্তাবাবু পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় ডাক্তার ও কবিরাজেরা অসাধ্য জানিয়া সাংঘাতিক রোগ বলিল। পুরীমধ্যে কান্নার কলরবে কানপাতা ভার হোয়ে উঠলো, জ্ঞাতী কুটুম্ব আত্মিয়েরা আত্মতা জানাবার কারণ আশা যাওয়া কোত্তে লাগ্‌লেন। কর্ত্তা বাবু, জীবনাশায় হতাশ হইয়া নাবালক অপত্যের ভাবী ভাবনা ভাবতে লাগলেন, বিপুল বিভবের কর্ত্তৃত্ব অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোককে সমর্পণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, এ বিধায় সুবিবেচক বহুদর্শী বিধানজ্ঞ পরহীতপরায়ণ কোন মহোপাধ্যায় মহাশয়কে বিষয়ের ভারাপনার্থে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমার তো শেষ সময় উপস্থিত, পুত্রটী নাবালক, একারণ আমার বিষয়ের ভারার্পণ মহাশয়ের উপর করিলাম, আপনি আমার পুত্রটী বয়েসপ্রাপ্ত হোলে তাহাকে বিষয় বুঝাইয়া দিবেন।

অনন্তর রীতিমত লিখিত পঠিত হইয়া কর্ত্তাবাবু উইলপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এক্‌জিকিউটর বাবুকে দিলেন, একজিকিউটর বাবু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে বিষয় রক্ষাকরণের ভারার্পণ গ্রহণ কোল্লেন। … কর্ত্তাবাবু মানবলীলা

সম্বরণ করিয়া লোকান্তরিত হোলেন। ···আহা···মরিতে হইবে এ বোধ থাকিলে কেহই যৌবনধন প্রভুত্বের অভিমান করিতে পারেন না। ··· কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুর অশৌচান্তে একজিকিউটর বাবু যাহাতে লোকনিন্দা না হয়, অথচ স্বল্প ব্যয়ে শ্রাদ্ধাদি সমার্পণ করাইলেন।

বালকটী—ক্রমে ষেটের মুখে ছাই দিয়ে দশে পা দিলেন, গুরু মহাশয়ের নিকট পর্য্যন্ত পাঠশালার বিদ্যা হইল। ···কত কষ্টে রগড়ে দুই তিন বৎসরের পর একটী কোরে কেল্‌াশ উঠিতে লাগলেন।

···দিবসে কালেজে কতকগুলো বদমাইসী বাহাত্তুরে বালকদিগের সহিত মিশিয়া মালীর ঘরে একটার সময়ে তামাক ও চরসের শ্রাদ্ধ কোত্তেন, এবং গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধোরে খ্যালা কোরে বেড়াতেন। কোন দিন বা স্কুলে যাই বোলে ইয়ারদিগের বাটীতে গিয়া ইয়ার্কি দিতেন।

··· এদিকে কোন বিষয়ই ছুঁতে বাকি রাখেননি। ···"পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্ব' জন্মার্জ্জিতং ধনং ···।" নববাবু ইংরাজী ক্লাবের মেম্বারদিগকে লয়ে বাঙ্গালার আলোচনার কারণ একটী বঙ্গসমাজ স্থাপন কোল্লেন। ··· আপুনি স্বয়ং সম্পাদকের আসনে বোসলেন। ···অল্প দিবসের মধ্যে সভ্যশ্রেণীর এমত বৃদ্ধি হোয়ে উঠলো, যে সকল সভ্যগণে একত্রিত হোলে সমাজগৃহে আর স্থান হয় না।

সেই সময়ে নববাবুর অভিজ্ঞান বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ জন্মেছিল, মধ্যে ২ এক ২ রাত্রে অনুরূপ নাটক কোত্তেন। ··· আমাদিগের নববাবুর সমাজে, মধ্যে ২ অভিজ্ঞান ও সমাজের পত্রিকা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিদ্যার চর্চ্চা হোতে লাগলো ··· উপস্থিত কয়েকজন সভ্যের মধ্যে একজন অকস্মাৎ কহিল "উ" শরীরটে আজ বড় ঘ্যাত ঘ্যাতে আছে, একটু রকমারি না হোলে আর প্রাণ বাঁচে না। বাবু বলিলেন, রকমারি কি, সভ্য বাবু বলিলেন, এইত ছেঁদো কথা বুঝেন না "কারণ"। ···'কারণ' কি? একজন সভ্য কহিল মহাশয় "ওয়াইন"। নববাবু তখন বুঝিতে পারিলেন যে "সুরা"। ···আমার বাটীতে তো 'ওয়াইন্' নাই, তবে যদ্যপি আনাইতে পার। ···টাকা প্রদান করিলে, এই রাত্রে আপনার যত প্রয়োজন হইবে, তাহা আনা যাইতে পারে।

···আমাদিগের নববাবু তৎকালীন বিষয় পাননি,···এ কারণ মধ্যে মধ্যে প্রায় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে টাকা লইতেন। ··· নববাবু টাকা প্রাপ্ত মাত্রেই সমাজ গৃহে আসিয়া সভ্যদিগের মধ্যে এক জনার হস্তে উক্ত টাকা প্রদান করিলেন ··· রাত্রি একটার সময়ে কয়েক বোতল দেশীরস ফুলুরি ও বেগুনভাজী প্রভৃতি ও কয়েক খানা গোলাপী পানের খিলী লইয়া সমাজগৃহে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দের দ্রব্য আসিবামাত্র উক্ত সাম্প্রদায়িকদের আর আনন্দের সীমা নাই। ... সেই সময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকা কি উপায়" এবং "একেই কি বলে সভ্যতা" এই দুইখানি পুস্তক লইয়া নববাবুকে উপহার দিলেন। ... বোসজা কেড়ে নিয়ে বলিলেন, মোশায়! কাল আর কি সময় পাবেন না? এখন রেখে দিন। ...উহার নামটীতে বেশ বোধ হয় হোচ্চে যে কোন একজন মহাশয় কেবল মদের নিন্দা কোরেছেন এই মাত্র, একি মোশায়...? বিবেচনা কোরে দেখেনা যে মদের চেয়ে পৃথিবীতে আর উত্তম জিনিশ কি আছে?

...চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা শুনে অপর একজন পেতী মাতাল দু'হাত তুলে নিত্য জুড়ে দিয়ে—এই গানটী গাইলেন ঃ

যথা—রামপ্রসাদী সুর—

কি আছে আর মদের চেয়ে।
ও মন মনে হলেই নাও না খেয়ে ॥
এমন জিনিশ আর কি পাবে, খেলে মনের দুঃখ যাবে,
(ও মন) নবাব্ সুবর্ মেজাজ্ হবে
রাজা মার্‌বে ধুলোয় শুয়ে। ১।
একবার যে তার্ তার্ পেয়েছে, কত মজা সেই লুটেছে,
(ও মন) ভিটে মাটি সব বেচেছে,
মনের মতন জিনিশ পেয়ে ॥ ২ ॥

...ঘোষজা কহিল, এহাকেই ত দিল্লীর লাড্ডু বলে যে খেয়েছে—সে পস্তাচ্চে এবং যে না খেয়েছে সেও পস্তাচ্চে।—বাবু বলিলেন, এ কথাটি ঠিক বটে, এ বিষয়ের একটি পুরাতন গল্প আছে, বোধ করি তাহা সকলেই জানেন। "একজন ভদ্রলোকের পুত্র মদ খেয়ে...পথে ঢলাঢলি কোত্তো...বাবা তাহাকে... নিষেধ কোল্লেন...পুত্র পিতাকে কহিল...আমি প্রতিপালন করিতে পারি—যদ্যপি আপুনি একদিন আমার সঙ্গে সুরাপান করেন।...তৎপর সম্মত হোয়ে পুত্রের সহিত সুরাপান কোত্তে বোসলেন।...ক্ষণকাল পরেই পুত্রকে কহিল,—বাবা! তুমি এ বিষয় ত্যাগ কর আর নাই কর আমি ত আর ছাড়বো না।

নববাবু বহুকালের এই পুরাণ গল্পটি বোলতে সকলেই খল ২ কোরে হেসে উঠলেন, (বোস বাবু একটু পাগলাটে বোলে সকলে তাহাকে ক্ষেপা ২ বোল্‌তো) সেও একজন বড় মানুসের ছেলে ছিল, মনুষ্যের যে কাহার অবস্থা কখন কি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

কলকাতার নুকোচুরি / শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার

১. কলিকাতার নীলেখেলা

পান দোষে কৌতুকাদি সহজ সে নয়।
দেখিতে দেখিতে হয়, কত ভাবোদয় ॥
বিপদ তাহাতে দেখি ঘটে অনায়াসে।
কারো ধন, কারো প্রাণ, কারো জাতি নাশে ॥

গোপালরাম চূড়ামণি পামরবাবুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। এক দিবস আমরা সকলে তর্‌বোনে গেচি এমত সময়ে চূড়ামণি এলেন। পামরবাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। মহাশয়! যদি পরস্ত্রী গমন করি, তাহাতে কি কোন পাতক আছে? শাস্ত্রে কোন দোষ না থাকলে আর নুকোচুরি করিনে। চূড়ামণিটী বেল্লিক শাস্ত্রের চূড়ামণি, সহজেই উত্তর কোল্লেন, মহাশয়! কি বলেন? পরস্ত্রী গমনে যদ্যপি পাতক হতো, তাহা হইলে ভগবান যশোদানন্দন আর ষোড়শ ব্রজগোপীনির সহিত লীলা কোত্তেন না? দেবাদিদেব মহাদেবও কুচনী ক্রিয়ায় রত হতেন না? এ সামান্য বিষয় আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন? এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ কি নুকোচুরি নাই। আজকাল তো আপামর সাধারণে এ কাজ কোচ্চে। পামরবাবু খুশী হইয়া দেওয়ানজীকে চূড়ামণিকে পুরস্কার দিতে বোললেন। চূড়ামণি হাত তুলিয়া "চিরঞ্জীবেষু" আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—না হবে কেন? কেমন লোকের পুত্র? স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় দেব কি ঋষি ছিলেন তাহা বলা যায়না? ঈশ্বর করুন, যেন এই বীজ সংসারে জাজ্বল্যমান থাকে। পামরবাবু ইয়ং বেঙ্গল (young Bengal) নামে বিখ্যাত ছিলেন, যেদিকে জাল পড়িত সেদিকে ছাতী ধত্তেন না। ইচ্ছামতেই সব কত্তেন। "শকের প্রাণ গড়ের মাঠ" খড়দহ অঞ্চলে গ্যালে কৃষ্ণ২ বোলতেন, কালীঘাটে গ্যালে মায়ের প্রসাদে অরুচি ছিল না, সুপাচক উইল্‌শনের বাড়ীতেও আহারাদি অনায়াসে চোল্‌তো, বেশ্যালয়ের হোল্‌দে ভাতেও ঘৃণা ছিল না। বাবুর মোসাহেব "ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়" যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বোড়ালের শিবু খুড়োর সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাই, তাহার গুণের সীমা ছিল না "অশেষ গুণালঙ্কৃত" নামে বাবুর বাটীতে বিখ্যাত ছিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হোতে পামরবাবু কহিলেন, ওহে মুখুয্যে, মিয়াজান বেটাকে

একবার চুপী ২ ডাক দেখি? —আজ কি তয়েরি করেচে দেখা যাক? বোল্‌তে বোল্‌তেই মিয়াজান নানাবিধ চপ, কাটলেট, কারি আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে, ক্ষেত্রনাথ ব্রাণ্ডির বোতল খুলে বোসলেন। বাবুদের আহার যত হউক বা না হউক, পানে প্রবৃত্ত হইয়া দিব্যি আমোদে আহ্লাদে মগ্ন হোলেন। চূড়ামণি ও ক্ষেত্রনাথের প্রায় চিতিয়ে পড়া আছে, সামলে কোমোর বেঁধে লেগে গেলো। কলিকাতায় মদ খান না এমন অতি অল্প লোক আছে, বাকির মধ্যে শালগ্রাম ঠাকুর, প্যাঁচার বুড়ো ঠান্‌দিদি ও টেকচাঁদ ঠাকুরের টেপি পিসি, আর জনকতক মাত্র। প্রকাশ্যে যদিও অনেককে দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু নুকোচুরির ভিতর অনেকে আছেন। একদিকে জাত রক্ষা করেন, ওদিকে মদটুকু দিব্বি চলে, দুদিক বজায় রেখে চলেন। সুরাপানের যে ফল মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুর ''মদ খাওয়া বড় দায়'' বিস্তর লিখে গ্যাচেন। তজ্জন্য বাহুল্য বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হইলাম। পাঁচি ধোবানির গলির পঞ্চানন তর্কালঙ্কার, বটতলার ব্রহ্মন্যায়রত্ন, শিমুলার শ্যামাচরণ গোস্বামী, নিমতলার নিমচাঁদ বাবাজি, হাটখোলার হিদেরাম ঘোষাল, রামবাগানের রামনারায়ণ বসাখ দেওয়ানজী প্রভৃতি মহামান্য রত্নাকরেরা উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের গুণের কথা বলা বাহুল্য, এক এক জন এক একটি অবতারবিশেষ।

পামর। অদ্য তোমাদের সকলকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনারা সকলেই দেশহিতৈষী, দেশের মঙ্গল যাহাতে হয় তদ্বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। বাল্য-বিবাহ নিবারণ, বারাঙ্গনাদের সহর হইতে বহিষ্কৃত করা, স্ত্রী-শিক্ষা দেওয়া, এসব বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিপাত না করা দেশের দুর্ভাগ্য বোল্‌তে হবে? আমরা ভরসা করি যে আপনারা দেশে ২, জেলায় ২, গ্রামে ২, এই সকল প্রচলিত করিতে সচেষ্টিত হোন। (Here is success to you all) হিয়ার ইজ সক্‌শেশ টু ইউ অল্‌ বলিয়া এক গেলাস পান করিলেন ও চতুর্দ্দিক হইতে (Hear Hear) "হিয়ার হিয়ার" শব্দ উঠিয়া গেলাশ ফেরাফিরি হোতে লাগলো। ধুমধামের সীমা নাই। বাবুরা মনে মনে জানেন আমরা নুকোচুরি কচ্চি; ওদিগে কত দিকে যে ধরা পোড়চেন তার ঠিকানা নাই!

ক্ষেত্রনাথ। মহাশয়! নামেও যেমন, কাজেও তেমন। আপনার বাক্য ত নয়, যেন অমৃত বর্ষণ হোচ্চে? এরূপ মনুষ্য, যদি গ্রামে এক ২ জন জন্মে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির পরিসীমা থাকেনা।

চূড়ামণি! ঈশ্বর করুন যেন আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পামরবাবু

চিরজীবী হন। এক্ষণে মহাশয়রা বাবুর কুশলার্থে আমার সহিত সকলে পুনর্ব্বার এক ২ গেলাস পান করুন। এ স্থলে কেহ আর নুকোচুরি রেখ না।

পঞ্চানন। বাবুর মত কটা লোক আছে যে এই সকল বিষয় চর্চ্চা কোরবে? ধন থাকবে, অথচ দেশাচার সংশোধনে মন হবে, ইহা না হলে আর তো এ বিষয়ে সিদ্ধ হতে পারেনা? এখনকার প্রায় অধিকাংশ লোকেই দিন আনে দিন খায়। তাদের 'আ' বলতে 'ত' দেয়না, তা 'উল্লো' বলিবে কখন। ছেলের মোণ পাঁচ টাকা ভাব্বে কি পলিটিক্স (Politics) নিয়ে মাথা বকাবে? এখন এস আমরা বাবুর গুড হেলথ ড্রিঙ্ক (Good health Drink) করি। হিএর হিএর হিএর (Hear Hear Hear) বাবু! আজ হল মজার নুকোচুরি হোচ্ছে আমরা যেরূপে একাজ করি, কার সাধ্য যে ধরে?

চূড়ামণি। (স্বগত) রাত্রিটা যিছে ঢেঁকির কচ্‌কচিতে বেড়ে যাচ্চে এখন বাবুর মনোরঞ্জনার্থে কোনরকম নূতন মজা বার করা যাক। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের গ্রামে (বোঁইচিতে) একটি রকমসই দিব্বি আছে, তাহার পিতারও .... বোধ হয় লেগে গেলেও যেতে পারে। তবে বাবুর কপাল আর আমার হাত যশ। একবার নুকোচুরি কোরে কিন্তু দেখবো?

ব্রজ। চূড়ামণি মহাশয়! আপনার মন্‌তো সাদা নয়, এতদিন কেমন কোরে একথা পেটে পুরে রেখেছিলেন, এখন যাতে শুভকর্ম্ম শীঘ্র শেষ হয়, তা করুন। (স্বগত) মুখে যা এলো তাতো বোলে ফেললেম, কাজে কি ও বিষয়ে থাকতে আছে? বাপ্‌রে! 'চাচা আপন বাঁচা', পরের হেঙ্গামে আমাদের কাজ কি? এ সকল কর্ম্ম যাদের কোন কাজকর্ম্ম নাই এবং প্রচুর বিষয় আশয় আছে তাদেরই সাজে? আমাদের ও যেন কাঙালের ঘোড়া রোগ। ও কথা এখন চাপা দেওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) চূড়ামণি! এখন কি করা যায় বল? লোকে কথায় বলে, যে 'কাজকর্ম্ম না থাকলে খুড়াকে গঙ্গাযাত্রা' এস আমরা ক্ষেত্রনাথের বিবাহের উদ্যোগ করি, ইহাতে লোকত ধর্ম্মতঃ যশ আছে।

রাম। ভেরি গুড্‌ (very good) আমার তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাবা সময় বড় খারাপ! আমি চাঁদায় নাই, আগে থাকতে বোলে থালাস, গতরে সব কত্তে পারি। এতে আমার নুকোচুরি নাই।

ক্ষেত্রনাথ। ব্রজ কি মানুষ গা! পেটের কথা টেনে আনে? বোল্‌তে কি ভাই?—আমার বয়স হয়েচে সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনও আছে,

কেবল অর্থাভাবেই অদ্যাবধি চারহাতে দুহাত হয়নি। যদি পামরবাবু কটাক্ষ করেন, তবে এ সেবকের প্রাণগতিক মঙ্গল হয় বিশেষ।

ব্রজ। ইস! তুমি যে একেবারে পাঠশালার পত্র আওড়াচ্ছ। যাহা হউক বাবুর কৃপাতে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। বাবা! তোমার এমন তেরো হাত কপাল যদি না ফলে তবে আর কবে ফলিবে?

ক্ষেত্রনাথ। এ শুভ কর্ম্ম যদি সমাধা হয়, তাহা হইলে কাশীতে মন্দির দিলেও এত ফল হয়না। একটা ব্রহ্ম স্থাপন করা হবে।

পামর। ওহে পঞ্চানন! ভাল একটা সম্বন্ধ করে দেও দেখি। ক্ষেত্তরের বিয়েটা দেওয়া যাক, টাকার জন্য কর্ম্ম আটকাবে না, মেয়েটি যেন ভাল হয়; কিন্তু কিছু রং চাই।

পঞ্চানন। মহাশয়! যেখানে আমি আছি সেখানে রংগের কোন অভাব হবে না।

চূড়ামণি। মহাশয়ের এ নবরত্ন সভায় কি রং, ঢং, খুঁজতে হয়? আমরা এক একটি ধনুর্দ্ধর বিশেষ, আমাদের অসাধ্য হেন কর্ম্ম নাই যে পারি না। যদি অনুমতি করেন, তবে ক্ষেত্তরের বিয়ে আজ রাতারাতি দিয়ে দিতে পারি, তবে এতে কিছু নুকোচুরি কোত্তে হবে, বুঝলে কিনা?

পামর। নুকোচুরি তো একটু চাই হে, নুকোচুরি ছাড়া কি কাজ আছে?

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়? তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। "শুভস্যঃ শীঘ্রং" আমার আজ যদি হাতে সুতো বাঁধা হয়, সেই বাঁধাতে আমি আপনাদের কাছে চিরকাল বাঁধা থাক্‌বো। ব্রজ। তুমি ভাই একটু মনোযোগী হয়ে কন্যা স্থির কোরে এস, আজই যেন শুভকর্ম্ম শেষ হয়, এরপর বাবুর এ মন না থাক্‌লে সব ফোষ্‌কে যাবে।

ব্রজ। বাবা! আমাকে কিছু বোল্‌তে হবে না, আজ তোমার বিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ। আমি এই চল্লেম। (ব্রজের প্রস্থান।)

ক্ষেত্রনাথ। চূড়ামণি মশায়! আমি বোধ করি এত দিনের পর আমার বিবাহের ফুল ফুঠলো, প্রজাপতি যে এ নির্বন্ধ কোরেছিলেন এ আমি একদিনও ভাবিনে।

চূড়ামণি। ওহে নুকোচুরি সকলেরই আছে, বিধাতা ভিতরে ২ তোমার এটী নুকোচুরি কোরে রেখেছিলেন। যা হোক এখন ব্রজ ফিরে এলে হয়।

ক্ষেত্রনাথ। মশায়। এ দিকে বিবাহের যে ২ বিধি বৈদিক আছে তা ছুটো একটা করুন না কেন? আগেই কাজ নিকেশ হয়ে থাক্‌?

৬

চূড়ামণি। সে সব আর কোন প্রয়োজন করে না।

পামর। দুটো একটা হবে বৈকি? সব ছেড়ে দিলে ক্ষেত্রনাথের মনের মধ্যে জন্মের জন্য ভারি দুঃখ থাক্‌বে।

ক্ষেত্রনাথ। বাবু এমন আর হবে না!

চূড়ামণি। তবে বৃদ্ধির শ্রাদ্ধটী, গাত্র হরিদ্রা, ও আইবুড়ো ভাত, এই তিনটেই এ সংস্কারের প্রধান। তাহাই করুন।

ক্ষেত্রনাথ। বৃদ্ধির শ্রাদ্ধে আর কোন প্রয়োজন করেনা। সে কেবল চোদ্দ পুরুষের সন্তোষের জন্য। আমার চোদ্দ পুরুষের নাম কোত্তে ইচ্ছা করে না; এখন তোমরা আমার চোদ্দ পুরুষ। তোমরা তুষ্ট হলেই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করা হবে। কেবল "গাত্রহরিদ্রা" ও "আইবুড়ো" ভাতটী চাই।

পামর। আইবুড়ো ভাতের কোন ভাবনা নাই; উইলশণের হোটেল থেকে এখনি তা আনতে পারা যাবে, এখন হলুদ কোথা পাই?

চূড়ামণি। মহাশয়! সাত্তুকে খানশামার কাছে জাফরান আছে, তাই একটু মাখিয়ে দেওয়া যাক।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি একজন লোক বটে, সেই ভাল।—[ক্ষেত্রনাথকে জাফরান মাখান এবং উইলশণের বাটী (Great Eastern Hotel) হইতে একটা বাক্স আনাইয়া সকলের আহারাদি করা]।

পামর। ক্ষেত্রনাথ! এতো ভারি মজা হোলো, তুমিও আইবুড়ো ভাত খেলে, আর আমরা তোমার চোদ্দ পুরুষেও খেলেম, এত একরকম বৃদ্ধির শ্রাদ্ধ প্রায় হোলো।

(ব্রজের প্রবেশ)।

ক্ষেত্র। কি খবর, ইহার মধ্যে কর্ম্ম সমাধা হলো নাকি? কথা কওনা যে? সব মঙ্গল তো?

ব্রজ। খবর ভাল বরসজ্জা কর, আর দেখ কি? লগ্ন দুই প্রহরের সময়, মহাশয়েরা সকলেই প্রস্তুত হন, আর বিলম্ব নাই, এতে আর কোন নুকোচুরি করে আসি নাই।

ক্ষেত্র। বলি কনেটি কেমন, চল্‌বে তো? না, হাতে জল সরবে না।

ব্রজ। স্থির হও, অত ব্যস্ত হইও না, উতলার কর্ম্ম নয়, দুদণ্ড সবুর করলে দেখে প্রাণ জুড়াবে। কিন্তু বাবা, বিদায়টা যেন বিবেচনা করে দেওয়া হয়। ঘটকালি কত্তে গিয়ে বড় ক্লেশ হয়েছে। বলিবো কি, যেতে একটা হোঁচট খেয়ে ব্রহ্মহত্যা হতে ২ রয়ে গেছে। কনেটি অদ্বিতীয়, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কি

করবে? রূপে গুণে এমন মেয়ে পাওয়া ভার। কিন্তু একটা বাজ্‌না বাদ্দি করে গেলে ভাল হয় না? নুকোচুরিতে দরকার কি?

রাম। আর বাজনায় কাজ নাই, অম্‌নি ভাল। "বড়তো বে তার দুপায়ে আলতা," এখন চার হাত একত্র হলেই আমরা নিশ্‌চিন্দি হই। চলুন আমাদের সব বেরুনো যাক্, আবার যেতে হবে অনেকটা, আর দেরি করা উচিত নয়।

ক্ষেত্র। হাঁ বাপ সকল! তোমরা উঠ, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?

চূড়ামণি। আরে যদি এ জন্মের মত আইবুড়ো নামকে বিসর্জ্জন দিয়া চল্লি, তবে একটু ২ পাকা মাল টেনে নে, কিসের জোরে জুজ্‌বি?

[সকলের এক ২ গেলাস ব্রাণ্ডি পান ও তদনন্তর বর লইয়া যাওন]

পামর। কেমন হে আর কত দূর?

ব্রজ। আজ্ঞে আর বড় দুর নাই, হাড়ি পাড়ায় বিশেহাড়ির পগারের ধারে সন্ন্যাসি কোলু থাকে, তারি বাড়ির ভিতর অজ্ঞাত কুলশীলা একটি ব্রাহ্মণের কন্যা আছে। তাহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পত্র করিয়াছি, আপনারা চলে চলুন [ক্রমে সকলের কোলুর বাড়ি উপস্থিত, কোলু যৎপরোনাস্তি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল; ও যথাযোগ্য সমাদর করিল, পরে রাত্রি এগারোটা বাজিতে কোলু বলিল।]

কোলু।—মহাশয় আমার বলিতে ভয় হয়, কিন্তু পুরুষানুক্রমে একটা প্রথা আমার বাড়ির বিয়ের সময় প্রচলিত আছে, তাহা না হইলে আমাদের মনে বড় আক্ষেপ থাকিবে। আপনারা সকলে মহাশয় লোক, আজ আমার কি সুপ্রভাত, যে আপনাদের পদধুলি আমার বাটীতে পড়িল, এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে কৃতার্থ হইব।

পাথর। তোমার কি প্রথা আছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে আমরা —অবশ্যই করিব, ইহাতে আর নুকোচুরি কি?

কোলু। আজ্ঞা এমন কিছু নয় কেবল বরকে বিবাহের অগ্রে তিন' গ্রাম সিদ্ধি খাইতে হয়, ও বরযাত্রীরা যদি অনুগ্রহ করিয়া খান তবে আরো ভাল।

পামর। তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র বাধা নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে দেহ, আমরা অম্লানমুখে পান করিব, এই নুকোচুরি?

[অনন্তর সকলের সিদ্ধি পান]।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি! আছো, না মরেছো?

চূড়ামণি। না থাকার মধ্যেই বটে, যা আছি তা দানো পেয়ে আছি !!! সিদ্দিটে বড় জোর করেছে।

ক্ষেত্র। চূড়ো বাবা! আর যে কিছু দেখতে পাইনে?

চূড়ামণি। তবে তোর সময় হয়ে এসেছে, হরিনাম কর, বিয়ের সময় এরকম সকলকারই হয়, তার জন্য কিছু চিন্তা নাই!

[ক্রমে ক্ষেত্রের নেশা, ও তদন্তর তাহাকে আল্কাতরা মাখিয়ে তুলা লেপন, ও হরেক রকম সজ্জা করে দেওন, পরে সন্ন্যাসি কোলুর কন্যার সহিত বিবাহ ও বাসরসজ্জা, এইরূপে নিশি অবসান হলেই ক্ষেত্রের চেতন হওয়াতে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল যে বিবাহ হইয়াছে কিনা? কন্যে উত্তর করিল হাঁ একরকম সকলের অনুগ্রহে চার হাত একত্র হইয়াছে।]

ক্ষেত্র। আমার গাটা পিট ২ করছে কেন? ব্রজ তো নুকোচুরি করেনি?

কনে। তোমাকে সকলে আহ্লাদ করে বরসজ্জা করে দিয়াছে, তাহাতেই বোধহয় গাটা পিট ২ করছে, এখনো রজনী আছে তুমি কিঞ্চিৎ আরাম কর, পরে গাত্র ধৌত করিলে পিট পিটিনি যাইবে।

ক্ষেত্র। (আমাকে তবে এরা সং সাজিয়ে রং করেছে। ছি! ছি! ওমা আমি কোথা যাবো? এ কালামুখ কাকে দেখাব? আবার ইনি আরাম করতে বলেন, আর দেইনি অমনি ভাল, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি)। আমার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা কোথায়, এবং তুমি কে?

কনে। প্রাণনাথ, আমি সন্ন্যাসি কোলুর কন্যা, গত রাত্রিতে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, আর যাহারা তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহারা সকলেই গিয়াছেন, বোধহয় অদ্য বর কন্যে লইতে পুনরায় আসিবেন।

ক্ষেত্র। —হা ভগবান! তোর মনে কি এই ছিল! যে বংশে কখন কলঙ্ক হয় নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যে রোগের ঔষধ নাই, তাহাতেও আমাকে মগ্ন করাইলে। হায় হায়! পিতা, মাতা, শুনিলে কি বলিবে! আমার মত অভাগা ত্রিজগতে নাই, কথায় বলে "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" তাই কি আমার হাতে ২ ফল্লো, এক্ষণে অসীম দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। হা বিধাতা! আমি এতদিনের পরে পতিত হইলাম, পিতা মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, যে পিতা মাতা আমাকে চিরকাল যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছেন ও যাবজ্জীবন যাঁহাদের স্নেহের অধিগামি; আজ নেশাতে অবশ হইয়া তাঁহাদের কুলে কালি দিলাম। ধিক্ ধিক্ এ প্রাণে! এখন কি কবি? যাই বা কোথায়? আর এ বিবাহিতা নেজুড় বা রাখি কোথা? অদ্যাবধি প্রেমবাক্য কহিব না, প্রেমের নাম উচ্চারণ করিব না, প্রেমিকের সহিত আলাপন করিব না, প্রেম করিতে গিয়া দেশে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। হা পোড়া প্রেম!

তোর মুখে ছাই! যে প্রেম জাতকে প্রফুল্লিত করে, যাহার নামে মনুষ্যের লোমাঞ্চিত হয়, আজ সেই প্রেম আমার নিকট বিষের অধম হইল "প্রেমোব্রত আজ আমার হল উজ্জাপন" এখন যাই আর ভাবলে কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে! আচ্ছা নুকোচুরি করেছে।

কনে। প্রাণনাথ আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়?

ক্ষেত্র। কালামুখির আদর দেখে যে আর বাঁচিনে, এত ঢলালি তবু তোর মনের সাদ মেটে না, রঙ্গ দেখে যে বাঁচি না, এখন আর কাজ নাই, খেমা দেও, নুকোচুরি ধরিচি!!

কনে। প্রাণনাথ তুমি যেখানে যাইবে আমি তোমাব সঙ্গে ২ যাইব, যারে ধন, মন প্রাণ সব সমর্পণ করিয়াছি, তারে কি আব একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারি? আমি আর কোন নুকোচুরি কচ্চিনে।

ক্ষেত্র। (স্বাগত) ভাল আপদ এ যে নেকড়ার আগুনের মত ছাড়ে না। কি করি, আজকের মত এখানে থেকে রাত্রে বারাণসী গমন করিব। এতদিনের পর আমার বিয়ের সাদ্ মিটলো, আর নুকোচুরি যা হবার তা হলো।

(পরে ক্ষেত্রের রাত্রে পলায়ন ও কাশীধামে গমন।)

এখানে পামর, চূড়ামণি প্রভৃতি সকলে বড় খুসিতে স্ব ২ গৃহে গমন করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন। মজার চূড়ান্ত হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে ক্ষেত্তরের জাত গেল। চূড়ামণি বলিলেন, "যার সঙ্গে মজে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম" দুদিন ঘরকন্না কত্তে ২ বেশ মিল হয়ে যাবে তার সন্দেহ নাই, কেননা আমার পিতামহের প্রায় এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল অথচ তিনি সদ্ভাবে গৃহকার্য্য ও সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিয়া সন্তানাদি রাখিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। জীবদ্দশায় বিস্তর নুকোচুরিও করে গেছেন।

২. পুলিশ বিচার

ভাবী না ভাবিয়া লোকে কুকর্ম্ম করিয়া।
পাপের সন্ত্রাসে হয় আকুল ভাবিয়া॥
করিবে যে কার্য্য পূর্ব্বে বিবেচনা তার।
তাহা হলে কভু নহে ভাবনা অপার॥

প্রাতঃকাল, বসন্তের সময়, আকাশ নীলবর্ণ, মন্দ ২ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষে নব ২ পল্লব হইয়াছে, তরুলতাদির ফলফুলের চারিদিকে সৌরভ ছুটিতেছে ভ্রমর সকল গুণ ২ করিয়া রব করিতেছে, কোকিল কুহু ২ ধ্বনি করিতেছে,

মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট সকল ভিজিয়া গিয়াছে। চাষিরা নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোলুরা ঘানি ঘুড়ে দিয়েছে, ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেছে, ছেলেরা পাঠশালায় যাইতেছে, দোকানি পসারিরা রাম বলিয়া গা ঝেড়ে ঝাঁপ খুলিতেছে, ভারিরা জল তুলিতে আরম্ভ করিতেছে, নাপিতেরা খুর ভাঁড় বগলে করিয়া বেরিয়াছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক আলো করিয়া উঠিতেছে, এমন সময়ে ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির বাসার দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও মাঝে ২ এক ২ টিপ নস্য নিয়া ভাবিতেছেন যে কি করি? কোথা যাই? যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে আমার ইহকাল নাই পরকালও নাই। চূড়ামণির বাসা সোনাগাজির শিবি গোয়ালিনির বাটীতে ছিল। তিনি স্নান সারিয়া পূজা করিতে ২ এক ২ বার ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন বা নিকটবর্ত্তী বেশ্যাদিগের রূপলাবণ্য দেখিতেছেন। মন সদা অস্থির, একাগ্রচিত্ত না হইলে পূজাশ্রয় সকল উত্তমরূপে সমাধা হয় না। তাঁহার মনে নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে, সুতরাং ঔষধ গেলার মত পূজার কাজ সারিয়া ক্ষেত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন; তবে ভায়া! কেমন বিবাহ হলো তা বলো? নুকোচুরিটে কি টের পেয়েছে?

ক্ষেত্র। মহাশয়ের অগোচর কিছুই নাই, তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেন?

চূড়ামণি। সে কি, আমি তো কিছু জানি না বলতে কি? কাল রেতে মাথা ধরেছিল, তা যেমনি পড়েছি, অমনি মরেছি, কিছুই সাড় ছিল না।

ক্ষেত্র। বেশ বাবা এত অসাড়! এর ঔষধ অসাধে জল সার।

চূড়ামণি। ওকি হে? আমার আস্তানায় কার মুখ দেখা যায়!

ক্ষেত্র! বুঝি কোন ভাসা কাপ্তেন নোঙ্গর তুলেছে, তাই পাইলট (pilot) খুঁজতে বেরিয়েছে।

চূড়ামণি।—তোমার কল্যাণে তাই হোক! আমার সময় বড় খারাপ! খরচ বেশী আয় কম, এ সময়ে এক আদটা কাপ্তেন পেলে বড় উপকার হয়। আর নুকোচুরিতে কাজ কি?

চূড়ামণি।—কে হে তুমি?

সন্ন্যাসি কোলু। আজ্ঞা আমি! মহাশয়দের দর্শন না পাইয়া নিমন্ত্রণ পত্র দিতে আসিয়াছি, পুলিশের লোক! ইহারা কৈরাদি, তোমার কার্য্য

তুমি কর, আমি বেড়িয়ে পড়ি, জামাই কিছু মনে করোনা বাবা? আর নুকোচুরি রইলো না।

[পুলিশের লোকেরা দুই জনকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল, পরে থানায় এজেহার লইয়া জামিন অভাবে তাহাদের বেণিগারদে রাখিল। পরদিবস পুলিশে লইয়া একপার্শ্বে বসাইয়া রাখিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব আসেন নাই, সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল।]

পুলিশ জম ২ করিতেছে, লোকে থই ২ করিতেছে দালাল উকীল এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কেরাণিরা বই হাতে করে এঘর ও ঘর করিতেছে, সারজন, ইনস্পেক্টর সব দ্বারে ২ বসিয়া আছে, ছোটলোক পোরা, মামলার তদ্বিরে কৌশল চলিতেছে ও কেরাণি মহলে রকমারি বকৃসিস্ চলিতেছে। ক্রমে দুই প্রহর বাজিলে মাজিস্ট্রেটের বগি গড় ২ করিয়া পোরটিকোতে আইল॥ সারজনেরা টুপি খুলিয়া সেলাম বাজাইল, সাহেব কোন দিকে নজর না করিয়া বরাবর উপরে গিয়া বেঞ্চে বসিলেন। কেরানি কেস উঠাইল, কাহার জরিমানা, কাহার বেত্রাঘাত. এইরূপে বেলা একটার পর ক্ষেত্রনাথ ও চূড়ামণিকে সামনে হাজির করিলে ইনটেরপ্রেটর (Interpreter) জিজ্ঞাসা করিল "আসামি হাজির।" অমনি সন্ন্যাসি কোলু সামনে গিয়া সেলাম করিয়া বলিল, 'হাজির হুজুর।" মাজিস্ট্রেট বাঙ্গালা না জানাতে প্রায় কথা কন না। মামলা মকদ্দমা সুতরাং সকলই ইনটরপ্রেটরে করে। বরং কলিকাতা ভাল, মফঃস্বলে কোন ২ মাজিস্ট্রেট সাহেবদের রামরাজত্ব। তাহারা চেয়ারে পা তুলিয়া চুরুট খাইতে ২ খবরের কাগজ পড়েন ও মাঝে ২ জিজ্ঞাসা করেন "আব কেয়া হোতা হ্যায়" ইস্তোর অঞ্চলে কোন বাঙ্গালি ডিপুটি মাজেস্ট্রেট সাহেব কাছারি করিতেছেন; চারিদিকে আমলা পেস্কারে পরিপূর্ণ, সেরেস্তাদার ফয়সলা পড়িতেছে, সাহেব চুরোট খাইতে ২ খবরের কাগজ ও হোম লেটর (Home letter) পড়িতেছেন ও মধ্যে ২ আচ্ছা বলিয়া আসর সরগরম করিতেছেন; পেয়াঁদারা এক ২ বার হুঙ্কার দিয়া চুপ ২ করিতেছে। এমন সময়ে এক বরকন্দাজ একটা ইঁদুর ধরিয়া সাহেবের নিকট আসিয়া বলিল, খোদাবন্দ্ এক চুয়া পকড়া গিয়া হায়, ইননে বরাবর আদালতকা কাগজ ওগজ খানে খারাপ কিয়া! সাহেব না দেখিয়া হুকুম দিলেন বহুত আচ্ছা, "ছয় মাহিনা ফটক দেও" আর বোলো এসা কাম মত করে, বরকন্দাজ বলিল, খোদাবন্দ এ বড়া তাজিব কা বাত হায়, এতো চোট্টা নেই, এ চুয়া হেয়, সো এনকো হাম কিসতরে ফটক দেঙ্গে॥ সাহেব

রাগান্বিত হইয়া বলিল "সুয়ার! এ বাত হামকো পহেলা কাহে নেই বোলা? যাও, বে কশুর খালাস, আর তোমারা দশ রূপেয়া জরিমানা।"

অনন্তর ক্ষেত্তরের ও চূড়ামণির কেস উঠিলে সন্ন্যাসি কোলু এজেহার দিল, সে চূড়ামণির পরামর্শে ক্ষেত্র তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তজ্জন্য সেই সতীলক্ষ্মী অন্নাভাবে মারা যাইতেছে। সাহেব বিচার করিয়া ক্ষেত্তরের আয় ব্যয় বিবেচনা না করিয়া তাহাকে মাসিক দশ টাকা খোরাকি আদালতে জমা করিয়া দিতে হুকুম দিলেন।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়! এ কি বিচার? এ আমার এমন যো নাই যে, পিতা-মাতাকে অন্ন দি, এখন উপায় কি? এ যে গোদের উপর বিষ ফোড়া?

চূড়ামণি। সকলি গৌরের ইচ্ছা, এখন তুমি আপনার পথ দেখ আর কি? কলকেতার জল বাতাস তোমার সইলো না, তুমি পাড়া গাঁ অঞ্চলে পালাও!

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়! তুমি একটা ভূষণ্ডী, অথচ তোমার গায়ে আঁচড় পড়ে না, আমি জন্মাবধি কখন কাহার মন্দ করি নাই, কিন্তু কি পোড়া কপাল! আমার একদিনও মুখে গেল না? ভগবানের নাম আমি দুসন্ধ্যে করি, বোধ করি, তাই বিধাতা আমার জন্য সকল ক্লেশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই তো আরম্ভ, না জানি আরো কত আছে! আমার এক একবার ইচ্ছা হয় আত্মঘাতী হই। পিতা মাতা বাল্যকালাবধি আশা করিয়াছেন যে তাহারা মলে আমি এক ২ গণ্ডুষ জল দিব, সে আশা বুঝি এতদিনের পর নৈরাশ হলো। শুনেছি সকল পাপের পরিত্রাণ আছে, আমার কি পাপের পরিত্রাণ নাই? হা ভগবান! আমি অসীম দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন, আমি চিরকাল তোমারই।

চূড়ামণি। ক্ষেত্র। আর ভাবিসনে? ভাবলে কি হবে বল? আমি যদি ভাবি তাহলে ভাবনার সমুদ্রে পড়ি, তার আর কুল কিনারা নাই; ওসব কি পুরুষের কাজ? যতদিন বেঁচে থাকিস মজা কর, আর হেসে খেলে নে।

ক্ষেত্র। সব সত্যি বটে, কিন্তু মনে সুখ না থাকিলে কিছু ভাল লাগে না।

৩. 'অবাক্ কলি পাপে ভরা'

"অবাক্ কলি পাপে ভরা,"
চরিত্র শোধন যদি আগে নাহি হয়।
যেখানে যাইবে দোষ সহ তার রয়।
অবাক্ হয়েছে লোকে পাপে ভরা ধরা।
সবার উচিত তাহা সংশোধন করা॥

পামর বাবু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বারাণসী পৌঁছিলেন, এবং কিছু দিবস ঐখানে বাস করাতে কুমার শশীনাথের সহিত প্রণয় হইল। কুমার বাহাদুর রাজা ফটিকচাঁদের পুত্র, নিবাস দক্ষিণ, লেখা পড়া কলিকাতায় শিক্ষা হওয়াতে, ইংরাজি ভিন্ন বাঙালা বড় ভাল কহিতে পারেন না। কুমারের বাপের তালুক আছে, সরকারি মালগুজারী বাদে, প্রায় কম বেস ১৬।০ মাসিক আয়, এবং ইহার মধ্যে বাপ পোয়ের একরকম দিনপাত হয়। অবশেষে হাতচিঠি কাটা! এ এক কলিকাতার নুকোচুরি।

শেলাইপাড়া নিবাসী রামলাল আষ মহাশয় বরাবর দালালি করিতেন, কিন্তু চিনেবাজারে তাঁহার নীলেখেলা সম্বরণ হওয়াতে তাঁহাকে সরতে হইল। রামলাল তাহার পর যাত্রার অধিকারী গিরী ও অন্যান্য দালালি করিয়া, বাবু ভেয়ের মন যুগিয়ে বেস দশ টাকা রোজগার করিতেন, পরে কুমার শশীনাথ যৎকালীন কলিকাতায় ইংরাজী পড়িতে আসিয়াছিলেন, তখন রামলালকে তিনি Aidde camp পদে নিযুক্ত করিয়া মাসিক বেতন ১।০ তেল কাট, আর খোরাক পোষাক বরাদ্দ করিয়া দেওয়াতে রামলাল ইয়ারকির মৌতাতে তাহাই একসেপ্‌ট Accept করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ও চূড়ামণি আর কাপ্তেন না পাইয়া বারাণসীতে কুমার শশীনাথের শরণাগত হইয়া পড়িলেন। শশীনাথের এই চতুর্বর্গীয় সভা সুতরাং বড় গুলজার হইল, আর ইমিটেসন্‌ Imitation বাবুগিরি এক রকম বেস চলিতে লাগিল। পামর বাবুর পূর্ব্ব পরিচয় ইহারদের নিকট বিশেষ অবগত হইলেন। একদা শশীনাথ Full ফুল মজলিসে বসে আছেন, এমত সময়ে পামরবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

শশীনাথ। Good Morning, how are you today? আমি তোমাকে Expect করিতেছিলাম, তুমি এতক্ষণ আসো নাই কেন? Consider my house যেন তোমার During your stay here.

পামর।—মহাশয় আমি এখানে অধিক দিবস থাকিব না, না হইলে আপনার বাটীতে থাকিতাম।

শশীনাথ। oh indeed! But you must spend a day or two with me, বুঝলে কিনা what say you রাম?

রাম। তার কি আর কথা আছে, আর না থাক্‌বার কারণ কি?

পামর। মহাশয় যদি কোন ধর্ম্ম বিষয় বা অন্য কোন আলোচনা করেন, যাহাতে মনের ও জীব আত্মার আহার পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি যে কয়

দিবস এখানে থাকি, আপনার বাটীতে নিয়ত হাজির থাকিব। এতে আমার নুকোচুরি কিছু মাত্র নাই ?

শশীনাথ। oh indeed। তোমার তো আহার পাইলেই···হলো, why did you not say that ? রাম! tell some body to bring some glasses, আর এক বোতল ব্রাণ্ডি, আর কিছু ভাজা ভূজি ?

রাম। ওরে শ্রীনাথ! শ্রীনাথ!

শ্রীনাথ! আজ্ঞে!

রাম। ব্রাণ্ডি, গ্ল্যাস, টল্যাস গুলো নিয়ে আয়না, ব্যাটা ডাক্‌লে বুঝতে পারিস নে ?

শ্রীনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ! বুঝতে অনেক কাল পেরেছি! (স্বগত) এসব চোরা গোপ্তান বইতো না, বাবুদের এদিকে ঢাল সমুর হচ্ছে, আবার ওদিকে হিন্দু সমাজে গিয়া সনাতন ধর্ম্ম যাতে বজায় থাকে তারও উপায় কচ্ছেন, বলিহারি যাই !!!

রাম। মহাশয়! আপনার বাটীর চাকররা বড় চিট্ নয়, ব্যাটারা ইসারা বুঝতে পারে না—চাকর যদি বল্লেন, তো আমাদের নীলমাধব বাবুর চাকর—ব্যাটা; মহাশয়! হাঁ কল্লে পেটের কথা বোঝে, আর ইসারায় সকল কর্ম্ম করিতে পারে।

শ্রীনাথ !—উঃ বাবুর মন আর পাওয়া যায় না; মুহুর্মুহু তামাক আর তাই দিচ্চি, তবু আর মন উঠে না বলিয়া গ্ল্যাস ও ব্রাণ্ডি আনিয়া দিল।

শশীনাথ। Now my friend, here you are, তোমরা আপনা আপনি help কর কোন ceremony করো না।

পামর। মহাশয় আমি আর একায় করি না, নচেৎ খাইতাম।

শশীনাথ! কেন বল দেখি ? there is no harm' in taking খুব অল্প quantity as medicinally।

পামর।—আমায় ক্ষমা করুন, আমার এখন প্রয়োজন হচ্চে না। আমি আগে অনেক খাইয়াছি কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না, এবং এতে মজাও পাইনে। আমি কলিকাতার নুকোচুরি অনেক দেখেছি আর সকলি কিছু কিছু বুঝি !

রাম। পামর বাবু! কলিকাতা কতদিন ছাড়িয়াছেন এবং সেখানকার নতুন খবর টবর কিছু কিছু বলুন না শুনা যাক্।

পামর। আমি প্রায় মাসাবধি কলিকাতা ছাড়া, এবং কোন নূতন সংবাদ

নাই। কলিকাতা যেমন তেম্‌নি আছে, চোহেল, মজা ও আমোদের চূড়ান্ত হচ্ছে! নুতন নুতন বহি লেখা হচ্ছে, নুতন নূতন বাবু হচ্ছে, সহর রই ২ কচ্ছে, আর কত উন পাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা নূতন নূতন সভা স্থাপন কচ্ছে, আর কত বল্‌বো? কলিকাতার নুকোচুরি তা হদ্দ!

শশীনাথ। oh indeed! but you must tell me who is this হঠাৎ বাবু?

পামর। একটি তো নয়, যে বিশেষ করিয়া বলিব, মহাশয় খুঁজতে গেলে শত্রু মুখে ছাই দিয়ে অনেকগুলি আছেন, আর নম্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে নুকোচুরিতেই মাথা খেলে।

শশীনাথ। Oh indeed! but let us hear of some of them বুঝলে কিনা! আমার কাছে আর নুকোচুরি কাজ কি?

পামর। আমি গুটি কতক বলি শুনুন, গুরুদাস গুঁই আজকাল ওয়েলর ঘোড়া চড়িয়া সহর কাঁপাচ্ছে, Thief garden হ'ষ্ট্রীটের মৃত্যুঞ্জয় ও দুঃখিনাথ জুড়ি বেঁধে খুব ইয়ারকি করছে, এরা গয়ায় মটও একটি দিয়ে বাপের নাম রেখেছে। একটি একটি বাবুর গুণের কথা বলতে গেলে কাগচ পুরে যায়। মহাশয় ছোঁড়ারা হাড় ভাজা ভাজা করেছে আর এদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তো কলিকাতার নুকোচুরি ধরা পড়ে না, তাই বল্লেম!

কাশীনাথ! Oh indeed! but how are the old folks getting on? I mean বুড়ো বেটারা, বুঝলে কিনা?

পামর/ বুড়োরা কিছু ক্ষান্ত আছে। জীবন বাজারের ছোঁড়ারা প্রায় পেঁচার মত কুপোকাত হয়েছে, প্যাঁচার এখন চুপচাপ, আর মুখে কথা সরে না, মহাশয় পৃথিবী একটু জুড়িয়েছে! পেঁচার যখন বোল বোলা ছিল তখন রাত্রকাল, কিন্তু এখন প্রভাত হওয়াতে আর তার কথা বড় শুনা যায় না! বোধহয় তাহার নীলেখেলাও একরকম ভোর হয়েছে।

শশীনাথ। Oh indeed! but how is the rising class getting on আর education কেমন হচ্ছে?

পামর। লেখাপড়ার চর্চ্চা বড় ভাল দেগিতে পাইনা, খান কতক যে বই ছাপা হইতেছে তাহাতে বিদ্যার লেশমাত্র কিছু নাই, কেবল true copy। "পশুদিগের প্রতি ব্যবহার" খানিতে বরং কিছু originality আছে, অন্যান্য পুস্তক সকল বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়িয়া লেখা যায়। আবার আজকাল

অনেক school boy নাটক লিখছেন। মহাশয় এই জ্বালায় নাটকের আর আদর নাই, লোকেও পড়েনা, ঠিক যেমন মিসনরির বাইবেল ছাপানো গোছ হয়ে দাঁড়িয়েছে, রোজ রোজ ঝোড়া ঝোড়া ছাপা হচ্চে অথচ কেউ পাতা উল্টায় না, আর তাতে রসও নাই কসও নাই! আর না টক, না মিটে, কাক্লেকুকে বাবু, পণ্ডিত হবে! অগ্রেই বলা হয়েছে যে কলিকাতায় ঢের নুকোচুরি আছে, তা মহাশয়! লেখকদের মধ্যেও কিছু কমি নাই, ধরতে গেলে সকলিই নুকোচুরি।

চূড়ামণি। ভাল, পামরবাবু আপনি তো আমাদের আগে এসেছেন, এখন বলুন দেখি বারাণসী কেমম দেখলেন।

পামর। গঙ্গার উপর হইতে বারাণসী দেখলে বোধহয়, বিধাতা চিত্রপটে চিত্র করিয়া কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সহরটি এমনি সুন্দর যে দেখলে মন পুলকিত হয়। মহাশয় আকাশ যদি কাগজ ও সুমেরু যদি কলম আর গণেশ যদি লেখক হয়, তবে কাশীর মনোহর দৃশ্য সকল বর্ণনা করা যায়। কাশীতে, নুকোচুরিও ঢের আছে।

চূড়ামণি। কাশী আমাদের তীর্থস্থান, এখানে আর নুকোচুরি কি আছে? মহাশয় দুদিন আসিয়া কাশীর কি বা দেখলেন, তা নুকোচুরি ধরবেন? এতো আর কলকেতা নয় যে, যা বলবেন তাই সাজবে?

পামর। বটে হে বটে! আমি দুদিনে যা দেখেছি তাইতে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে আর আমার থাকতেও ইচ্ছা হয় না!

চূড়ামণি। কেন মহাশয়! কি দেখলেন, বলুন না, কাশীর মাহাত্ম্যটা কিছু শোনা যাক।

পামর। কাশীতে আছে কি তা বলবো? স্থানটা অতি মনোরম্য, জল বাতাস বড় মন্দ নয়, বাকি সব ফক্কা! রাঁড়, ষাঁড়, ঘাট এই তিনটি নিয়ে কাশী! আর যে সকল কদর্য্য কর্ম্ম এখানে হচ্ছে; বোধ হয় সহদেবও এখানে না থাকলেও থাকতে পারেন।

কাশীনাথ। Oh indeed! but I tell what you can do, have a peg আর ঢেঁকির কচকচি করো না, কাশী ভাল কি মন্দ তা আমাদের কি?

পামর। কাশীর প্রতি পূর্ব্বেকার আর সে ভাব নাই, ভক্তিও নাই! এখন কাশীতে মলে শিব হয় না, এখানকার লোকদের দুশ্চরিত্র ও কুপ্রবৃত্তি যে রকম তা বোধহয় যে আমাদের কলিকাতা ভাল! আমাদের এখানে দিন

কতকের জন্য আসা বইতো না, ভাগ্যিস রেল হয়েছিল, না হলে তাও হতো না, আর নুকোচুরিও দেখতে পেতেম না।

চূড়ামণি। এতই যদি ঘৃণা তবে এলেন কেন? এগুলি কেবল গ্রহের কর্ম্ম বৈ তো নয়। দেখুন দিব্বি সুখে কলিকাতায় ছিলেন, ও পাঁচজনকে প্রতিপালন করিতেছিলেন, তারপর কি যে কুমতি হলো তা বলতে পারিনে, অদেষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে? না হলে আমাদের বা এত ক্লেশ হবে কেন? এসব নুকোচুরি বৈ তো না!

পামর। চূড়ামণি। আপনাকে তো সবিশেষ বলিয়াছি, আর বারম্বার ও কথা কেন? আমার বড় সাধ ছিল, যে কাশী দেখে আমার এ তাপিত প্রাণকে শীতল করবো, সে আশা এখন সফল হইয়াছে, এখন মানস করিয়াছি পুনরায় শীঘ্র কলিকাতা যাইব।

চূড়ামণি। আঃ এমন কি হবে! চলুন ২ শীঘ্র যাওয়া যাক, বলতে কি! আমার এখানে একদণ্ড মন টেঁকে না, "শুভস্য শীঘ্রং" আর দেরি করা বিধি নয়।

পামর। চূড়ামণি মহাশয়! আমি আর সে লোক নাই, আমার আহার ব্যবহার সকলি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমার কেবল এ লক্ষ্য আছে তাই কায়মনোচিত্তে যত্ন করিতেছি! বলুন দেখি এই গানটি কেমন হইয়াছে।

রাগিণী—জঙ্গলা খেম্‌টা। তাল আড়খেমটা।

পেলে সেই রতনে। তাঁরে রাখি হৃদ পদ্মাসনে।
তাঁকে সদা প্রয়োজন, তিনি সবার প্রিয়জন॥
কাম মোক্ষ ধর্ম্ম ধন, দিয়ে তোষেণ,
প্রিয় জ্ঞানে তিনি তোষেণ দীনজনে॥

চূড়ামণি। মহাশয়ের এমন রচনাশক্তি আগে ছিল না? বলতে কি গানটী উত্তম হইয়াছে।

পামর। সাধলেই সিদ্ধ হয়! তুমি যদি আলোচনা কর তো তোমারও হবে। মনকে যে দিকে লইয়া যাবে. সেই দিকে যাবে। যদি সুপথে যাও, তো মনের সুমতি হবে, আর কুপথে যাও তো কুমতি হবে, আর নুকোচুরি করলেই মন্দ। শুনুন দিকি আর একটি গাই।

রাগিণী—জয় জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

ভাই কি মনে করে বসে আছ বিরলে রে মন।
নয়ন মুদিত করে তাঁকে দেখিবে স্বপন॥

পাপ দোষ পরিহর, সাধ তাঁরে নিরন্তর,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর—যদি পাবে দরশন।
দারা সুত বন্ধুগণে, বিষয়াদি বিসর্জ্জনে,
ভাবে তাঁরে এক মনে, তবে হইবে চিত্ত শোধন।
পরম পরমেশং, অমৃতানন্দ রূপং, হৃদে কর শরণং,
কালের যন্ত্রণা আর হবে না কখন॥

শশীনাথ। oh indeed! কিন্তু তুমি বেশ improvement করেছ তো "বায়ুণাং বিচিত্র গতি"।

চূড়ামণি। তাইতো গা। পামরবাবু যে একজন কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে হয়ে পড়লেন, ইনি যে বর্ণচোরা আঁব, একে চেনা ভার, বাবা ঐ পেটে এত নুকোচুরি ছিল !!!

পামর। বাবু পণ্ডিত হবে তো আমি বাকি থাকি কেন! সে যাহা হউক আমার এতই কি দেখলে যে তোমার চোক টাটাচ্ছে, এখন বিদায় হই।

শশীনাথ। oh indeed! but have something এক গ্ল্যাস খাও? সুদু মুখে খাওয়াটা ভাল হয় না।

পামর। মহাশয়। আমাকে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা কেন বলছেন, আর কি অন্য কিছু নাই যে আমাকে দেন? একটা পান দিননা কেন, তা হইলেই তো হলো?

চূড়ামণি। বাবা! দুদের স্বাদ কি ঘোলে মিটে! আর জ্বালান কেন! পথে আসুন, না হলে আমিই বা আপনার সঙ্গে গিয়া কি করবো?

পামর। ইদানী কি প্রথা হইয়াছে তাহা কিছুই বল্‌তে পারি না, ভদ্রলোকের কাছে গেলেই আগেকার মতন পান তামাক দেয়না। এখন কেবল ব্রাণ্ডি। স্থান বিশেষে কাঁচের গ্ল্যাস না চল্লেত, রূপোর গ্ল্যাস বেরোয়, এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়। মদেই আমাদের দেশ ছারখার কল্লে, তা আমি বলেই বা কি করবো? রাজা মনে না কল্লে আর অন্য উপায় নাই। কালেকৃক যে কতই হবে তা বলতে পারিনে। নুকোচুরি করেই আমাদের দেশটা হয়রান পেরেসান হয়ে গেল?

শশীনাথ। oh indeed! is that your opinion? তুমি ছেলে মানুষ; জাননা যে মদে কত মজা? what I am offering you ওতো মদ নয়? ও Mother's milk.

চূড়ামণি। বাবা! তার আর কথা আছে? মদকে শোধন করে খেলে

কি হয় তা জান—"সুধা," এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেলো কে ? ইচ্ছা করে তার বালাই লয়ে মরি !

পামর। মদেই সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা দেখে শুনেও ছোট বড় অনেকেই খাচ্চে। মজা ক্ষণিক, দুঃখ অধিক, ইহার গুণ কিছু নাই ; অপকার সমুদয়, নুকোচুরি ঢের !

শশীনাথ। oh indeed ! থাম থাম, you are going too fast. মদে যে কি মজা হয়, তা যারা খায় তারাই জানে। মন প্রফুল্ল করে, Mind enlarge করে, Ideas নতুন নতুন হয়, ভাব নানা প্রকার আসে ও ভক্তির উদয় হয় ! প্রেম গদ গদ করে, নুকোচুরি কিছু থাকে না, প্রাণ খুলে যায়। মদ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার কিছু মাত্র থাকে না এ জিনিস যারা খেয়েছে—তারা বুঝেছে অন্যে কি বুঝ্‌বে ?

পামর। মহাশয়। মদে নানা প্রকার কুমতি উদয় হয় মদেতে রিপু প্রবল করে, পরস্ত্রী ও পরের দ্রব্য হরণ এবং প্রাণী হত্যা হয় এমন জিনিষ খাবার কি ফল ? এ দিল্লীর লাড্ডু যারা খেয়েছে তারা পস্তাচ্চে যারা না খেয়েছে তারাও পস্তাচ্চে ! আর আমার সময় নাই, এখন আসি।

চূড়ামণি। বাবা। যদি একটু খেয়ে দেখ্‌তে তো টের পেতে ! এতে পুত্রশোক নিবারণ হয়, এ জিনিস কি ছাড়তে আছে ?

শশীনাথ। oh indeed ! you are going ? Good bye. আবার দেখা হবে তো ?

পামর। মহাশয় আমি আগত কল্য কলিকাতা যাইব, এখন চল্লেম Fare-well.

শশীনাথ। oh indeed ! but I am also going down to Calcutta in a day or two. বোধ হয় তোমার সঙ্গে একত্রেই যাব However you will hear from me, goodbye for the present.

চূড়ামণি। দেখলেন মহাশয় ? আমাদের পামরবাবু কেমন সুধরে গ্যাচেন ! কেমন ! রামবাবু কি বলেন ?

রাম। আরে রেখে দাও, ও ব্যাটা বেল্লিক, কেবল মদের নিন্দে করে গ্যালো, ব্যাটা নিজে একটা ভূষণ্ডী, যেন কিছুই জানে না, ন্যাকা, এখন পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে। আমি অমন সব লোকের স্বর্গেও যেতে চাইনে ! কি বল ক্ষেতু ঠাকুর ?

ক্ষেত্রনাথ। আরে ভাই আপনার দুঃখ ধান্দাতে মরে যাচ্ছি তা আর কি

বলবো বল ? শুন্‌ছি সব, কিন্তু মন ভাল নহে কাজে কাজে দুটো একটা জবাব দিতে পাল্লুম না। ব্যাটার সঙ্গে কথা কহিতেও ইচ্ছা করে না, আমার ইহকাল পরকাল দু'কাল খেয়ে ; এখন আপনার মঙ্গল চেষ্টায় আছে—ওর কি ভাল হবে ? ব্যাটার অন্ত পাওয়া ভার—সব ভিট্‌কিলেমি—আর সব নুকোচুরি !

৪. আবদারে ছেলে বানে ভরা

আবদারে ছেলে বানে ভরা।
বুঝিয়ে যে নাহি চলে পরে দুঃখ পায়।
সবার উচিত বুঝে চলা এ বিধায়।
আয়ের অধিক ব্যয় করে যেইজন।
অবশ্য হইবে নিঃস্ব জানিবে সেজন।

উচিতচাঁদ পাল একলা মায়ের এক ছেলে, আবদারেবাবু বলে বিখ্যাত ছিলেন। আবদারে বাবুর কলিকাতায় টিঃ স্থলে নিবাস, উপাধি (বি, টি,) B. T. ; গুরুমারা বিদ্যা হতেই সরস্বতীকে ফারখত লিখে দিলেন। একটু মাথা ঝাড়া না দিতে দিতেই এঁচোড়ে পেকে ইয়ার হয়ে পোড়লেন, ক্রমে ২ দুটি দশটা বাপে তাড়ান, মায়ে খেদান, এডিক্যাম্প এসে জুটলো। প্রথমতঃ একটা ক্লব স্থাপিত হোলো, তারপর সমাজ, সমাজের পত্রিকা হতেই আর বিয়ারিং পোষ্টে চললো না, টাকার দরকার হোলো। আবদারে বাবু নাবালক পিতৃহীন, হাতে বিষয় পড়েনি, মরণ বাঁচন এক্‌জিকিউটারের হাতে, টাকার জন্য সহজেই মায়ের উপর ভারি তম্বি আরম্ভ কোল্লেন আজ দশ টাকা কুড়ি টাকা দাও, এমনি হতে হতেই টাকা ও আবদার দুই বেড়ে উঠলো—আজ আমাকে ২০০ টাকা না দিলে গলায় ছুরি দিয়ে মোরবো। মায়ের প্রাণ ! কেমন করে সইবে ? মেয়ে মানুষের যে বিদ্যা থাকলে অতিশয় বুদ্ধিমতী হয়, তা তাঁর ছিল ; কিন্তু আবদারে ছেলে আবদার কোল্লে আর ততটা বিবেচনা কোত্তেন না, সহজেই টাকা বার কোরে দিতেন। ক্রমে ক্রমে আবদার বেড়ে উট্‌লো। কোনদিন ভোঁতা জাঁতিখানা নিয়েই বজ্জাতি কোরে বলে "গলায় দিলেম"। প্রতি দিনেই এক একটা নূতন নূতন আবদার বেরুতে লাগলো। সেই সময়ে আবার অভিনয়ের আমোদ বেড়ে উট্‌লো কতকগুলো বায়ুণের গোচ ছেলে এসে জুটলো, নাটক না হতে হতেই সূত্রমুখে চরস সূত্রধর হয়ে দেখা দিলেন, দুদিন চাদ্দিন পরে তাহা ভাল বিবেচনা না হতে গাঁজাকে তৎপদে নিয়োগ

কোল্লেন। ফলে চরসকেও চটালেন না। দুইই চোলতে লাগলো। আবদারে বাবু চরসের নাম রাবণ আর গাঁজার নাম রাম রাখলেন। যখন যে বিষয়ের ইচ্ছে হোতো, রামকে কি রাবণকে ডাক বোল্লে অমনি এডিক্যাম্প বাবুরা চরস কি গাঁজা সেজে তয়েরি কোত্তো। শেষে রঙ্গভূমিতে সুরা রূপা নটী দেখা দিলেন, তাঁর ভাব ভঙ্গিতে আবদারে বাবু মোহিত হোয়ে গেলেন। সুরার অভিনয়ে কত আমির ওমরা, রাজা রাজড়ার দফা নিকেশ হয়েচে! আবদারে বাবুর তখন রিক্ত হস্ত, মার কাছ থেকে আবদার কোরে যা নিতেন, তাতে আর আমোদের চূড়ান্ত হোতো না। প্রথমতঃ আমাদের ইহুদী আতরওয়ালাকে ফোরটি এইট পারশেণ্টে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার কোরে রকমারি নিয়ে আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সেই সময়ে আবদারে বাবুর দলটা খুব বেড়ে উট্‌লো। যেখানে বিয়ারিং পোষ্টে মদ চলে, অনেকেই পায়ের ধুলো দিয়ে বাবুর অনুগত হয়ে থাকে॥ দিন ২ যত রকম রকম লোক যুটছে, আবদারে বাবুর ওদিকে খরচও তত বেড়ে উটচে। বড় মানুষের ছেলে বোলে মনে একটা খুব সাহস ছিল, যে বয়েস প্রাপ্ত হলেই বিষয় পাবেন। শতকরা কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা, চল্লিশ টাকা, হতে হতে হনড্রেট পারশেণ্ট এমনি কোরে সুদ লিখে টাকা ধার কোরে আমোদ কোত্তে লাগলেন, মধ্যে ২ দুএকদিন ছট্‌কে পড়ে অবিদ্যাদেরও আনতে লাগলেন। আমোদের সীমা ছিল না। ক্রমে বাবু এমন তৈয়ারি হয়ে উট্‌লেন যে, যার বাড়িতে যেতেন, তার বাস্তুর মাথা কেঁপে উটতো আর থরহরি কম্প লাগিয়ে দিতেন। একদিন আবদারে বাবু কোন লোকের বাড়ীতে এসে এমনি বেল্‌কোমো আরম্ভ করেছিলেন, যে বাড়ী সুদ্ধ লোক তিতিবিরক্ত হয়ে গ্যালো, আর সে কিছুতে না পেরে রাগে, দুঃখে, আর কথায় বলে "বোবার শত্রু নাই" বিবেচনা কোরে মান কোরে বোসলো। বাবুর তো কোন বিষয়ে কমী ছিল না, অমনি চূড়ো ধরা পরে কৃষ্ণ সেজে "অপরাধ ক্ষমা কর শ্রীমতী রাধে" "রাধে ধৈর্য্যং", "প্যারি ধৈর্য্যং" বোলে বদন অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা যুড়ে দিলেন। কোনদিন কোথাও রামযাত্রার হনুমান সেজেই নৃত্য কোচ্চেন। তবে গুণের মধ্যে এই, একটু ওর মধ্যে নুকোচুরি ছিল।

কিছুদিন পরেই হ্যাণ্ডনোটগুলির ডিউ ক্রমে ২ ওভার হয়ে এলো। কেহ চিটীর দ্বারা, কেহ উকীলের দ্বারা তাগাদা কোচ্চে। বাবুর সে সময়টা আজও যেমন কালও তেমন, প্রথমতঃ কাহার নিকট চিত হস্ত না করিলে আর উপড় হাত করবার ক্ষমতা ছিল না। আবদারে বাবু কাকেও হ্যাণ্ডনোট রিনিউ

কোরে থামলেন, কারেও হাঁটা হাঁটী করিয়ে ভাঁড়াতে লাগলেন। দিন কতক পরেই নিমন্ত্রণের পত্র বেরুলো, কাহার একশ পাটি ডিক্রী হোলো কাহারো কেস আবদারে বাবু ডিফেণ্ড কোল্লেন, ফলে ডিক্রী হোলো। গা ছোঁবার ব্যাপার হতেই, মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে বোল্লেন মা! আমি কি লাল কড়িকাট গুণবো সেই হোলেই কি ভাল হয়? আবদারে বাবুর মা এক্‌জিকিউটরকে বোলে ক'টা বিষয় থামিয়ে দিলেন। তখন একরকম বুক বেঁধে গ্যালো, আর পূর্ব্বাবধিই বোলে আসা হোচ্চে, যে বড় মানুষের ছেলে, বাপের বিষয় থাকৃতে কে আর শ্রীঘরে যায়? মাঝে মাঝে প্রায় টাকা ধার কোরে এক একবার ঐ রকমে পরিশোধ করেন। কিছুদিন পরেই বয়েস প্রাপ্ত হোলো। বাপের বিষয় পেতে আর ধুমধামের পরিসীমা ছিলনা। যখন যা মনে আসে তাই করেন। কখন হোটেলের খানা আনিয়ে আমোদ আহ্লাদ কচ্চেন, কখন তেলেভাজা ফুলরি বেগ্‌নির সহ রকমারি নিয়ে ইয়ারকি দিচ্চেন।

আজ স্যাম্‌পেন ঢালোয়া—কাল ব্রাণ্ডির মোচ্ছব পরশু পাঁচরকম মদ দিয়ে পঞ্চ কচ্চেন। যদি নেসা না হলে কখন বা মদের সঙ্গে লডেনম্‌, ও মরফিয়া মিশাচ্চেন। পাঁচ ইয়ারির দল হলেই পাঁচ রকম লোক এসে যোটে। কোথাও ভট্‌চাজ্জির টিকি কেটে সন্দেশের সঙ্গে ফ্যান্সি বিষকুট দিয়ে খাওয়াচ্চেন। কোথায় কাহাকে ডাবের জলে এমিটিক দিয়ে খাওয়াচ্চেন। কোথায় কেহ নেশায় অচেতন হয়ে পোড়ে আছে। কোথায় কেহ হাত পা আছড়াচ্চে, কোথাও কেহ গড়াগড়ি দিচ্চে, কোথাও কেহ বমি, কোচ্চে, কোথাও কেহ দুটো হাত তুলে ইংরাজী লেক্‌চার দিচ্চে, কোথাও কেহ বাঙ্গালায় বক্তৃতা কোচ্ছে। আবদারে বাবুর চকড়রাও আমোদ আহ্লাদের পরিসীমা ছিলনা। কখন কেহ ছাতারে নাচ নাচ্চে, কখন কেহ হাঁড়ি চাঁচা হোচ্চে, কখন কেহ কালামুখো প্যাঁচা হয়ে বসেচে, আবার কখন ব্রাহ্ম হয়ে সকল ধর্মে জলাঞ্জলি দিচ্চেন, কখন বা দোল দুর্গোৎসবে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন। কখন বা সত্যবতীর সুত হয়ে বোস্‌চেন। কোন বিষয়ের কর্ম্মী ছিল না, কমের মধ্যে কেবল বুঝে চলেননি। বুঝে না চলা যে কত মজা তা যারা ঠেকে শিখেচেন, তারাই ভাল বোল্‌তে পারেন। তবে যে ঠেকেও শিখে না, তাকে আর কি বোলবো? দ্বিপদ বিশিষ্ট নর পশু ভিন্ন আর কি বোলতে পারা যায়? আবদারে বাবুর আজ বড় দিন, কাল কালীঘাট, পরশু বাগান, এম্‌নি প্রতিদিন একটা না একটা কাণ্ড আছেই আছে। অনবরত আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় আরম্ভ কোত্তেই বাস্ত পুরুষের টনক নোড়ে উটলো,

কমলা কাঁপ্তে লাগলেন, হিতৈষী বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হোতে লাগলো, প্রিয়বাদিনী বণিতার পরিতাপের পরিসীমা ছিল না, জননী যেন মৃত্যু শয্যায় পোড়লেন। কলসির জল অতি অল্প পরিমাণে খরচ কোল্লেই শূন্য হয়, আবদারে বাবুর ক্রমে ২ ভিতর ভোয়া হতে লাগালো। পুনর্ব্বার হ্যাণ্ডনোট লিখতে আরম্ভ কোল্লেন; সে সময়ে ধারে হাতিটে পেলেও কিনে বসেন। শেষে আজ তালুকখানা, কাল ভাল বাড়িখানা পরশু ভদ্রাসন ও বাগান, এমনি কোরে ক্ষয় রোগের ন্যায় দিন ২ হ্রাস হোতে লাগলো। শেষে আপনি একটি কলির কাপের মতন মুরদ হলেন। নির্বিষ সাপের কুলোপোরা চক্রের ন্যায় কেবল ফোঁষ ফোষানিটা রইলো। পৃথিবীতে কত রকম লোক আছে তা বোলতে পারিনে। সহৃদয় মহোদয়ের মনোমধ্যে দুঃখের সীমা ছিল না। কতকগুলো লোক আহ্লাদে নেচে উটলো। আবদারে বাবু সর্ব্বস্বান্ত হয়েও ঋণ হইতে মুক্ত হতে পারেন নি। তখনও কতকগুলো ওয়ারেণ্টের ভয় ছিল। সহজেই গা ঢাকা দিয়ে দিনকতক লুকিয়ে রইলেন। তবে শকের প্রাণ, হাজার মনঃ মধ্যে দুঃখ হলেও আমোদটী থাকে; এজন্য দিনের বেলা কোটরে বাস কোত্তেন এবং রাত্রে প্যাঁচার মতন এক একবার বেরুতেন।

আবদারে বাবু মদ খেয়ে পক্ষীদলের সহিত কৌতুকামোদ কোরে ছাতারে, হাড়িচাঁচা, প্যাঁচা প্রভৃতি সাজতেন, কিন্তু সে সময়ে প্রকৃত প্যাঁচা হয়ে পোড়লেন না। লোকে কথায় বলে "মড়ার উপর খাড়ার ঘা" পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, লোক কতরকমেরই আছে। আর টাকার শোক বড় সহজ কথা নহে। এ কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়ে পড়ে গ্যালো, তাহাও এই স্থলে পাঠক মহোদয়দের বোলে যাই। লক্ষেশ্বরপুরে ডক্কেশ্বর ক্রোড়ফকা নামে এক ব্রাহ্মণের লক্ষ টাকার বিষয় ছিল, পত্নিপুত্রের পরলোকে ব্রাহ্মণ টাকার জন্যে দিব্বি সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত, অধিক কি বলিব সেই দেশে লক্ষহীরা নামে একটি অবিদ্যা বাস কোত্তো, তাহার বাটীর সম্মুখে একস্থলে ক্ষাণিকটে জল দাঁড়াত, যাবদীয় লোকে তাহাতে নাবিয়া গমন করিত, ব্রাহ্মণ টাকার হুপে তাহা লম্ফ দিয়া যাইত। সেই সময়ে অপর এক দেশে এক ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করিয়া বিপুল বিভব সঞ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু লোকালয়ে তাহাঁর দুর্নামের পরিসীমা ছিল না। দস্যু মনে ২ করিল যখন বিপুল বিষয়ের অধিপতি হইয়াছি, তবে এ দস্যুবৃত্তিতে আর কি প্রয়োজন আছে? যাহাতে লোকালয়ে মানসম্ভ্রম হয় এমত করি; কিন্তু এদেশ হইতে গমন না করিলে এ দুর্নাম হইতে পরিত্রাণ পাইব না। এমত বিবেচনা করিয়া দস্যু ঐ লক্ষেশ্বরপুরে

সন্ন্যাসির বেশে আসিয়া বাস করিল। তাহার সচ্চরিত্র ও ব্রহ্মনিষ্ঠায় যাবদীয় লোকে অত্যন্ত প্রিয় হইল। সেই সময়ে এই ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনে মানস করিয়া ভূপতিকে শোষক জ্ঞানে ও অপর লোকেদের অবিশ্বাসি ভাবিয়া আপনার বিষয়াদি একটা সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া ঐ সন্ন্যাসীর নিকট রাখিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিল। সন্ন্যাসি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে সহজে তাহার সে স্বভাব তো পরিবর্ত্তন হইতে পারে না? অপর একটি সেইরূপ সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলো আগোড়ম্ বাগোড়ম্ পুরে সেই স্থলে রাখিয়া ব্রাহ্মণের সিন্দুকটি আপনার ধন সামিল করিয়া বাজেয়াপ্ত করিল। কিয়দ্দিবস পরে ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সন্ন্যাসীর স্থাপিত সিন্দুকটি বাটীতে আনিয়া খুলিয়া দেখিল, যে যথোচিত বিশ্বাসঘাতকতা হইয়াছে। লিখিত পঠিত কিছুই নাই, ধন শোকে ব্রাহ্মণ দিন ২ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া হইয়া পড়িল। একদিন সেই লক্ষহীরার বাটীর সম্মুখের খানাটী পার হইবার কথা আর কি বলিব লম্ফ দেওয়া দূরে থাকুক, সেইটুকু চলিয়া যাইতেও ব্রাহ্মণের যথোচিত কষ্ট হইল। সেই সময়ে লক্ষহীরা আপন কিঙ্করীর সহিত ছাদে বসিয়া ছিল, ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া দাসীর দ্বারা তাকে ডাকাইয়া সমস্ত তদন্ত জানিয়া কহিল; আমি তোমার টাকা দেওয়াইয়া দিব। তৎপরে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে কোরে লয়ে একটু দূরে সন্ন্যাসির নজরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কহিল, মহাশয়! আমার নাম লক্ষহীরা, আমি বিপুল বিষয় সঞ্চয় করিয়াছি, আমার এক সহোদর ভাই ব্যতীত আর কেহই নাই। সে কএকমাস হইল নিরুদ্দেশ হয়ে গ্যাচে, আমি মনে কোরেচি তার অন্বেষণ কোরে আনবো, কিন্তু আমার বিষয়াদি মহাশয়ের নিকটে রাখিতেই বিশ্বাস হয় যেহেতু আপনার ধনস্পৃহা নাই।

সন্ন্যাসির তখন পূর্ব্ববৎ মনে হয়েচে, মনে মনে ভারি আনন্দ হইল। তৎপরে সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে করিল এতো এখনি আমার স্বভাব প্রকাশ কোরে ফেলবে, উহার সামান্য লক্ষ টাকা লয়েচি বৈতো না। লক্ষহীরার কত ক্রোর ক্রোর টাকার বিষয়! এই প্রকার চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিল ঠাকুর! তুমি যে তোমার বিষয়াদি আমার নিকট রেখে গ্যালে আর নিয়ে যাওনা কেন? এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার সেই সিন্দুক দিতে ব্রাহ্মণ তাহা মাথায় কোরে নৃত্য কোত্তে লাগলো। লক্ষহীরা সন্ন্যাসিকে কহিল, মহাশয়! এই ব্রাহ্মণ যে আমার ভাই? তবে আর মহাশয়ের নিকট টাকা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া লক্ষহীরাও নৃত্য করিতে

নাগিল। এই দেখে লক্ষহীরার দাসীও নেচে উট্‌লো। সন্ন্যাসীও দেখে ২ নৃত্য যুড়ে দিল। সেই সময়ে লক্ষহীরার দাসী কহিল—

হীরা নাচিতেছে কোরে পর উপকার।
ব্রাহ্মণ নাচিছে পেয়ে হারাধন তার॥
রঙ্গ দেখে আমি দাসী নাচিতেছি তাই।
সন্ন্যাসি গোঁসাই তুমি কেন নাচ ভাই॥

সন্ন্যাসী কহিল

কি কব সে কথা আর মাথামুণ্ড ছাই।
বেটী কি আক্কেল দিলে বলিহারি যাই॥

এই গল্পটীতে মেয়ে মানুষের চেয়ে আর কাহারো বুদ্ধি নাই; অসচ্চরিত্র লোকের স্বভাব শিগ্‌গির শোধরায় না; আর ধন শোকের চেয়ে লোকের কোন শোক নাই; এই উপদেশ পাওয়া যায়।

আমাদের আবদারে বাবু গা ঢাকা দিতে, (আর সে সময়ে তাঁর তা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না) পাওনাদারেরা টাকার শোকে ছট্‌ফট্‌ কোরে বেড়াতে লাগলো। টাকার যে কেমন শোক তা অনেকেই জানেন। অনর্থক একটা টাকা গেলে লক্ষপতিরও কিঞ্চিৎ দুঃখ হয়। লোকে আবদারে বাবুকে রাশি ২ টাকা ঢেলে দিয়েচে, কিন্তু এখন কি কোরবে তা আর ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চে না। কতদিকে কত গোয়েন্দা বেড়াচ্চে, উকিলের বাড়ী ক্রেডিটর্‌দের কমিটী হোচ্চে, কৌঁশুলির ওপিনিয়ন নিচ্চে কিন্তু ছেলে ভারি পাকা, গা ঢাকা যা দিয়েছিল, তা তখন কেহই গায়ে হাত দিতে পারেনি। রাত্তির দশটার পর কি রবিবারে আর ওয়ারেণ্টের ভয় থাকেনা, সেই সময়ে দিব্বি আমোদ আহ্লাদ কোরে আহ্লাদে গোপাল হয়ে বেড়াতেন। দিনকতক পরেই সেটা একটু ঢাকা পোড়তে আবার মুখ নেড়ে বেড়াতে লাগলেন। স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, মনে ২ সেই সকলই ছিল, তবে এদিক নাই বলেই যা বলুন। মুখের আস্ফালনটা আরো বেড়েছিল, যে কখন আবদারে বাবুর বাড়ি মাড়ায়নি তাঁর হাত তোলার বিষয়ে মহাপাতক বিবেচনা কোত্তো, এমন লোককেও ভিখারী ও তাঁর অনুগত বোলে আস্ফালন কোত্তেন। একদিন কোথা থেকে তিনজন লোকে বিবাহের পত্র হওয়াতে আবদারে বাবুর বাড়িতে তত্ত্ব এনেচে, বাবু আস্ফালন কোরে তিনজনকে তিনটে টাকা দিতে বোললেন। তখন আর তো সেকাল ছিল না, চাকর ব্যাটা সৃষ্টি খুঁজে শেষ কত কষ্টে ছয় আনা পয়সা এক দোকান থেকে হাওলাত করে দিয়ে বিদায় কোরেছিল এই অবধি রহিল।

আবদারে বাবুর অন্যান্য বিষয় যাহা বাকি রহিল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ হইবে।

পাঠক মহাশয়রা! আবদারে বাবুর বিষয়ে আমরা কাহাকেও লক্ষ করি নাই। এই বান্‌কে ছেলের গল্প ছলে, বুঝে চলার উপদেশ দিলাম; এবং তাহা সফল হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইহা পাঠ করিলে বোধ করি এক্ষণে অনেকেই বুঝে চোল্‌বেন, বুঝে চলাপেক্ষা আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে আমাদের তাহাই উদ্দেশ্য।

ব্রজবিলাস / ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রথম উল্লাস

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত॥
শুভক্ষণে তাঁরে মাতা ধরিলা উদরে।
নাহি দেখি নাম তাঁর ভুবন ভিতরে॥
যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায়॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন রতি পতি॥
রসিকের চূড়ামণি সর্ব্বগুণাকর।
সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়।
এ বিষয়ে কেহ নাহি তাঁহার সমান।
একমাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান॥
তাহার গুণের কিছু করিব বর্ণণ।
অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবণ॥

যদি আপনারা বলেন তুমি কে-হে বাপু; তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা কেন। তুমি বামন হয়ে, আকাশের চাঁদ ধরতে চাও। তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণনা করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন; যথার্থ কথা বলিতে গেলে আমি নিতান্ত যেমন তেমন একজন নই। আমার পরিচয় শুনিলে আপনারা চমকিয়া উঠিবেন সেই বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। “বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও; একথাটি বোধ হয় আপনারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু ঠাট্টা না ভাবিয়া, শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছি। আমাদের বংশ মর্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের আদি পুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার। তিনি, ত্রিলোক-বিজয়ী বলিরাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কি ফেসাৎ, কি কারখানা করিয়াছিলেন তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

বাপকা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া
কুছ না রহে তব্ ভি মোরা।

যদিও, যুগমাহাত্ম্যে, আদি পুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু

তো থাকিবে। তিনি একপদে সমস্ত আকাশ মণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন; আমরা কি, তাহার বংশের তিলক হইয়া আকাশ মণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পাড়িবনা। অবশ্য পাড়িব। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক আমি যাহাকে ধরিতে চাহিতেছি তিনি আকাশের চাঁদ নহেন নদিয়ার চাঁদ। নদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া আমার মতো বেহুদা বাহাদুরের পক্ষে নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

এক সময়ে চৈতন্যদেব, নদিয়ার চাঁদ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বোধহয় তাঁর রংটা বেশ ফর্সা ছিলো, তাই তাকে নদিয়ার চাঁদ বলিত। যথার্থ গুণ প্রকাশ অনুসারে বলিতে গেলে বিদ্যারত্ন খুড়ই নদীয়ার প্রকৃত চাঁদ। নদিয়ার চাঁদ অর্থাৎ নদিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর, রঘুনন্দন, প্রভৃতি নদিয়াকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন শ্রীমান বিদ্যারত্ন খুড় নিজগুণে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণে অধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন। বলিতে কি, খুড় যে এতবড় ভাগ্যধর হইবেন ইহা ক্ষণকালের জন্য আমাদের কাহারো খেয়ালে আইসে নাই।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবতারা জানেন না, মানুষেরা কেমন করিয়া জানিবে। ইতিপূর্বে বলিয়াছি, আমার পরিচয় শুনিলে আপনারা চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া, এ পর্যন্ত আত্ম পরিচয় দিতে পারি নাই। এজন্য যদিও আপনারা সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারুন, মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। বোধকরি পরিচয় দিতে বিলম্ব করা আর কোনও মতে উচিত হইতেছে না, যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমি কে? ও কি ধরনের জানোয়ার তাহা জানিবার জন্য আপনারা ছটফট্ করিতেছেন! যদি বলেন তবে পরিচয় দিতে এত বিলম্ব ও আড়ম্বর করিতেছ কেন? তাহার কারণ এই, পরিচয় দিলেই ভুর ভাঙিয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা চালাকি ও গোলমাল করিয়া যতক্ষণ আপনাদিগকে ফাঁকি দিতে পারি সেই লাভ, সেই বাহাদুরী, যদি বলেন, লোককে ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রের কর্ম। এবিষয়ে বক্তব্য এই আপনারা ভদ্র কাহাকে বলেন! তাহা আমি জানিনা। অভিধানে ভদ্র শব্দের যে অর্থ শিখিয়াছিলাম সে অর্থের ভদ্র শব্দে নির্দেশ করিতে পারা যায়, এরূপ লোক দেখিতে পাই না। তবে—

যদ্‌যদাচরাত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

ইতর লোকের ভদ্র লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিয়া থাকে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আমরা শ্রীমান নদিয়ার চাঁদ বিদ্যারত্ন খুড় প্রভৃতি একালের ভদ্র শব্দবাচ্য, মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে, চলিতে শিখিতেছি। কিছুকাল অভ্যাস করিলে হয়ত ব্যুৎপত্তি বলে তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়া বসিব। ইহার পর আর তাঁহারা আমাদের কাছে কলিকা পাইবেন না।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী॥

আমি বড় মজার লোক বাজে গোল করিয়া মিছা সময় নষ্ট করিতেছি পরিচয় দিতে আর বিলম্ব করা বোধহয় ভালো দেখাইতেছেনা। পাঠক মহাশয়েরা শুনুন আমি কে। শুনিয়া কিন্তু আপনারা অবাক হইবেন আমি উপযুক্ত ভাইপো।

কেমন, এখন আমি কে চিনিলেন। যদি কেহ বলেন চিনিতে পারিলাম না তাঁর বাপ নির্বংশ হউক, কি পাপ। কি বালাই! কি বিড়ম্বনা! অনায়াসে আমার পরম রমণীয় প্রফুল্ল মুখকমল হইতে অতি বিষম অভিসম্পাত বাক্য বিনির্গত হইল অথবা, সেজন্য ভাবনাই বা কি। কলিকালে তো অভিসম্পাত ফলেনা, যদি ফলিত রক্ষা থাকিত না। বিদ্যা ভুড়ভুড়ি বিদ্যাবাগিশ খুড় মহাশয়েরা কথায় কথায় অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, তাহাতে এপর্যন্ত কার কি হয়েছে। চুলায় যাউক আর বাজে কথায় কাজ নাই যদি বলেন তুমি এতকাল কোথায় ছিলে। তুমি যে আজো নরলোকে বিরাজমান আছো তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই কেন। ইহার উত্তর এই আমি অজগরের ন্যায় অলস কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রালু, সহজে নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা করেনা আর, নিদ্রাগত হইলে সহজে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। বিবেচনা করিতে গেলে, আমি একরকম খুব সুখে কাল কাটাইতেছি। তবে কি জানেন শ্রীমান বিদ্যাবাগীশ খুড়দেব বাড়াবাড়ি দেখিলে উপযুক্ত ভাইপো হইয়া উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে এই ভাবিয়া, আহ্লাদে গদগদ হইলাম। বিদ্যারত্ন ও বিদ্যাসাগর, উভয় জানোয়ারকেই, কিয়ৎক্ষণ, অনিমেষ নয়নে, নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, শ্রীমান বিদ্যারত্ন খুড়, উকীলের মত, বক্তৃতা করিতেছেন; বিদ্যাসাগর বাবাজী, জজের মত, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছেন। উপবিষ্ট বিষয়ী লোকগুলি বিদ্যারত্নকে লইয়া আসিয়াছেন। দণ্ডায়মান লোকগুলি বিদ্যাসাগরের নিকটে আসিয়াছিলেন; আজ আপনারা যান বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন; তাঁহারা, চলিয়া না গিয়া

দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল, যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, ও বুঝিলাম; পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সে সমস্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

সাতক্ষীরার জমিদার বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দুই স্ত্রী ও চারি পৌত্র বিদ্যমান। দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র, দুই দুই পুত্র রাখিয়া, পিতার জীবদ্দশায়, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক পুত্রের দুটি ঔরস পুত্র, এক পুত্রের দুটি দত্তক পুত্র। ঔরস পৌত্রের উপনয়ন হয় নাই, দত্তক পৌত্রের উপনয়ন হইয়াছে। প্রাণনাথ বাবুর শ্রাদ্ধ কে করিবেন, এ কথা উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন ব্যবস্থা দেন, উপনীত দত্তক পৌত্র শ্রাদ্ধ করিবেন। তদনুসারে, দত্তক পৌত্র চতুর্থী দিবসে, প্রাণনাথ বাবুর শ্রাদ্ধ করিলেন। শ্রাদ্ধ সভায়, অনেক বড় বড় বিদ্যাবাগীশ খুড় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং এই শ্রাদ্ধ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইল, এই মর্ম্মের এক ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অনুপনীত পৌত্রের পিতামহী সপত্নীর পৌত্র শ্রাদ্ধ করিল, তাঁহার পৌত্র শ্রাদ্ধ করিতে পাইল না, ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। এবং দত্তক পৌত্রের কৃত শ্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ হয় নাই, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বড় বড় বিদ্যাবাগীশ খুড়দিগকে ডাকাইলেন। ইহা কাহারও অবিদিত নাই, বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা ব্যবস্থা বিষয়ে কল্পতরু। কল্পতরুর নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, বিদ্যাবাগীশ খুড়দের নিকটে যে যেরূপ ব্যবস্থা চায়, সে তাহা পায়, কেহ কখনও বঞ্চিত হয় না। তবে একটু বিশেষ এই, কল্পতরুর নিকট তৈলবট দাখিল করিতে হয় না। বিদ্যাবাগীশ খুড়রা, বিনা তৈলবটে, কাহারও উপর নেক নজর করেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের দয়াগুণে ও উপদেশবলে, একাদশ দিবসে, পুনরায় প্রাণনাথ বাবুর শ্রাদ্ধ হইল। অনেকের ভাগ্যে একটা শ্রাদ্ধই জুটিয়া উঠে না; প্রাণনাথ বাবুর কি সৌভাগ্য, তিনি অনায়াসে, উপর্য্যুপরি, দুইটা শ্রাদ্ধ ভোগ করিলেন। এই শ্রাদ্ধসভাতেও, বড় বড় বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, উপস্থিত থাকিয়া, কার্য্য শেষ করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ধর্ম্মবহির্ভূত ব্যবহার হয়। এজন্য, বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারের সময়, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমান্ তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য খুড় মহাশয়কে কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম। সম্প্রতি, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ

নদিয়ার চাঁদ শ্রীমান ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খুড় মহাশয়; বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিচার উপলক্ষে, যে অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু উপদেশ না দিলে, আমার মত যথার্থ উপযুক্ত ভাইপোর উপর, পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ হইতে পারে; নিরবচ্ছিন্ন সেই ভয়ে, বিদ্যারত্ন খুড়কে উচিত মত উপদেশ দিতে, বদ্ধপরিকর হইলাম।

ইতি শ্রীব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য কৃতৌ প্রথমঃ উল্লাসঃ।

দ্বিতীয় উল্লাস

শুনিয়াছিলাম, নবদ্বীপ গৌড় দেশের সর্বপ্রধান সমাজ। শ্রীমান ব্রজনাথ-বিদ্যারত্ন খুড় সেই সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত। সুতরাং, এ দেশে, স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে, বিদ্যারত্ন খুড়র জুড়ি নাই। তিনি যে ব্যবস্থা দেন, তাহা, বেদবাক্যের ন্যায়, অভ্রান্ত ও অকাট্য, কেহ, সাহস করিয়া, তাহাতে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হয় না। তাঁহার বিষয়ে অনেক প্রশংসার কথা শুনিতাম; এবং, শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহার উপর বেয়াড়া ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু, কখনও তাঁহাকে পাপচক্ষে নিরীক্ষণ করি নাই। এজন্য, সদা সর্বদা মতলব করিতাম, যেরূপে পারি, একবার শ্রীমান নদিয়ার চাঁদকে নয়নগোচর করিয়া, মানবজন্ম সফল করিব। দৈবযোগে, এক দিন, অশুভ ক্ষণে, বিনা চেষ্টায়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া কিন্তু, আমার পূর্বসঞ্চিত ভক্তিভাব উড়িয়া গেল। অবাক ও হতজ্ঞান হইয়া, ভাবিতে লাগিলাম, ও মা! ইনিই ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন; ইনিই এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত; ইঁহারই এত প্রশংসা শুনিতাম; ইঁহাকেই এত দিন এত ভক্তি করিতাম। বলিতে কি, আমার মনটা বেয়াড়া খারাপ হইয়া গেল!

আমি পূর্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। এক দিন ইচ্ছা হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে, অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব। তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলাম। অবারিত দ্বার, কেহ বারণ করিল না, একেবারে উপরে উঠিয়া, তাঁহার ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম; দেখিলাম, লোকারণ্য। এক টেবিলের চারিদিকে, সাত আট জন বসিয়া আছেন; আর এক দিকে, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন, ঐটি ভাটপাড়ার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, ঐটি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।

শ্রবণমাত্র, এক উদ্যোগে দুই মনস্কামনা পূর্ণ হইল, শ্রাদ্ধের পরেই, প্রাণনাথ বাবুর সমস্ত বিষয় চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেবের হস্তে গেল। দুই শ্রাদ্ধই, বাজারে দেনা করিয়া, সম্পাদিত হইয়াছিল; এজন্য, উভয় পক্ষকেই, শ্রাদ্ধের খরচের জন্য, কালেক্টর সাহেবকে জানাইতে হইল। তিনি কহিলেন, এক বাটীতে এক ব্যক্তির দুই শ্রাদ্ধ কেন হইল, ইহার কারণ না জানাইলে, তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। দত্তকপক্ষীয়েরা, বিদ্যাসাগরের নিকটে গিয়া, যাহাতে তাঁহারা টাকা পান, তাহার উপায় করিয়া দিতে বলিলেন। বিদ্যাসাগর, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, আপনাদের টাকা পাইবার কোনও প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না। আপনারা যথাশাস্ত্র কার্য্য করিয়াছেন। আপনারা কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন, গুরুদেব জানকীজীবন ন্যায়রত্ন আদেশ করিয়াছিলেন; তদনুসারে, আপনারা চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি ওজর করেন, আমায় বলিবেন, আমি উপায় করিয়া দিব। তাঁহারা, বিদ্যাসাগরের উপদেশ অনুসারে কালেক্টর সাহেবকে জানাইলেন।

প্রথম শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে হয় নাই, এজন্য আমাদিগকে, একাদশ দিবসে পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে, ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পক্ষের আর জবাব দিবার পথ ছিল না। সুতরাং প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ, দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে হইয়াছে, এই মর্ম্মের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ আবশ্যক হইয়া উঠিল। তাঁহারা অধমতারণ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন খুড়র শরণাগত হইলেন। বিদ্যারত্ন তাদৃশ ব্যবস্থা দিতে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমি একটি ব্যবস্থার কথা বলিব, শুনিয়া আপনাকে সম্মতি দিতে হইবেক। বিদ্যাসাগর কহিলেন, আপনকার যাহা বক্তব্য আছে, বলুন। তদনুসারে, বিদ্যারত্ন বিদ্যাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বিদ্যারত্ন এমন একটী বচন আবৃত্তি করিলেন যে, তাহা দ্বারা, প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া, বোধ হইতে পারে। এই বচন শুনিয়া, বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ও পক্ষের ব্যবস্থা কি দেখিয়াছেন। বিদ্যারত্ন অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, দেখিয়াছি কি, আমি ঐ ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছি। বিদ্যাসাগরের বোধ ছিল, বিদ্যারত্ন ঐ ব্যবস্থায় সম্মত নহেন, এজন্য বিপরীত পক্ষের সমর্থন করিতেছেন। বিদ্যারত্ন পূর্ব্ব ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার ঐ ব্যবস্থায় দোষারোপ করিয়া, বিপরীত পক্ষের পোষকতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ইহা বুঝিতে

পারিয়া, তিনি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির মত হইয়া রহিলেন, অনন্তর বিদ্যারত্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি চান কি; আপনি ত বড় মজার লোক; পূর্ব্বে যে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার, ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, বিচার করিতে বসিয়াছেন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন পূর্ব্ব ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন কি এ বচনটি আপনকার উপস্থিত হয় নাই। বিদ্যারত্ন, সহাস্য বদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন ফচন দেখা যায়। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর কহিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়, ও কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিবেন না। ঐ দেখুন, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ জন ভদ্র লোক দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছেন। ইঁহারা নানা স্থানের লোক; এখান হইতে বহির্গত হইয়াই, বলিতে আরম্ভ করিবেন, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত আপন মুখে কবুল দিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না। ব্যবস্থা দেওয়া আপনকার জীবিকা; কিন্তু, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, আপনকার জীবিকার হানি হইবেক। এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান লোকগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি আপনাদের নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনারা এ কথা কোথাও ব্যক্ত করিবেন না; করিলে, ব্রাহ্মণের অন্ন মারা যাইবেক।

ইহা কহিয়া, বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্নকে বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়, আপনিও কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, আমিও কিছু শিখিয়াছি; আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি। কিন্তু ওরূপ পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়। বলিতে কি, আপনাদের আচরণের জন্যে, ব্রাহ্মণজাতির মান একবারে গিয়াছে। আর আপনকার বিদ্যাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই; যথেষ্ট হইয়াছে; স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহাকে ও তাঁহার সমভিব্যাহারী মহাশয়দিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। আমরাও সকলে, দেখিয়া শুনিয়া, অবাক্ হইয়া, চলিয়া গেলাম।

নবদ্বীপ এ দেশের সর্ব্বপ্রধান সমাজ; বিদ্যারত্ন সেই সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া গণ্য ও মান্য; তাঁহার চাঁদমুখে স্বকর্ণে শুনিলাম, ব্যবস্থা দিবার সময়, বচন ফচন দেখা যায় না। জানকীজীবন ন্যায়রত্ন যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন খুড় পূর্বে ঐ ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; কিন্তু, অপর পক্ষের নিকট হইতে, পছন্দসই তৈলবটি হস্তগত করিয়া, আজ আবার ঐ ব্যবস্থা অব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত। এ দেশের মুখে

ছাই ; এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই ; এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্তের মুখে ফুল চন্দন। যাঁহাদের এরূপ ব্যবহার, তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হতভাগা লোকের সে বোধও নাই, সে বিবেচনাও নাই।

ইতি শ্রীব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য কৃতৌ দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

তৃতীয় উল্লাস

কিছু দিন হইল, নলডাঙ্গার চেঙনা রাজা বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম ও দেশাচারবিরুদ্ধ ধর্ম্ম ; তিনি সে বিষয়ে হাত দিয়াছেন ; এজন্য তাঁহাকে জব্দ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ধপরায়ণ বিচক্ষণ সভ্য মহোদয়েরা, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি লম্বোদর খুড় মহাশয়-দিগকে সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন খুড়, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এই মর্ম্মে এক ব্যবস্থা লিখিয়া, সমবেত সভ্যগণ সমক্ষে, পাঠ করিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থা দেখিয়া, আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না, পূর্ব্বে তাঁহার চাঁদমুখে এই যে অতি প্রশংসনীয় কমনীয় সাধু ভাষা শুনিয়াছিলাম, ঐ ব্যবস্থা সর্ব্বাংশে তদনুযায়িনী হইয়াছে, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই, আমার এই উদ্যোগ ও আড়ম্বর।

সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, কোমর বাঁধিয়াছেন। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচারিত পুস্তক খানি, একবার, মন দিয়া, আগাগোড়া দেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইহা যথার্থ বটে বিদ্যাসাগর, তাঁহার মত, বেহুদা পণ্ডিত নহেন ; তাঁহাদের মত, বেয়াড়া ধর্ম্মনিষ্ঠ নহেন ; তাঁহাদের মত, সাধুসমাজের অনুগত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী নহেন ; তাঁহাদের মত, সাধুসমাজের অভিমত নির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা বিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর নহেন। এমন কি, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে খৃষ্টান পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন খুড় প্রভৃতি, সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত, মহামহোপাধ্যায়, মহাপুরুষদিগের সঙ্গে গণনীয় হইবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। কিন্তু, ইহাও দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়,

বিদ্যাসাগর লিখিতে পড়িতে এক রকম বেস মজবুত; যখন যাহা লিখেন, তাহা সহসা কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যাঁহাদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লোক বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণের মুখে শত সহস্র বার শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার পথ নাই। বিদ্যারত্নের ব্যবস্থা দেখিয়া, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ঐ অপবিত্র পুস্তক, কস্মিন্ কালেও, তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অথবা, তিনি সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অবিদিত কি আছে। সমুদয় স্মৃতি শাস্ত্র, তাঁহার দিব্য চক্ষুর উপর, সর্ব্বক্ষণ, নৃত্য করিতেছে। এমন স্থলে, স্মৃতি শাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে, বিদ্যাপ্রকাশ আবশ্যক হইলে, বিদ্যাসাগরের পুস্তক চুলায় যাউক, কোনও পুস্তক দেখিবার কোনও দরকার করে না। ধন্য সর্ব্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপ! ধন্য ক্ষণজন্মা ব্রজনাথ! ধন্য দেবদুর্ল্লভ বিদ্যারত্ন উপাধি!

আমি, এ যাত্রায়, শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়র সঙ্গে রীতিমত বিচার করিতে প্রবৃত্ত নহি। যদি কোনও মুখআলগা লোক, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, অম্লান বদনে, বলিয়া বসেন, তবে তুমি ভয় পাইয়াছ। তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই, আমি বড় ডাঙপিটে, কোনও কারণে ভয় পাইবার ছেলে নই। উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র সঙ্গে, বিচার করিতে পিছপাঁও হইবেন, যদি কেহ, ভুল ভ্রান্তিতেও, সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় মানী, যত বড় বিদ্বান্, যত বড় বুদ্ধিমান্, যত বড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মত টুকটুকেই হউক, আর রামছাগলের মত চাঁপদাড়িতে সুসজ্জিত ও সুশোভিতই হউক, ঠাস ঠাস করিয়া, দশ বার জোড়া চড় মারিয়া, সেই বেআদবকে, চিরকালের জন্যে, দুরস্ত করিয়া দিব। ইহার জন্যে যদি, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর সূক্ষ্ম বিচারে, ও অকাট্য ফয়তা অনুসারে, ক্রমান্বয়ে ছয় মাস, ফাঁসি যাইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর। আমি যে কেবল মুখে আস্ফালন করিতেছি, কেহ যেন তাহা না ভাবেন। ইতিপূর্বে, শ্রীমান্ তর্কবাচস্পতি খুড়র সঙ্গে কেমন হুড়হুড়ি করেছি, তাহা কি আপনারা জানেন না, না কখনও শুনেন নাই। এ যাত্রায়, খুড়র কাছে দুই চারিটি প্রশ্ন করিব। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে, রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইব। যদি উপেক্ষা করিয়া, অথবা ভয় পাইয়া, অথবা আর কোনও নিগূঢ় কারণের বশবর্ত্তী হইয়া, খুড় মহাশয় উত্তর দানে বিমুখ হন, দুও দুও বলিয়া, হাততালি দিয়া, ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎক্ষণ, আনন্দে

নৃত্য করিব; পরে, রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, মড় মড় করিয়া, খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।

যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে, খুড় মরিয়া যাইবেন। তাহার উত্তর এই, খুড়র ঘাড় বড় মজবুদ, সহজে ভাঙে, কার সাধ্য। আর, যদি ভাঙিয়াই যায়, তাহাতে আমি নাচার। আমি মনকে বুঝাইব, খুড়র কপালে লেখা ছিল, উপযুক্ত ভাইপোর হস্তে সদ্গতি হইবেক, তাহাই ঘটিয়াছে; বিধিনির্ব্বন্ধ অতিক্রম করে, কার সাধ্য। আর, ইহাও বুঝিয়া দেখা আবশ্যক, যদি, ভাগ্যক্রমে, উপযুক্ত ভাইপোর চেষ্টা ও যত্নে, খুড়র সদ্গতিলাভ হয়, তাহাতে উভয়েরই প্রশংসা, উভয়েরই জন্ম সার্থক। যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে তোমার পাপ জন্মিবে। তাহার উত্তর এই, পাপের জন্য আমার তত দুর্ভাবনা নাই। এ দেশে কোন কর্ম করিলে, পাপস্পর্শ বা জাতিপাত ঘটিয়া থাকে। ছেলে বেলায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং পবিত্র সাধুসমাজের বিচক্ষণ বহুদর্শী চাঁই মহোদয়দিগের মুখে, কখনও কখনও শুনিতাম, অপেয়পানে, অভক্ষ্যভক্ষণে, অগম্যাগমনে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হয়। এখন, সে সকল কথা ভণ্ডামি বা প্রতারণা, অথবা মিছা ভয় দেখান বা পরিহাস করা মাত্র বোধ হইতেছে। পাপজনক বা জাতিপাতকর হইলে, এ দেশের বিশুদ্ধ সাধু-সমাজে, ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন চর্ম্মচক্ষে দেখা যাইত না। সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে, সুরাপানে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না; সাহেবদের মত খানা খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না; বিষয়াপন্ন লোকে, বাড়ীতে হাড়ি ও মুসলমান পাচক নিযুক্ত করিয়া, গোমাংস শূকরমাংস প্রভৃতি বিশুদ্ধ বস্তু পাক করাইয়া খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না; বেশ্যালয়ে, মদ্য মাংস সেবন পূর্ব্বক, আমোদ আহ্লাদ করিয়া, রাত্রি কাটাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না। ফলকথা এই, এ দেশে অপেয়পানে, অভক্ষ্যভক্ষণে, অগম্যাগমনে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হয়, তাহার কোনও নজির বা নিদর্শন পাওয়া যায় না। (১) এমন স্থলে, উপযুক্ত ভাইপো খুড়র ঘাড়

(১) যদি বলেন, এ স্থলে তুমি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, জাল সাক্ষী, জাল দলীল, জাল মোকদ্দমা প্রভৃতি উল্লেখ করিলে না কেন। তাহার কারণ এই, ঐ সমস্ত, পবিত্র সাধুসমাজের নিরন্তর অনুষ্ঠান ও আন্তরিক অনুমোদন দ্বারা, বহু কাল হইল, সদাচার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধুসমাজসম্মত, সদাচারকে যে অর্ব্বাচীন নরাধম দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবেক, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। এ বিষয়ে, আমি শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীকে সাক্ষিণী মান্য করিতেছি।

ভাঙিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইবেক, ইহা, কোনও ক্রমে, আমার অন্তঃকরণে লইতেছে না। যদিই, উপযুক্ত ভাইপোর কপালগুণে, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত ঘটে, তাহার কি আর নিষ্কৃতি নাই। খুড়র ঘাড় ভাঙিলে, হয় গোহত্যার, নয় ব্রহ্মহত্যার, পাতক হইবেক। শুনিয়াছি, এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধান আছে। যদি স্পষ্ট বিধান না থাকে, বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা চিরজীবী হউন, মনের মত তৈলবট সামনে ধরিলে, তাঁহারা একবারে অসামাল ও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িবেন, এবং প্রফুল্ল চিত্তে, হয় বচন গড়িয়া, নয় মজুদ বচনের ঘাড় ভাঙিয়া, অম্লান বদনে, নিখিরকিচ ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন; তাহা হইলেই, সাধুসমাজের আর কোনও ওজর আপত্তি থাকিবেক না। এ স্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক, 'এ দেশে কোন কর্ম্ম করিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে,' ইতিপূর্ব্বে, সামান্যাকারে, এই যে নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক হয় নাই। কারণ, বিধবার বিবাহ দিলে, বিধবা বিবাহ করিলে, অথবা বিধবাবিবাহের সংস্রবে থাকিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে। এজন্যই, তাদৃশ ব্যক্তিরা পবিত্র সাধুসমাজে পরিগৃহীত হইতেছে না। সাধুসমাজ কাহাকে বলে, ঘটকচূড়ামণি শ্রীমান্ জনমেজয় বিদ্যাবাগীশ খুড়কে জিজ্ঞাসা করিলে, সবিশেষ জানিতে পারিবেন। যদি বলেন, ইনি কে। ইনি এক্ষণে শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর এক প্রধান নায়ক। আগে, ইঁহাকে, এক জন আধকামারিয়া উকীল বলিয়া জানিতাম; এখন দেখিতেছি, ইনি সর্বশাস্ত্রের অদ্বিতীয় ভুঁইফোঁড় মীমাংসাকর্ত্তা; শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, তথা শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, তথা শ্রীমান্ রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন খুড় মহাশয়েরা আর ইঁহার কাছে কলিকা পান না।

কালে কিং বা ন দৃশ্যতে।

কালে কি বা না দেখা যায়।

যাহা হউক, এই প্রশংসনীয় দেশের অতি প্রশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত, নিরতিশয় প্রশংসনীয়, নির্ম্মল, সনাতন ধর্ম্মের অপার মহিমা!!! বোধ করি, এমন নিরেট, টনটনিয়া, নিখিরকিচ ধর্ম্ম ভূমণ্ডলে আর নাই। ইঁহার ক্ষমাগুণ ও হজমশক্তি অতি অদ্ভুত। ইনি অপেয়পান, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন প্রভৃতি অনায়াসে ক্ষমা করিতেছেন, হজম করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুতক্ষমতাশালী হইয়াও, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না, কেবল একটি অকিঞ্চিকর বিষয়ে, অর্থাৎ বিধবাবিবাহে, ইনি কিঞ্চিৎ অংশে দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইতেছেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সাধুসমাজের অভিমত নির্ম্মল সনাতন ধর্ম্ম

লোক ভাল, তার সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি বড় পক্ষপাতী; পুরুষজাতির উপর, তিনি যত সদয়, স্ত্রীজাতির উপর, তিনি তত সদয় নহেন। আমার বিবেচনায় কিন্তু, তাঁহার উপর এ অপবাদ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, তিনি স্ত্রীজাতির উপরেও বেয়াড়া সদয়। দিব্য চক্ষে ঘর ঘর দেখিয়া লও, তিনি স্ত্রীজাতির ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি, অকাতরে, বিনা ওজরে, ক্ষমা করিতেছেন, হজম করিতেছেন। তবে, তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহে যে যৎকিঞ্চিৎ গোলযোগ করিতেছেন, তাহা, ধরাধরি করিতে গেলে, একপ্রকার দোষের কথা বটে। আমি কিন্তু, এই সামান্য দোষ ধরিয়া, তাঁহার উপর চটিতে চাহি না। কারণ, ইহা সর্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত,

এক আধারে সকল গুণ বর্ত্তে না;

এবং সুপ্রসিদ্ধ বিচারসিদ্ধ কথাও আছে,

গাধা সকল ভার বইতে পারেন,
কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সাধুসমাজের অভিমত নির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের এই আংশিক দুর্ব্বলতা বা পক্ষপাতিতা দেখিয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া কদাচ উচিত নহে। এ দেশের সাধুসমাজের সদ্বুদ্ধি, সদ্বিবেচনা, সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতির পূর্ব্বাপর যেরূপ অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং, সেই প্রশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনাতন ধর্ম্মের অপার মহিমা, অহরহঃ, যেরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাতে এ উভয়কে মুক্তকণ্ঠে অকপট সাধুবাদ প্রদান করা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিধ ব্যক্তি মাত্রের সর্বতোভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম; যিনি না করিবেন, তিনি, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর অকাট্য ফয়তা অনুসারে, ধর্মদ্বারে পতিত হইবেন।

যাঁহারা আমাকে জানেন, তাঁহারা মনে করেন, আমি বড় চতুর, চালাক, বুদ্ধিজীবী জন্তু। তাঁহারা কেন আমাকে ওরূপ ভাবেন, তাহা আমি ঠিক জানি না। বোধ হয়, আমি বড় ফাজিলচালাক, তাঁহাদের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া, অন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই তাঁহারা ওরূপ মনে করেন। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, আমি, বিদ্যাগীশ খুড়দের মত, গর্দ্দভচূড়ামণি; নতুবা, অকারণে, এত ফেচফেচ করিতেছি ও অগড়ম বগড়ম বকিতেছি কেন। অথবা, যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা, এ দেশের সাধুসমাজে, বড় আদরণীয় ও প্রশংসনীয় হন, ইহা দেখিয়া, বিষম লোভে পড়িয়া, অসামাল হইয়া, এরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীল শ্রীযুক্ত ঘটকচূড়ামণি জনমেজয় বিদ্যাবাগীশ

খুড় মহাশয় এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান জলজিয়ন্ত দৃষ্টান্ত। এই খুড় মহাশয়, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, এক বিচিত্র বক্তৃতা লিখিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, করিয়াছেন। সভাস্থ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশের পাল, ঐ বক্তৃতা শ্রবণে মাত হইয়া, ঘটকচূড়ামণিকে শত শত বার ধন্যবাদ ও কবিরত্ন এই উপাধি দিয়াছেন; এবং শ্রীমতী সভা দেবীও, প্রিয়তম নায়কের বক্তৃতারসে গলিয়া গিয়া, দেশের ধর্মরক্ষার দোহাই দিয়া, ঐ অদ্ভুত বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। দেখুন, শ্রীমান জনমেজয় খুড় মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে, হইয়াও, নিরবচ্ছিন্ন ফেচফেচ ও ফাজিলচালাকি করিয়া, কেমন ধন্যবাদ মারিয়াছেন। ইহা দেখিয়া, লোভসংবরণ করা, যাহাদের ফাজিলচালাকি করা রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে, সহজ ব্যাপার নহে। ধন্যবাদের বাজার এত সস্তা দেখিয়া, কেইবা ফেচফেচ ও ফাজিলচালাকি করিতে ছাড়িবেক।

যাহা হউক, এরূপ চমৎকারিণী, চিত্তহারিণী বক্তৃতার সমুচিত সমালোচনা হওয়া, সর্ব্বতোভাবে, উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু, এই বিদকুটে সমালোচনা যার তার কর্ম্ম নহে। যেমন গ্রন্থকর্ত্তা, তেমনই সমালোচক চাই। যেমন বুনো ওল, তেমনই বাঘা তেঁতুল, অথবা, সাধুভাষায় বলিতে গেলে, যেমন কুকুর তেমনই মুগুর, না হইলে, বিশিষ্টরূপ ফলদায়ক হইয়া উঠে না। ফলকথাএই, আমার মত ফাজিল, চালাক, হুঁসিয়ার ছোকরা ভিন্ন, অন্য কোনও মহামহোপাধ্যায় এই গ্রন্থের, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমালোচনা করিতে পারিবেন, ইহা কোনও মতে সম্ভব নহে। সুতরাং, অগত্যা, আমাকেই এই গ্রন্থেরসমালোচনা ব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবেক। ইহাতে আমি কিছুমাত্র ক্লেশবোধ বা লোকসানজ্ঞান করিব না; কারণ, এই অপূর্ব গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, যত মজা, যত আমোদ পাইব, বোধ হয়, এ জন্মে আর আমার ভাগ্যে সেরূপ ঘটা সম্ভব নহে। শ্রীমান বিদ্যারত্ন খুড়র নিকট যে কয়টি প্রশ্ন করিতেছি, ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, এক ক্ষুরে দুই খুড়র মাথা মুড়াইব; কারণ, দুই খুড়রই বিদ্যাপ্রকাশ একই রকমের, অর্থাৎ,

এ পিঠ ও পিঠ দুই পিঠ সমান।

সুতরাং, এক উদ্যোগেই, উভয় খুড়র সম্মান ও সদ্গতিদান হইবেক, স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকিবেক না।

তেনৈব চ সপিণ্ডত্বং তেনৈবাব্দিকমিষ্যতে।

এক অনুষ্ঠানেই সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট সম্পন্ন হইয়া যায়।

ইতি শ্রীব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য কৃতো তৃতীয় উল্লাসঃ।

চতুর্থ উল্লাস

শ্রীমান্ নদিয়ার চাঁদ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন খুড় মহাশয়, শ্রীমতী যশোহরহিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় আহূত হইয়া, বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে বক্তৃতা লিখিয়া, সমবেত সমস্ত সভ্যগণের, ও রবাহূত তামাসাগির বহুসংখ্যক দর্শকগণের, সমক্ষে পাঠ করিয়াছেন, ও তদুপলক্ষে বেধড়ক ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তাহার আরম্ভ ভাগ ও উপসংহার ভাগ মাত্র আপাততঃ আলোচিত হইতেছে। এই দুই অংশই তাঁহার বক্তৃতার সারভাগ; মধ্যবর্ত্তী অংশে কেবল ফেচফেচ, ফাজিলচালাকি, ও স্মৃতিশাস্ত্রে যে কিছু মাত্র বোধ ও অধিকার নাই, তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন; এ জন্য, অনাবশ্যক বিবেচনায়, সে অংশের আলোচনা এ বৈঠকে মুলতুবি রাখা গেল। পরে, ইস্তাহার দ্বারা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া, সে অংশেরও, মাফিক আইন, বিচার পূর্ব্বক, চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া যাইবেক।

পঞ্চম উল্লাস

এতদ্দেশীয় পূজনীয় সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাঁই মহোদয়বর্গের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে আমার নিবেদন এই, আমার এই ভাঁড়ামি বা পাগলামি অথবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দেখিয়া, আপনারা যেন আমায় বিদ্যাসাগরের গোঁড়া, অথবা দলের লোক, না ভাবেন। ইহা যথার্থ বটে, কোনও কোনও কারণে বিদ্যাসাগরের উপর আমার একটু আন্তরিক টান আছে। যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাই, লোকটা অমায়িক, নিরহঙ্কার, পরোপকারী! যাঁহারা নিকটে যান, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আইসেন। কিন্তু, এই খাতিরে, আমি তাঁহার গোঁড়া বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইতে সম্মত নহি। তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, হদ্দমুদ্দ এই পর্য্যন্ত বলিতে রাজি আছি, লোকটা বড় মন্দ নয়। এ ভিন্ন, আর সকল বিষয়েই, আমি তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক চটা। না চটিয়া, কেমন করিয়া, চলে বলুন! তিনি পবিত্র সাধু সমাজের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে রাজি নহেন; নিজে যাহা ভাল বুঝিবেন, তাই বলিবেন, তাই করিবেন; সাধুসমাজের দিগ্‌গজ চাঁইদিগের খাতির রাখিবেন না, ও তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন না। এমন লোককে, কেমন করিয়া, মানুষ বলিয়া গণ্য করি, বলুন!

পূর্ব্বাপর যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে হতভাগার বেটার বিষয়বুদ্ধি বড় কম; এমন কি, নাই বলিলেও, বোধ হয়, অন্যায় বলা হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকিলে, তিনি, কখনই, বিধবার বিবাহকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিধবার

বিবাহে হাত দিয়া, পবিত্র সাধুসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন, সকল লোকের গালাগালি খাইতেছেন, এবং শুনিতে পাই, ঐ উপলক্ষে দেনাগ্রস্তও হইয়াছেন! ইহারই নাম, আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা।

এই ঝকমারিকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াতে, তাঁহার নিজের নাকালের চূড়ান্ত হইয়াছে; এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ, পরম পবিত্র গৌড় দেশকে, সর্ব্বোপরি, সোনার লঙ্কা যশোহরপ্রদেশকে, একবারে ছারখার করিতে বসিয়াছেন। এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন মাতলামি, কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন, অথবা বলিবেন কেন, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, তিনি, নাম কিনিবার জন্যে, দেশের সর্ব্বনাশের পথ করিয়াছেন। দেখুন, বাটীতে বিধবা থাকিলে, গৃহস্থের কত মত উপকার হয়। প্রথমতঃ, মিনি মাইনায়, রাঁধুনি, চাকরানি, মেথরানি পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ সময়ে সময়ে, বাটীর পুরুষদিগের, প্রকারান্তরে, অনেক উপকার দর্শে; তৃতীয়তঃ, বাটীর চাকরেরা বিলক্ষণ বশীভূত থাকে, ছাড়াইয়া দিলেও, হতভাগার বেটারা নড়িতে চায় না; চতুর্থতঃ, প্রতিবাসীরা অসময়ে বাটীতে আইসেন। এটি নিতান্ত সামান্য কথা নহে; কারণ, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অসময়ে কেহ কাহারও দিক্ মাড়ায় না। যে পাষণ্ড এই সমস্ত সুবিধা ও উপকারের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, তাহার মুখদর্শন করা উচিত নয়। দুঃখের বিষয় এই, আমরা স্বাধীন জাতি নহি; স্বাধীন হইলে, এতদিন, কোন কালে, বিদ্যাসাগর বাবাজি স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেন। কারণ, স্বাধীন সাধুসমাজের তেজীয়ান্ চাঁই মহোদয়েরা, কখনই, এ অত্যাচার, এ অপমান, সহ্য করিয়া, গায়ের ঝাল গায়ে মারিয়া, চুপ করিয়া থাকিতেন না; বিদ্রোহী বলিয়া, বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, এবং আপনারাই, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, ধর্ম্মাসনে বসিয়া, তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া, যথোপযুক্ত আক্কেলসেলামি দিতেন। হায় রে সে কাল !!! হা জগদীশ্বর! তুমি, কত কালে, সদয় হইয়া, এই হতভাগা দেশকে পুনরায় স্বাধীন করিবে। এরূপ যথেচ্ছচার আর আমরা কতকাল সহ্য করিব !!!

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ হইবেক, এ কথার অর্থ কি। ব্যভিচার যদি দোষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে, এই পবিত্র দেশের অতিপবিত্র সাধুসমাজে, কদাচ এরূপ প্রবল ভাবে প্রচলিত থাকিত না। পুরুষের ব্যভিচার, এ দেশে, দোষ বলিয়া কখনও

কখনও উল্লিখিত হইতে শুনি নাই, কেবল স্ত্রীলোকের দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু, নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাতে বাস্তবিক কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি জন্মে না। দোষের কথা দূরে থাকুক, ব্যভিচার, পূর্ব্বকালে, সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল; কেহ তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বিবেচনা করিত না! ইহা সত্য বটে, উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু খুড়, বুড়মি করিয়া, এই সনাতন ধর্ম্মে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, তিনি দুনিয়ার মালিক ছিলেন না। তিনি, রাগের বশীভূত হইয়া, না বুঝিয়া, এক কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, সকলকে তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবেক, তাহার মানে কি! আর, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্যভিচার সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, যাহার বিনাশ নাই, যাহা সর্ব্ব কাল বিরাজমান থাকে। শ্বেতকেতুর এত বড় ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি নিত্য পদার্থের লোপাপত্তি করিতে পারেন। সে ক্ষমতা থাকিলে, সনাতন ব্যভিচার ধর্ম্ম, কোন কালে, লয়প্রাপ্ত হইতেন, একাল পর্য্যন্ত, নির্ব্বিরোধে ও অপ্রতিহত প্রভাবে, রাজত্ব ও একাধিপত্য করিতে পাইতেন না। যাহা হউক, ব্যভিচার সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, এবং যখন সেই সর্বজীবহিতকর সনাতন ধর্ম, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশে, বিশেষতঃ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পরম পবিত্র সাধুসমাজে, আবহমান কাল, এত প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তখন উহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করা ঘোরতর অধর্ম্মের কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, বিদ্যাসাগর বাবাজি, সাধুসমাজে চিরপ্রচলিত সেই প্রশংসনীয় সনাতন ধর্ম্মকে দোষ বলিয়া গণ্য করিয়া, তাহার নিবারণার্থে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলিয়া, যে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করা কদাচ উচিত নহে। ফলকথা এই, ব্যভিচার বন্ধ করিবার নিমিত্ত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, এ কথার অর্থ নাই।

ভ্রূণহত্যার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নির্বোধ নির্ব্বিবেক শাস্ত্রকারেরা, কি মতলবে বলিতে পারি না, ভ্রূণহত্যাকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; সেজন্য ভয় পাইয়া, বিধবার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রকারেরা, নিতান্ত পাগলের মত, কত বিষয়ে কত কথা বলিয়াছেন; কই, আমরা তো সে সকল কথা গ্রাহ্য করিতেছি না; তবে এইটির বেলায়, তাঁহাদের খাতির রাখিবার জন্য, ব্যস্ত হইবার কারণ কি।

কিন্তু, স্ত্রীলোক, গুরুজনের খাতির এড়াইতে না পারিয়া, কিংবা প্রিয়

জনের নাছোড় পীড়াপীড়িতে পড়িয়া, সনাতন ব্যভিচার দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতিদেবীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে, গর্ভসঞ্চার, অধিকাংশ স্থলে, অপরিহার্য্য; এবং, পবিত্র সাধুসমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথা অনুসারে, তথাবিধ স্থলে, ভ্রূণহত্যাও অপরিহার্য্য।(১) অপরিহার্য্য বিষয়ের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন, কোনও অংশে, দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। এজন্যই, গোপকুলোদ্ভব ভগবান দেবকীনন্দন স্বীয় প্রিয়বান্ধব তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে,

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ (২)

জন্মিলেই মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু হইলেই পুনর্জ্জন্ম অবধারিত! অতএব, অপরিহার্য্য বিষয়ে, তোমার শোক করা উচিত নহে

এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ;

জারাশ্রয়ে ধ্রুবো ভ্রূণো ভ্রূণে হত্যা ধ্রুবা স্মৃতা।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন দোষঃ সাধুসংসদি॥ (৩)

উপপতির আশ্রয় গ্রহণে, ভ্রূণসঞ্চার অবধারিত; ভ্রূণসঞ্চার হইল, ভ্রূণহত্যাও অবধারিত। অতএব, অপরিহার্য্য বিষয়ে, সাধুসমাজে দোষ নাই।

বস্তুতঃ, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভ্রূণহত্যায় কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি হয় না। ভ্রূণহত্যাকে পাপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয়, বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কই, এমন বেটা ছেলে ত, এ পর্য্যন্ত, আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই। পেট ফাঁপিলে, ও পেটে মল জমিলে,

---

(১) এ দেশের পুরুষজাতির পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। তাঁহারা স্ত্রীলোকের পরকাল খাইবার আসল ওস্তাদ। স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ, সাতিশয় লজ্জাশীল; অন্তঃকরণে দুরভিলাষের উদয় হইলেও, তাঁহারা, লজ্জার খাতিরে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহারা, স্বয়ম্প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতিবিরল। কিন্তু, নিরতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, পুরুষজাতির প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া, এক বার অপথে পদার্পণ করিলে, লজ্জাভঙ্গ হইয়া যায়; একবার লজ্জাভঙ্গ হইলে, আর রক্ষা নাই। তখন,

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"

সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ভয়ানক স্বার্থপর পুরুষজাতির অনিবার্য্য দুষ্প্রবৃত্তির আতিশয্যই স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষের মূলকারণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

(২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২।২৭। (৩) ধর্ম্মনির্ব্বাণ তন্ত্র।৩।৭।২১

ডাক্তারেরা, জোলাপ দিয়া, পেট পরিষ্কার করিয়া দেন। ভ্রূণহত্যাও, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাঁই মহোদয়দিগের ন্যায়, স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। ভ্রূণহত্যা, কিঞ্চিৎ অংশেও, দোষাবহ নহে, দোষাবহ হইলে, আমাদের এই পরম পবিত্র অতি বিচিত্র সাধুসমাজে, কদাচ, সচরাচর এরূপ প্রচলিত থাকিত না। এইরূপ চিরপ্রচলিত, দোষস্পর্শ-শূন্য, সার্বজনীন সদাচারকে পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া, তন্নিবারণার্থে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করা, নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

সাধুসমাজের বহুদর্শী বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়বর্গের মুখে সদাসর্ব্বদা শুনিতে পাই, বিধবারা অবিবাহিত থাকাতে, সমাজের অশেষবিধ হিতসাধন হইতেছে, তাহাদের বিবাহ প্রচলিত হইলে. দেশটা একেবারে ছারখার হইবেক। ইংরেজি বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত, জলজিয়ন্ত দেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের মুখেও, ঐরূপ কর্ণসুখকরী সাধুভাষা, সময়ে সময়ে, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এ বিষয়ে বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়দের মনোগত অভিপ্রায় কি, এ পর্য্যন্ত, কেহ তাহা স্থির বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, শ্রীমান খুড় মহশয়েরা নিতান্ত নিরীহ জন্তু; তাঁহাদিগকে, সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব বিষয়ে, সাধুসমাজের ক্রীত দাসের ন্যায়, চলিতে ও বলিতে হয়; কোনও বিষয়ে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করা তাঁহাদের ইচ্ছা, ক্ষমতা, ও ব্যবসায়ের বহির্ভূত।

এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে, বাবু, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গিয়া, আহার করিতে বসিলেন; উমেদারেরাও, সঙ্গে সঙ্গে তথায় গিয়া. বাবুর আহার দেখিতে লাগিলেন। নূতন পটোল উঠিয়াছে; পটোল দিয়ে মাছের ঝোল করিয়াছে। বাবু দুই চারি খান পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি জঘন্য তরকারি; ঝোলে দিয়া, ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, উমেদারেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কি অন্যায়! আপনার ঝোলে পটোল!! পটোল ত ভদ্র লোকের খাদ্য নয়। কিন্তু ঝোলে যত গুলি পটোল ছিল. বাবু ক্রমে ক্রমে সব গুলিই খাইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোলটা তরকারি বড় মন্দ নয়। তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তরকারির রাজা; পোড়ান, ভাজুন, সুক্তায় দেন, ডালনায় দেন, চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম্ করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয়; বলিতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নাই। বাবু কহিলেন, তোমরা ত বেস লোক; যেই আমি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি নয়,

অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে; যেই আমি বলিলাম, পটোল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে স্বর্গে তুলিলে। উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় আজ্ঞা, করিতেছেন; আমরা ঝোলেরও উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নই; উমেদার আপনার; আপনি যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে কর্তব্য। এই উত্তর শুনিয়া, বাবু নিরুত্তর হইলেন।

শ্রীমান বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা এই মনোহর উপাখ্যানের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা শাস্ত্রেরও উমেদার নহেন, ধর্ম্মেরও উমেদার নহেন; তাঁহারা উমেদার পয়সার; পয়সাওয়ালারা যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ত্তব্য বলিয়া, নির্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে,

যদি বলেন, সকল পয়সাওয়ালারা ত পয়সা দেন না. তবে কি জন্য তাঁহাদের সকলকে খুসি করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহার উত্তর এই, খুড় মহাশয়েরা, গুড়সকলস-পিপীলিকা। গুড়ের কলসীর মুখ এমন বন্ধ করা আছে যে, তাহাতে কোনও মতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং, গুড় খাইতে পাওয়ার প্রত্যাশা সুদূরপরাহত; তথাপি পিপীলিকারা, গুড়ের গন্ধেই মাত হইয়া, কলসীর চারিদিকে, সারি বাঁধিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। সেইরূপ, বিদ্যাবাগীশ খুড মহাশয়েরা, পয়সা পান না পান, পয়সার গন্ধে অন্ধ হইয়া, যদি পাই এই প্রত্যাশায়, পয়সাওয়ালার গদির নীচে গরুড়ের ন্যায় বসিয়া, শ্লোক পড়িয়া তোষামদের ও জল উঁচু নীচু করেন, এবং, যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া. ইহকালে ও পরকালে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, পয়সাওয়ালাদের খাতিরে, তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থায়. অবিকৃত চিত্তে, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। শ্রীমতীযশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত বিদ্যাবাগীশের পাল, এবং পালের গোদা শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন খুড়, যে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা এ বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। আশীর্বাদ করি, পুণ্যশ্লোক, পূজ্যপাদ খুড় মহাশয়েরা চিরজীবী হউন।

ধর্ম্মকথা বলিতে গেলে, তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহার, কোনও অংশে, দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, নীতিশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে,

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।

মানুষ পয়সার গোলাম।

পয়সার জন্যে, মানুষে না করিতে পারে, এমন কর্ম্মই নাই। দেখুন, চুরি,

ডাকাইতি, গলায় ছুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, জাল সাক্ষী, জাল দলীল, জাল মোকদ্দমা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি এ দেশের লোকের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি, যে পরিমাণে, এই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি, সেই পরিমাণে, সাধুসমাজে, বাহাদুর বলিয়া, গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন।

অবশেষে, শ্রীমান বিদ্যারত্ন খুড়কে, কিছু উপদেশ দিয়া, এবারকার মত, জাল গুড়াইতেছি।

খুড়মহাশয়!

আপনি বেয়াড়া পণ্ডিত; কিন্তু. আপনকার মত, বেয়াড়া আনাড়িও প্রায় চক্ষে পড়ে না। যে দিন, সর্ব্বপ্রথম, আপনার চাঁদমুখ নয়নগোচর করিয়া, মানবজন্ম সফল করি; সে দিন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না, এই কবুল দিয়া, হদ্দমুদ্দ আনাড়ির কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন উত্তর কালে, আর কখনও, ওরূপ মুখআলগা না হন। যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়দিগের আহ্বান অনুসারে, সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন. বেস করিয়াছিলেন; তাঁহারা সভায় বক্তৃতা করিতে বলিয়াছিলেন, ভালই; আপনকারদের দস্তুর মত, পাগলের ন্যায়, কতকগুলা অগড়ম বগড়ম বকিয়া, খানিক ক্ষণ গোলমাল করিয়া. বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেই, বেস হইত। তাহা না করিয়া, বক্তৃতা লিখিয়া, ফাঁদে পা দিলেন কেন। যেরূপ জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ছাড়াইয়া উঠা কঠিন। বলিতে কি, আপনি অতি বড় বক্কেশ্বর। এক্ষণে. আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি, আপনাদের সমাজের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন খুড় মহাশয়ের নিকট কিছু দিন জ্ঞান শিক্ষা করিবেন। তিনি, আপনকার মত, বেহোঁস আহ্লাদিয়া ছোকরা, বা কাছাআলগা লোক, নহেন।

কিছু দিন হইল, নৈয়ায়িক বিদ্যারত্ন খুড়, শিয়ালদহ ইস্টেশনে, খুলনার অন্তঃপাতী নৈহাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসুর সহিত, বিধবাবিবাহ বিষয়ে, বাদানুবাদ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর, বচনের অযথা অর্থ লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছেন; নৈয়ায়িক বিদ্যারত্ন খুড় এইরূপ বলাতে, নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তি কহিলেন, বিদ্যাসাগর বচনের অযথা অর্থ লিখিয়া লোককে প্রতারণা করিয়াছেন, যদি আপনকার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে, ঐ সমস্ত লিখিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত করা আপনকার উচিত। তাহাতে নৈয়ায়িক বিদ্যারত্ন খুড় কহিলেন,

"শতং বদ মা লিখ।"

শতবার বলিও, লিখিও না

কোনও বিষয়ে কোনও কথা বলিলে, যদি উত্তর কালে ধরাধরি পড়ে, কোন্ শালা বলিয়াছে বলিলেই, নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; লিখিলে, ফাঁদে পা দেওয়া হয়, সহজে এড়াইতে বা ভাঁড়াইতে পারা যায় না। এজন্যই, পূর্ব্বোক্ত নীতিবাক্যে, লিখিতে নিষেধ। দেখুন দেখি, আপনারা দুজনেই, এক এক বিষয়ে, সর্ব্বপ্রধান সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি; উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধি ধরেন; উভয়েই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রধান বিদায় মারিয়া থাকেন। কিন্তু, বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে, উভয়ের আসমান জমীন ফারাক। তিনি, পাগলের মত বেড়বেড করিয়া বকিয়া, লোককে জ্বালাতন করিতে সম্মত আছেন; কিন্তু লিখিয়া ফাঁদে পা দিতে, কোনও মতে, সম্মত নহেন। আপনি এমনই আনাড়ি, তাড়াতাড়ি লিখিয়া, ফাঁদে পা দিয়া জড়াইয়া পড়িলেন।

যদি বলেন, আমার উপরেই তোমার এতটা চোট কেন। আমাতে ও নৈয়ায়িক বিদ্যারত্নতে তফাৎ কি। আমরা উভয়েই ত, বিদায়ের সময়, এক ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছি। ইহা সত্য বটে, আপনারা উভয়েই এক ব্যবস্থায় করিয়াছেন; কিন্তু, সে জন্যে আমি আপনাদিগকে ধর্ম্মতঃ অপরাধী করিতে পারি না। সে স্বাক্ষর আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করেন নাই; তাহা কেবল পয়সাওয়ালাদের খাতিরে ও পীড়াপীড়িতে করিতে হইয়াছে। ঐ স্বাক্ষর না করিলে, আপনাদের, এ জন্মে আর, যশোহর প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিত না; এবং সেরূপ ঘটিলে, আমিই আবার আপনাদিগকে, আনাড়ির চূড়ামণি ও বেঅকুফের শিরোমণি বলিয়া, শত সহস্র বার তিরস্কার করিতাম। পয়সাওয়ালাদের মনোরঞ্জনই বিদ্যাবাগীশ দলের বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রানুশীলনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। আমার সূক্ষ্ম বিচারে, সে বিষয়ে আপনাদের সাত খুন মাপ। আপনকার সন্তোষার্থে, অধিক আর কি বলিব, পয়সাওয়ালাদের খাতিরে বা পীড়াপীড়িতে কোনও কর্ম্ম করিলে, যদি কেহ আপনাদের উপর, কোনও প্রকারে, দোষারোপ করিতে অগ্রসর হয়, আমি খোদ হাকিমি করিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে ফাঁসি দিতে, শূলে চড়াইতে, অথবা জন্মের মত দ্বীপান্তরে পাঠাইতে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিব না।

কিছু দিন হইল, অধুনা লোকান্তরবাসী, এক চিরস্মরণীয়, বহুদর্শী বিচক্ষণ, পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্।

এই নীতিবাক্যের, 'পণ্ডিতের সব গুণ, দোষের মধ্যে বেটারা বড় মূর্খ', এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নির্বিষ্টচিত্তে, বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, এই চমৎকারিণী ব্যাখ্যা, সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়া, নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হয় কি না।

যাহা হউক, আপনি আর এরূপ কাঁচা কর্ম্ম না করেন, এই আমার প্রার্থনা, এই আমার অনুরোধ, এই আমার উপদেশ। পুনরায় এরূপ কাঁচা কর্ম্ম করিলে, যদিও, খুড় বলিয়া খাতির রাখিয়া, বাঁদরামি করিয়াছেন, না বলি; পাগলামি বা মাতলামি করিয়াছেন, এ কথা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইব না। অলমতিবিস্তরেণ; অর্থাৎ, এ বার এই পর্য্যন্ত।

খুড়র গুণের কথা অতি চমৎকার।
এমন গুণের খুড় না হেরিব আর ॥
খুড়টির গুণের বালাই লয়ে মরি।
খুড়র পিরিতে সবে বল হরি হরি ॥

হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কমলাকান্তের জোবানবন্দী / বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(খোশনবীস জুনিয়র)

সেই আফিমখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোন সন্ধান পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম্ যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথমত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশি ধমকাইল—

"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড় হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াওনা বাপু।"

একজন মুহুরী তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া......"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুনতে পাওনা—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে"—

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি একথাটা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই দুই একটা ছোটরকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত।" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক; কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—।

ফরিয়াদীর উকিল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, সাক্ষী মহাশয়। Theological lectureটা ব্রাহ্ম সমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা মহাশয়। আপনাদের জন্য এ Theological lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh Baboo! The witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকিলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না— সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথেরপ্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরী কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না? মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল ধর্ম্মাবতার। সাক্ষী বড় সেরকৃশ্।"

উকীলবাবু হাঁকিলেন, "very obstructive".

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরে চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করিতে করা আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরী তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরী। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত—তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উকীলবাবু গাত্রোত্থান করিলেন. কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন. "এখন আর বদমায়েশি করিও না— আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, "কোন কথা গোপন করিব না। ধর্ম্মাবতার বেআদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল, সে সাধ এইখানে মিটিল। উকীলবাবু অধিকারী আমি যাত্রার ছেলে; যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুৎ খুব। উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুকুর! এসব contempt of court" হুজুর, উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন বলিলেন, আপনারই সাক্ষী সুতরাং উকীল আবাই কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জাতি?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে। বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন ব্রহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্মাবতার! এই উকীলেরই ধৃষ্টতা। দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ; ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজলাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস তের দিন চারি ঘণ্টা পাঁচ মিনিট—

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?



কমলা। কেন এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর। আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্ আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা ?

কমলা। যেখানে সেখানে

উকীল। একটা আড্ডা তো আছে ?

কমলা। ছিল যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা ?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা ?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই আমি লিখিয়া লইতেছি নিবাস নাই। তারপর ?"

উকীল। তোমার পেশা কি ?

কমলা। আমার আবার পেশা কি ? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে ?

উকীল। বলি খাও কি করিয়া ?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া মুখে পূরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে ?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর ?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর ?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন!

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি ? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? উপার্জ্জন কর! ও কি বলবে ?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না?"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন পেশা ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকেচেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ, দই খেলে, আজ বল চিনিনা।"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনিনা, এমন কথা তো বল্‌তেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ দই চিনিনে?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে, কে কবে চিনিতে পেরেছে দিদি? বিশেষ গোয়ালাব মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন--উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্য পুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরু চুরির কি জান?

কমলা। গোরু চুরি আমার বাপদাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন? আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বক্না এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত। প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সেসব কিছুর সাক্ষী নয় ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত—মধুর হাসিয়া বলিল, "তাহা, চিনি বৈই কি—নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করছি।"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।"

প্রসন্ন গোয়ালিনীর শামলা গাই—আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটিবাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন গোরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলে, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল—"এ শামলাও চুরির না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না— বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—contempt of court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমি প্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদে যাইবে।

কমলা। কতদিনের জন্য ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে— ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল ঐ গোরু তুমি চেন কি না?

হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীলবাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। সিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি ?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ত সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু ?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার !

কমলা। আমারই।

হরি হরি। প্রসন্নের মুখ শুকাইল ! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে। গোরু তোমার।"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার। আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি, ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি— ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো !"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন "ধর্ম্মাবতার, Witness hostile Permission দিন, আমি ওকে Cross করি।"

কমলা। কি ? আমায় Cross করিবে ?

উকীল। হাঁ করিব !

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে।

উকীল। সে আবার কি ?

কমলা। বাবা ! কমলাকান্ত সাগর পার হও, এতবড় হনুমান তুমি আজও হও নাই।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পূরিল। তখন কমলাকান্ত আলুথালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, 'কর বাবা ক্রস কর। আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা লম্ফ দাও—"অপর্মিবাধারমনুত্তরঙ্গং !—উকীল মহাশয়। এ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তরঙ্গ বিক্ষেপ করেনা, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল ; ইহাকে আর ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত জোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয় দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আগে আমার কথার উত্তর দাও—তারপর সে হবে।

কমলা। তবে জল্দি জল্দি বল—জল্দি জল্দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের. গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্য বয়সে স্ত্রী জাতির; শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর, দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন! বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর একবিন্দু দুধ খেলিনে, কেবল বেচে মর্লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জন বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসাবাদ নিজ হস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞে, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন. "তুমি আবার কে ?"

আসামীর উকীল বলিলেন, আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস করিব।

কমলা। একজন তো ক্রস করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে নাকি ?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে ?

কমলা। —রাজপুত্রকে চেন না ? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস করিলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়। তারপর ক্রস করিলেন কুমার বাহাদুর (অঙ্গদ)

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন ?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায় !

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless !" উকিল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন, বাবু ?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া আছে, চারিদিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোল মউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি, চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর,- ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনামাত্র। (শান্তিপর্ব ১৭৪ অধ্যায়) এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের

Hindu Law আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও. তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইন মতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

জটাধারীর রোজনামচা / চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ / রোজনামচা লিখিবার অভ্যাস

বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলিমধ্যে লিখিয়াছেন—

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি
সকল কণ্ঠে নহে কোকিলবাণী ॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত ॥

পাঠক!

জটাধারী চরিতাবলীতেই ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাইবে। হঠাৎ অবতার হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে সকলে সেণ্টপল হন না, সকল ঋষি দেবর্ষি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, কলেজের সকল ছাত্র "দর্শনের" সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। স্বর্গারোহণের পথে কেহ ছাত্রবৃত্তি প্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ বি-এ-র পথে, কেহ মৃতদেহ চিরে চিরে, কেহ রসায়নের অগ্নিপার্শ্বে পট্‌কে যান। যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি বা প্রতিভা সকলের সমান নহে, কেবল বুদ্ধি নহে অবস্থার হীনতাও কখন কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান কারণ। কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্মা কেবল অবস্থার অধীন ছিলেন না সময় দেখিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন।

আমি যখন বিদ্যারম্ভ করি তখন সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। রামখড়িতে ভূমিতে লিখিতে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না; তালপত্রে লিখিয়া রৌদ্রে কালি শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধুলা ছড়াইতে হইত; তখন "ইরেজার" বিনিময়ে চা-খড়ি, ব্লটিং বিনিময়ে চুনের থলি, গম-আরেবিক" বিনিময়ে আল্কাতরাবিনিন্দিত কাল গঁদের ভাণ্ড, স্বর্ণনির্ম্মিত চিরকাল পটু পেটেন্ট-পেনের বদলে বাতার কলম, মরক্ক লেদর আবৃত ইসক্রুটপ মস্যাধার বিনিময়ে চালচুয়ানি ও ভূষাজড়িত মৃত্তিকাপাত্র তখন থেকার স্পিঙ্ক এবং কোং পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতা, মুখরজি পুত্র বা চাটুর্য্যা কোম্পানির কোন প্রসঙ্গ ছিল না।

শৈশবাবস্থায় "আগডুম বাগডুম" খেলায় বড় আমোদ ছিল, তখন "হাডু-ডুডু" প্রণয়সম্ভাষণ বাক্য নূতন হইয়াছিল। নামটি কোথা হইতে আসিল বলিতে

পারি না, বোধ হয় ইংরেজদিগের How do you do? হাউডু ইউডু কথা হইতে জন্মিয়াছিল। হাউডু অর্থাৎ কেমন আছ, এই সম্ভাষণ করিতে গিয়া তখন যুদ্ধ বাঁধিত। যাহা হউক মুসলমান বাদশাদিগের অনুকরণে মোগল পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ অনুকরণে এই খেলা হইয়া থাকিবে। এটি ঘোর যুদ্ধময় খেলার নাম ছিল—যাহা হউক, সে খেলার সর্দ্দার গঙ্গাধর শর্ম্মাই ছিলেন। তদ্ভিন্ন দৌড়াদৌড়ির, সাঁতারশিক্ষার ও গুলিদণ্ড ক্ষেপণের একটি প্রধান "গ্রেজুয়েট" ছিলাম। পাঠশালার পাঠ কতক্ষণে শেষ হয়, কেবল তাই সময়ে সময়ে ভাবিতাম ; কিন্তু পাঠেও একেবারে অনাস্থা ছিল না, দুষ্ট ছিলাম কিন্তু ধরাছুঁয়া দিতাম না, এই জন্যই গুরু মহাশয় কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া "ভিজে বিড়ালটা" বলিয়া উঠিতেন, তাহাতে আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম ; গুরুমহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আনাগনা ঘ, গাঁড়র শিঙ্গে ম, তাড়গোড ভাঙ্গা দ, কান্দে বাড়ি ধ, তিন পুটুলি শ, মিষ্ট সুরসহ লিখিতাম। তখন মূর্দ্ধণ্য ষ, মূর্দ্ধণ্য ণ-এর নামও ছিল না ; কয়ে ষ যোগ করিলে যে ক্ষ হয় তাহা গুরুমহাশয়ও জানিতেন না। এই কথার বর্ণপরিচয় পাইয়া গুরুমহাশ একদিন ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "বিদ্যাসাগর বিদ্যাপচার করিয়াছেন, বাপ পিতামহের অপেক্ষা ঁার অনেক বিদ্যা।"

আমাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর প্রকৃত শ্রীমন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী ; এখানে পাঠশালা, মক্‌তব, চতুষ্পাঠী সকলই উজ্জ্বল ছিল। গুরুমহাশয় আখন্ধি মল্লা সাহেব, নবদ্বীপের ফেরত "লদের পণ্ডিত" আখ্যাধারী অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাগাভাগি করিয়া ছাত্রবর্গমধ্যে রাজত্ব করিতেন। তখন বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, উপক্রমণিকার নামও ছিল না, অল্পেই শিক্ষা শেষ হইত। কিন্তু "লাউসেন দত্ত" মহাশয়ের বেত্রাঘাত আরও কষ্টকর ছিল। কয়েক বৎসর পাঠশালার পিটনি সহ্য করিয়া পাঠ সাঙ্গ করি। পরে পিতৃব্যগণের অনুজ্ঞায় আখন্ধি মিয়ার রুলের আঘাত ও তৎপরে অবসরমতে চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণসূত্র মুখস্থ করিতে বাধ্য হই। লতান লাউলতা স্বরূপ লম্বাকৃতি লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, রক্তচক্ষু বেত্রপাণি, "দেড়ে" আখন্ধি মিয়ার দয়া ও সুপক বেলবিনিন্দিত চাক্‌চিক্যমান বৃহৎ মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণানুবাদ ক্রমে কীর্তিত হইবে, ইহাদের মধ্যে কাহার গুণ বেশী, কাহার তাড়না সর্বাপেক্ষা ক্লেশজনক, তাহা দুই এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। আপাততঃ রোজনামচা বা দৈনিক বৃত্তান্ত লিখনারম্ভ নির্দেশ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

আমাদের গ্রামে দীঘির নিকট পুরান থানাঘর ছিল, যদিও থানা স্থানান্তরিত হইয়াছে, তথাপি ঐ পথে গমন করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই বৃহৎ হাতার মধ্যে বৃহৎশ্মশ্রুধারী গোলাম সরদার দারগা সাহেব পঞ্চ অঙ্গুলিতে গণ্ডতলস্থ কেশরাশি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতেছেন। দারগার নামে সকলে কাঁপিত কিন্তু আমি ত সময় পাইলেই তাঁহার চৌকির পাশে যাইয়া বসিতাম। বলিতে পারি না কেন, তিনিও আমায় ভালবাসিতেন ও কহিতেন, "লেড়কা বড়া হুঁশিয়ার"। যে সময়ে দারগা সাহেবের কাছারি গরম হইত, বিরু বরকন্দাজ চোরদের সম্মুখে শের খাঁ, সমসের খাঁ, রামচাঁদ শ্যামচাঁদনামা মুষ্টিপ্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়া রাখিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাঁধিত, তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদমধ্যেও যাইতাম না! রবিবারে চৌকিদার হাজিরির সময় শিস্ট বালকের মত যাইতাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার মুন্সিজির তামাক ক্রয়জন্য এক একটি পয়সা দিত ও মুন্সিজি রোজনামচা পুস্তকে দিন-দিনের ঘটনা লিখিতেন, আমি তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে দুই-একটি মিষ্টি কথা কহিতেন, হয়ত কোন দিন দুই চারিটি পয়সা দিয়া নিকটস্থ দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আনাইয়া দিতেন ও দারগা সাহেব কহিতেন, "বাবা, থানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহাকেও কহিতে নাই, যদি কেহ বলে, শ্যামচাঁদের প্রহার লাভ হয়।" আমি থানার ঘটনা ভয়ে কাহাকেও বলিতাম না, দারগা সাহেব আমার উপর আরও সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমিও ভাবিতাম রোজনামচা লেখা ভাল কর্ম্ম, তাহাতে কাঁচা পয়সা আমদানি হয় ও অনেক খৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এই সময় আমাদের গ্রামে নববিদ্যালয় বিভাগের একজন তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া একদিন অবস্থিতি করিলেন তাঁহাকে কেহ "ইনষ্টপিষ্টি", কেহ "ষ্টুপিড", কেহ "পেক্‌টরবাবু" কহিতে আরম্ভ কবিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক বিবরণ সহিত আত্মস্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন, "বাবুর বাটীর বৃহৎ আরসিতে অদ্য নিজ মুখ দেখিয়া জানিলাম যে, ক্রমাগত পরিভ্রমনে মুখশ্রী শুষ্ক হইয়াছে এবার স্বস্থানে পৌঁছিয়া প্রতিদিন অজামাংস ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিব।" কেহ রোজনামচা লিখে খৈচুর, কেহ প্রতিদিন অজামাংস আহরণে সক্ষম হন। এত ভাল রোজনামচা, ইহা লেখা কর্ত্তব্যবোধে আমিও সময়ে সময়ে ইহাদের অনুসরণ করিতাম; প্রাত্যহিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিখিতে চেষ্টা করিতাম। সেই অবধি আমার রোজনামচা

লিখিবার হাতেখড়ি হয়—আজও লিখি, এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম হইয়া উঠিয়াছে। সেই বৃহৎ পুস্তক হইতে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বোধ হয় কোন স্থল পাঠকগণের হৃদয়রঞ্জক হইলেও হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ/আত্মপরিচয়

শরৎকাল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল—সে আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পূজার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নিবিড় আম্রতলে খেলিতে খেলিতে সুদূরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম সূর্যদেব রক্তকলেবর, বৃহৎকায়, ধীরে ধীরে রাশি রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেন সোনার চক্‌চকে মোহর, সাটিনের থলিতে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বারা প্রবিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণ-থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল রোহিত হইল, যেন ছায়াবাজিতে কত সুরতি আকাশপটে শ্রেণীবদ্ধ হইল —ঐ আকাশবুড়ি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে—ঐ শিপাই তরবাল হস্তে দণ্ডায়মান—ঐ বাঘ পশ্চাৎ পা কুঞ্চিত করিয়া থাবা উত্তোলন করিয়া লম্ফ দিবার মনন করিতেছে—ঐ কুমীর প্যাটিযুগল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; আবার আরও দূরে নৌকা পতাকা সুরঙ্গে রঞ্জিত, তার উপর বালশশিরেখা শ্বেত ফোঁটার মত আকাশললাটে ভাসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, এমন সময় সুদূর গ্রামে বাবুর বাটীতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার পরেই নৌবতের বাদ্য সানায়ের স্বরসহিত বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব্দ হওয়া মাত্র শস্যক্ষেত্র হইতে শত শত বকদল উড়িয়া ইণ্ডীয় রবারের ন্যায় ক্ষণেক ক্ষুদ্র শ্বেত মালা গাঁথিল, গ্রামের বৃক্ষরাজি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল—আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে—

বকমামা বকমামা ফুল দিয়ে যাও
যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও

কহিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে দৌড়িলাম। মনে হইল আজ আমোদের কেবল আরম্ভ নহে। নৌবতখানা ও বড় দেওড়ির চক্‌ পার হইয়া, সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া পূজার বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূজার বাজনা জলদ বাজিতেছে, কত কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে বেলোয়াড়ি মালা গাঁথা হইতেছে, কোথাও কেহ সারি সারি সেজে বাতি, লণ্ঠনশ্রেণীতে নারিকেল তৈল সম্প্রদান করিতেছে। কেহ কহিতেছে এই ছবিটি নিম্ন হইল, সঙ্গের শিষ্ট হারবিনের

ক্ষিপ্তবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে, কেহ কহিতেছেন মাঝের ঝাড়ের ঝালর বাসুদেবের মাথায় ঠেকিবে, কেহ কহিতেছেন সাদা গোলক লণ্ঠনের মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা বেল লণ্ঠন দাও, কেহ পরামর্শ দিতেছেন আলতা গুলিয়া গেলাসে রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়, আবার কেহ সুনির্ম্মিত সোলার কান্দি কান্দি কলা, আঁসাঙ্কিত মৎস্য, নবরঙ্গ রঞ্জিত ফুল ঝারা, তরবালহস্ত তাল পেতে সিপাহীশ্রেণী, নাট্যশালার চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে আলম্বিত করিতেছে। পূজার বাড়ি যেন প্রফুল্ল মুখী কনের মত বড় সেজেছে। যথা প্রতিমার চালচিত্র ও কারিকরগণের তুলিকা চলিতেছে তথা হইতে সেখানে লণ্ঠন গেলাসে উড়কি প্রমাণ তৈল বণ্টন হইতেছে, সকল দেখিলাম। এ আমার কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারিনা কিন্তু প্রতিমানির্মাতা মিস্ত্রিজ্যেঠা কহিতেন সেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত তদবধি বিসর্জনের দিন পর্যন্ত আমি সুস্থির থাকিতাম না, কখন মিস্ত্রির অসাক্ষাতে গড়িতে যাইয়া ভাঙ্গিয়া রাখিতাম; কখন আমার তুলিতে চালচিত্র-গুলি বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কাজ বাড়াইয়া দিতাম, কখন বৃদ্ধ মিস্ত্রি, গুরু মহাশয়ের দুষ্টতাণিবারণী ক্ষমতা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতেন ও যখন আমাদের উপদ্রবে তাঁহার তুলিকাচালনার নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিতেন "দওজা মহাশয়, রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, প্রতিমাগঠন ও রঙ্গফলান হইতে যাত্রাদলের বাসায় যাইয়া পূর্বাহ্নে সঙ্গের সংবাদ মনোযোগপূর্বক সংগ্রহ করা এক বিশেষ কার্য ছিল, সতত ব্যস্ত সমস্ত থাকিতাম ও প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ উপস্থিত হইত; মনে হইত কাল না হয় পরশু অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তের লম্বা বেত দর্শন করিতে হইবেক। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, হাতছড়ি, এ সকল অকথা কুকথার এমন সময় নহে।

সমারোহে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেন, তন্মধ্যে বাবুদ্বয়ের আদেশই প্রবল, সকলে তাহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইতেই শশব্যস্ত—ইহাদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ বড়বাবু আর একজন নরেন্দ্রনাথ ছোটবাবু মহাশয়। উভয়ের আকার প্রকার, কথাবার্তা, বেশভূষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্ হয় নাই, আলবার্ট ফেসনের নামও নাই, উভয়বাবুর দশ-আনি ছয়-আনি বাটওয়ারার টেরি কাটা হইয়া উজ্জ্বল কাল কেশরাশি উভয় কর্ণের উপর সাপখেলান হইয়া দুলিতেছে, "গুয়া থুপি" কেশগুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্নে

প্রস্তুত হইয়াছে। গোঁফযুগলও অনেক হেফাজতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম এক-একটি বক্র মিহিরেখাতে শেষ হইয়াছে, ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় বেল আঁটা বা মম সংযুক্ত হইয়া ঘড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র রহিয়াছে। উভয়েরই যোড়া ভ্রূ, ভ্রূযুগলমধ্যে পূজার শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, গলায় মিহি তুলসীমালা, তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ, একটি রক্তবর্ণ পলা ও দুইটি সোনার দানা গ্রন্থিত। চাদরখানি কুঞ্চিত, যেরূপ আলনাতে থাকে সেইরূপই বামস্কন্ধে দুলিতেছে। পূজার বাজার,—চৌড়া কাল কিনারা শোভিত মিহি ঢাকাই ধুতি উভয়ের অঙ্গলাবণ্য সংবর্ধন করিতেছে, কোঁচার দিকটি ময়ূরপুচ্ছের মত গিলা কুঞ্চিত, কাছাটি রেশমি ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা; উভয়বাবুই খালি ভূমে রুমাল পাড়িয়া বসিয়া আছেন, নিকটে এক-একটি আঁকাবাঁকা কাল কাষ্ঠনির্মিত যষ্টি রহিয়াছে, যষ্টির শিরোভাগে রৌপ্যনির্মিত বাঘমুখের অনুকরণ, সেই মুখে আবার হরিৎ প্রস্তর খচিত আঁখিদ্বয় জ্বলিতেছে। উভয়বাবুরই এক-একটি পুঁতির নল সংযুক্ত ও রজত নির্মিত কলিকা শিরাবরণ ভূষিত গুড়গুড়ি মক্‌মলের জিরন্দাজে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও মুহুর্মুহু থাম্বিরা তামাক পরিবর্তিত হইয়া ভুড় ভুড় শব্দ করিতেছে। জ্যেষ্ঠবাবু মহাশয় যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানেই ধূমপুঞ্জ উড়াইতেছেন, তাঁহার কাছে কাহারও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যো নাই। কনিষ্ঠবাবু মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে স্তম্ভপার্শ্বে যাইয়া ফরসির নল ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম সংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও রকম বরকম কমটান সটান শব্দে জ্যেষ্ঠ সোদরের কর্ণসুখ সম্পাদন করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "ইহার অপেক্ষা সম্মুখে হইলে ভাল হয়, কনিষ্ঠভ্রাতাদের চক্ষুলজ্জা উৎপত্তি হয়, নচেৎ সময়ে সময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ টান টানেন যে আমাদের জন্য কিছুই থাকে না।" পারিষদের সহিত বাবুগণ এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, ও উৎসবের উদ্যোগের সহায়তা করিতেছেন। ভৃত্য, অনুচর যে অসিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইতেছে ও "বৈঠকখানায় জেও, পার্বনা প্রস্তুত আছে" শুনিয়া সানন্দ হৃদয়ে বিদায় হইতেছে। উভয় বাবুই উদার সকলের সমদুঃখগ্রাহী, লোকপালক, প্রিয়বাদী, ধনী, শ্রীমন্তের সন্তান তাহাতেই এত আদর। আমি বাবুগণের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিকটস্থ হইলাম। আমার বেশভূষা তাদৃশ পরিস্কার ছিল না, ষষ্ঠীর দিন পার্বনী বস্ত্র বাহির করিয়া আমিও বাবু সাজিবার আশায় সুখী ছিলাম।

আমাকে দেখিমাত্র অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ওরে সেই জটা এত বড় হয়েছে, আয়রে ভাই" কহিয়া হস্ত ধরিয়া নিকটে লইলেন "শ্যামবর্ণের উপর জটার কেমন শ্রী দেখ, তুই বড়লোক হবি কিন্তু তোর পিতা তোরে ভালবাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় দিতেন,,' এই কথা কহিতে কহিতে যেন চমকিয়া উঠিয়া ভৃত্যে প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ওরে হুঁকা লয়ে যা, কর্তামহাশয় আসিতেছেন।" এই কর্তা মহাশয় কে? কর্তা শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘুতা অন্তরিত হইল, বৃথা কথা থামিল, সব ঘর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়মান। বাবু আশুতোষ রায় কর্তাবাবু মহাশয়ের পূজার বাটীতে আবির্ভাব, যেমন গৌরকান্তি, তেমনি গম্ভীরভাব, তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র আমরা এককোণে প্রস্থান করিয়া সুস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলাম ও ভাবিতে লাগিলাম, আমি ইঁহার মত বাবু হইতে পারিব না।

পাঠক! হেস না, আজকাল বাবু হওয়া অতি সহজ কর্ম্ম; বোধ হয় তদপেক্ষা আর সহজ কর্ম নাই; চুলে তেল দাও, তিন আনা মূল্যের কাঁকুয়ে টেরি কাট ও দশ আনা গজের কাল অল্পাকার চাপকান ঝুলাও। বাজারে সাইড্‌স্প্রিং সংযুক্ত চক্‌চকে পাদুকার অভাব কি? চীনেবাজারে দ্বাদশ আনা মূল্যের ফুলদার টুপি ক্রয় করা অভাব কি? আবার বাবু হইবারই বা ভাবনা কি? এখনও শ্যামলা কিনিতে পার না, সোনার চেনের বাহার দিতে পার না? নাই পারিবে? বড়বাবু নাই বা হলে, কেরানিবাবু হও, কনেষ্টেবলবাবু হও, না হও—পাচকঠাকুরবাবু হও,—না হয় রেলওয়ে কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ কর, "টিকেটবাবু", "ডাকবাবু", "তারবাবু", "টোলবাবু", "পাইন্টমেনবাবু" "ঘণ্টাবাবু" হও; নিতান্ত তা না হও কণ্ট্রাক্ট বা ঠিকার কার্য গ্রহণ কর, তাহাতে "শিলিপটবাবু", "ইটবাবু", না হয় "বুটিংবাবু" ও ত হইবেই হইবে?

কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্মা যে বাবু হইতে আকাঙ্ক্ষী সে বাবু এরূপ নহে—তখন বাবুর অন্য অর্থ ছিল। পাঠক! একবার চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সজ্জার কাষ্ঠনির্মিত রাজা ও তৎপ্রতিরূপ দুর্ভিক্ষের ফেমিনী রাজা, রঙ্গের গোলাম-বিনিন্দিত বড় দরবারের শস্ত্রভীত কানায়ে নাইট, বাহাদুরিহীন রায়বাহাদুর, ভূমি-শূন্য রাজা, রাজশূন্য মহারাজা, এক পলের জন্য ভুল, বোধ হয় চিরকালের জন্য ভুলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। জটাধারী যে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন, সে ভদ্রের দৃষ্টান্তস্থল, এখন বিরল, সেই বাবুসকল কেবল বেতনতালিকার গেজেটের বাবু নহেন, এক-এক বৃহৎ দেশ সেই পুর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। সেই বাবুদের অন্তঃপুরের মহিলাগণ কেবল হীরার খেলনা, বা অলঙ্কারের বা

বারাণসী বাটীর গর্ব্বে গর্ব্বিত হইতেন না, তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে, ব্রতদানে, দেবালয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে পাগলিনীপ্রায়। আবার সেই বাবুগণ কেবল শ্বেতবস্ত্রে ও শুভ্র লম্বা কোঁচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাঁহাদের একদিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজন প্রতিপালনই প্রধান ধর্ম্ম জানিতেন ; যাহাদের দানধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন উপকথা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের সুনাম দানের যশ ও সুখ্যাতির স্রোত সহস্র সহস্র দরিদ্র ও অতিথের মুখে মুখে বৃন্দাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত, সেইরূপ একটি বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোরমন বিচলিত হইয়াছিল—সেইরূপ রাজ্যধর ও রাজ্যপালন-সক্ষম বাবুর কুল এখন লুপ্তপ্রায়।

ইংরাজ স্তোত্র/'বঙ্গদর্শন' থেকে সংকলিত

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১॥ তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের: তুমি কর্ত্তা—আইনাদির: তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী—শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা চাম্‌চে ধারী; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪॥

তুমি একরূপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর এক রূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর; আর এক রূপে কাছাড়ে চার চাষ কর: অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫॥

তোমার সত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ: তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ. তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্রাদিতে প্রকাশ। —অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬॥

তুমি আছ, এই জন্য তুমি সৎ! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিত, এবং তুমি উমেদার বর্গের আনন্দ: অতএব হে সচ্চিদানন্দ। তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭॥

তুমি ব্রহ্মা, কেননা তুমি প্রজাপতি; তুমি বিষ্ণু, কেন না কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন: এবং তুমি মহেশ্বর, কেননা তোমার গৃহিনী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র, তুমি চন্দ্র, ইন্‌কমটেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে, তুমিই অগ্নি, কেন না সব খাও: তুমিই যম, বিশেষ আমলা বর্গের। ১০॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌যজুযাদি মানি না; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া

গিয়াছি; তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম করি। ১১॥

হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ রদশুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২॥

তোমার হরিতকপিষ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণ-শুভ্রাদি নানা বর্ণ শোভিত, অতি যত্ন রঞ্জিত, ভল্লুক মেদ মার্জ্জিত, কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; পেণ্টুলন সেই ধড়া,—আর হুইপ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু ২ বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫॥

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব; তোমার প্রিয় কথা কহিব। তোমার মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥

হে মানদ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭॥

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোক মণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তে লিখিত দুই এক খানা পত্র বাক্স মধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও: আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি।—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব; তোমার প্রীতার্থ স্কুল করিব;

তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পান্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১॥

হে মিষ্টভাষিন! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব। কুলীনের জাতি মারিব; জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪॥

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড় ২ কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস্ কর, অনরারী মাজিস্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬॥

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমস্ত হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি ২ প্রণাম করি। ২৮॥

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ / দীনবন্ধু মিত্র

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা বোকা-রাজার পড়ো বাড়ী

ভোঁদার প্রবেশ

ভোঁদা। কত পন্থায় ফিরি, তা কে বুঝ্‌বে ? এই যে বিচারপতি বলদপঞ্চাননকে অভিনন্দনপত্র দেবার অভিসন্ধি করেছি, এতে আমার কত উপকার, তা আমিই জানি, সবই কি বিবাদে জয় পতাকার পথ ? সকলে জান্‌তে পাচ্ছে, আমি একজন কম নই ; দিশী কাগজওয়ালারা যেমন আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত করেন, তেমনি জব্দ ; ধনাঢ্য রাজাটার সঙ্গে মিশ্‌লেম আর ছেলে-পিলেগুলোর সহায় হলো। তবে এক মুখে দুই কথা ছেপ্‌ ফেলে ছেপ্‌ গেলা, এই একটু দোষ, তা ব'লে এত উপকার গা দিয়ে ঠেলতে পারি নে।

গোমা, গ্যাটাগোঁটা, স্বার্থকদাস, সাত হাটের
কাণাকড়ি এবং হুতোম পেঁচার প্রবেশ

গোমা। মহাশয়, সমুদ্রকে রত্নাকর বলে, কিন্তু তা ব'লে কি তাতে শামুক-গুগ্‌লী থাকে না ? কলিকাতা সুবিবেচক, বিদ্যাবিশারদ, দেশহিতৈষী লোকের আবাসস্থান বটে, কিন্তু তা ব'লে কি দুটো একটা লম্বোদর স্থূলবুদ্ধি গবারাম নাই যে, আমার অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করে ? দেখুন, প্রায় দুই হাজার সহি হয়েছে।

ভোঁদা। চিরজীবী হও বাপু, বড় বাধিত হলেম, ভেবেছিলেম যে, মলা গুলেছি, তা বুঝি উদরস্থ কত্তে পাল্লেম না ; কিন্তু বাপু, তোমার কল্যাণে শুধু উদরস্থ নয়, পরিপাক করবো।

গ্যাটাগোটা। মহাশয়, আমার শাদা রাজহাঁসের পাকনার জোরে আমি একা এক সহস্র, বেটার টু রেণ্‌ ইন্‌ হেল্‌ দ্যান্‌ সর্ভ ইন্‌ হেভেন—আমাদের দলের নাম হয়েছে "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" ভালই, আপনাকে এই দলের মস্তক বল্‌চে, আমাকে এই দলের সপোর্টকারী সম্পাদক বল্‌ছে। মানের কথা বল্‌বো কি, আমার কাগজ আছে, এ কেউ জান্‌তো না ; এখন আমার কাগজের নাম দেশ-বিদেশে জাহের হয়েছে।

স্বার্থকদাস। আমি তোমাদের অমতে চল্‌বো না। কিন্তু যথার্থ কথা বলতে হয়, তোমাদের যদি নাম বাহির করবের ইচ্ছাই ছিল, তুমি কেন বাগ-

বাজারের বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে আগুন দিলে না? এমন ক'রে মলে কেন? সে দিন যাকে বঙ্গদেশবিদ্বেষী বলিয়া বক্তৃতা কল্লে, আজ তাকে কি ব'লে অভিনন্দন দিতে যাও? আমি পেটের দায় নাম লিখেছি।

সাত হাটের কাণাকড়ি। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন; জল পড়ে ছাতা ধরি—ভোঁদা মহাশয় যখন এতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তখন কিছু না কিছু হবেই। চিল্‌টে পড়্‌লে কুটোটা নিয়ে ওঠে। কিন্তু এক-মণ তুলা ভারী কি এক মন নোয়া ভারী, প্রশ্ন উপস্থিত হচ্চে। আমরা যত নাম কেন স্বাক্ষর করি না, ভাব পৌঁছিচ্চে না।

ভোঁদা। ভাবে আসে যায় কি? লোকে তো বুঝ্‌বে, আমরা যেটা ধরেছিলেম, সেটা সম্পাদন করেছি, ভেঙ্গে তো বেরিয়েছি।

স্বার্থক। ও ভাঙ্গাতে দল ভাঙ্গে না। গাছ সতেজ হবে ব'লে মরকুটে ডালগুলো কেটে দেয়, কুকুরের অনেক ছা হলে জঘন্য দেশে গোটাকত মেরে ফেলে, কারণ, ভাল শাবকগুলি তা হলে অপর্য্যাপ্ত আহার পেয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা ভেঙ্গে আসায় বঙ্গ-সমাজের শুভ সাধন হয়েছে।

ভোঁদা। এ সব এখানে বল্‌চো—বলো, অপর কোন স্থানে এরূপ কথা মুখে এনো না—আমরা কিসে কম, আমাদের দলে না আছে কি? হুতোম পেঁচা মহাশয় যে ওষ্ঠ ফাঁক কচ্চেন না?

হুতোম। পেঁচা প্যাঁচপোঁচ বোঝে না, সহি কত্তে বল্লেন, এতে ভাল হলো কি মন্দ হলো, তা যদি আমার বুঝ্‌বের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হ'লে আমি পূর্ব্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আন্‌তে যেতেন না।

স্বার্থক। হুতোম পেঁচা বড় লক্ষ্মী পেঁচা, যে যা বলে, তাই শোনে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, কাল বিচারমন্দিরে সাক্ষাৎ হবে।

হুতোম। আমি যেতে পারবো না, বলদপঞ্চাননের মুখ দেখ্‌লে আমার সাবেক কথা সব মনে পড়্‌বে, আর অমনি ব'লে ফেল্‌বো, আমার স্বাক্ষর হাতের, মনের নয়।

স্বার্থকদাস। ডিটো।

সাত হাটের কাণাকড়ি। ডিটো।

গোমা। ওঁরা না যান, নাই যাবেন—বলদপঞ্চানন কেবল ভোঁদা, গোমা, গাঁটা-গোঁটা এই তিন জনকেই চেনেন। এঁরা গেলেই হবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিচারমন্দির

বলদপঞ্চানন আসীন

বলদ। আশার সুসার বুঝি হলো না হলো না।
ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা এখন এলো না॥
সুখ্যাতি লিখন ভাগ্যে নাহিক আমার।
অন্যায় অখ্যাতি তাই করিনু সবার॥
সেই হেতু বঙ্গবাসী মহোদয়গণ।
সুশীল সুবোধ যারা দেশের ভূষণ॥
অবহেলা তারা সবে করিল আমায়।
মুখ-দোষে মুখপানে কেহ নাহি চায়॥
মেটাতে দুধের স্বাদ ঘোলের কেঁড়েয়।
বেড়ে বেড়ে বেঁড়ে বেঁড়ে ধরেছি এড়েয়॥
ভোঁদা গোমা গ্যাঁটাগোঁটা হয়ে একযোট।
বেঁধেছে অপূর্ব্ব "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ"॥
তারাই করিবে পার নিন্দাপারাবার।
এই কি ছিল মা গঙ্গে কপালে আমার॥

ভোঁদা, গোমা ও গ্যাঁটাগোঁটার প্রবেশ

ভোঁদা। হে বিচারপতি, আমাদের সংখ্যার অল্পতাদৃষ্টে আপনি মনে কোন ক্লেশ বোধ করিবেন না। আপনার মিষ্টবাক্যে সকলেই তুষ্ট, কেবল পাঁকুই ধর্‌বের আশঙ্কায় সকলে এলেন না, বিশেষ এপিডেমিকে মানুষ ক'মে গিয়েছে। আপনার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু মধুর বচনে দেশটা শুদ্ধ লোক বশীভূত।

পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমকরুণয়া

পশ্যতি দৃশ্য,

পরাপত্যদ্বেষী স্বসুতমপি নো পালয়তি যঃ।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকলজগতাং বল্লভতমো,
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসঃ কেনচিদপি॥

কোকিলের কত দোষ, কালো বর্ণ, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু, পরের সন্তানের প্রতি দ্বেষ, স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালন করে না, তথাপি এই কোকিল সকল জগতের প্রিয়পাত্র, সেটা কেবল মধুর স্বরের গুণে। আপনি আমাদের চোর বলেছেন,

ডাকাত বলেছেন, জালসাজা বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, শাদা চামড়ার আর এক সাজা দিয়েছেন, আপনি আমাদিগকে নীচ-জাতি বলিয়া গণ্য করেছেন, আপনি পথ ভুলেও এক দিন কোন পাঠশালা দেখিতে যান নাই, কিন্তু এত করেও আপনি মধুর বচনে সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সেই যে আপনি বিচারাসনে ব'সে, দাড়ী নেড়ে, মেজ চাপ্‌ড়ে, গাইবাচুরে সুরে তান মাত্তেন, তাতে সকলেই মোহিত হয়ে যেত, আপনার ধান ভান্‌তে শিবসঙ্গীত আরো ভাল লাগ্‌তো। আমরা আপনাকে যে অভিনন্দনপত্র দিতে এসেছি, তা এই—(অভিনন্দনপত্র পাঠ)

"বাঙ্গালীর নামে অগ্নিশর্ম্মা বলদপঞ্চানন
বিচারপতি শ্রীউরোতেষু

এলে লক্ষ্মী গেলে বালাই
দেশ বাঁচ্‌লো বাপ।
কোন কালে কেউ দেখে নি
এমন কলির কাপ॥
সাধ্যমতে বাধ্য কল্লে নতুন বিচার করে।
যশোপত্র কল্লে লাভ জনকতকে ধ'রে॥
বলদপঞ্চানন। উন্‌পাজুরে লক্ষ্মীছাড়া
বরাখুরের দল।
যাবার বেলা খাবার মাচ মানস সফল॥
গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়॥

ভোঁদা। (জনান্তিকে বলদপঞ্চাননের প্রতি) ছেলেদের জন্য একটু সুকতলা দিয়ে যাবেন।

(প্রকাশ্যে)

চল ভাই ঘরে যাই পালা হলো শেষ।
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা/কালীপ্রসন্ন সিংহ

১. 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা'

"And these what name or title e'er they bear,
I speak of all".
Beggars Bush

সৌখিন চড়কপার্বণ শেষ হল বলেই যেন দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগলো। ঢাকীরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুধ সস্তা হল (এতদিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না), গন্ধবেনে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতোরেরা গুল্‌দার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদতে আরম্ভ কল্লে! জলযোগের যজমেনে বামুনেরা আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁকতে লাগলেন—তাই দেখে গরমি আর থাক্‌তে পাল্লেনা, 'ঘরে আগুন' জলে ডোবা ও ওলাউঠো প্রভৃতি নানারকম বেশ ধরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

রাস্তার ধারের ফড়ের দোকান পচা লিচু ও আঁবে ভরে গেল। কোথাও একটা কাঁটালের ভুতড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ানো রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘষে ভেঁপু করে বাজাচ্ছে। মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড়ো রাস্তা ফলারের পাতের মতো দ্যাখাচ্চে, কুঠিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারান্দার নীচে আর রাস্তার ধারের বেনের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন, আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো!

কল্‌কেতার কেরাঞ্চিগাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড়ো উপকারক, গ্যালব্যানিক শকের কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে—কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালিঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারেনি বলেই আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই। 'চার আনা'। 'চার আনা।' 'লালদিকি!' 'তেরজুরী'। 'এসো গো বাবু ছোট 'আদালত'! বলে গাড়োয়ানরা সৌখিন সুরে চিৎকার কচ্চে নবদ্বাগমনের বউয়ের মতো দুই এক কুঠিওয়ালা গাড়ীর ভিতর বসে আচেন সঙ্গী জুটচে না। দুই একজন

গবনমেণ্ট আপিসের কেরাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কষাকষি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন—গাড়োয়ানরা হাঁসি টিটকিরির সঙ্গে 'তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম নয়' কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে!

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতী বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিসের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমেচেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কল্‌কেতা শহর বড়োই গুলজার—গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পায়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন। বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদি; দশ বারোটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চুণের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ বারো লাক টাকা দাদনও চোটায় খাটে। কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেনদেন হয়ে থাকে, বারো মাস প্রায় শহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বারো দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়, একখানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ-দেড়েক এক এক ভাউলে ব্যাভ্যার, আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির!

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভূঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় এক ছড়া সোনার দু-নরহার, আহ্নিকের সময় খেলবার তাসের মতো চ্যাটালো সোনার ইষ্টিকবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কানে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাংলা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায় দু-চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্টে 'কম' আইস, 'গো' যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড়ো কাজকর্ম দেখতে হতো না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম দেখতেন, দাঁ মহাশয় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান। বারোজনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি 'মা' ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহারাজ, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রি ও চালান

হয়, মন পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচর সৌখিন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজার অধ্যক্ষ হন অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্যে ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রংতামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দত্তবাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে নুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ির দরজায় লাগলো। দত্তবাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দরওয়ানের কাছে উপস্থিত হলেন। শহরের বড়মানুষের বাড়ির দরওয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারৎ! 'হোরির বক্‌সিস্', দুর্গোৎসবের পার্বণী, রাখী পূর্ণিমার প্রণামী দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবলে একজন দরওয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। শহরের অনেক বড়মানুষের কাছে কর্জ দেওয়া টাকার সুদ বা তাঁর পৈতৃক জমিদারী কিনতে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে, হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায় কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড়মানুষদেরও বড়ো দোষ নাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উমেদার কন্যাদায় আইবুড়ো ও বিদেশী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদের জ্বালায় শহরে বড়মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না। দত্তবাবু আধঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশবারোজনকে পরিচয় দিতে হল তিনি কিসের জন্য হুজুরে এসেচেন ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরওয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাড়নে দরওয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হুজুরে পেশ কল্লে। পাঠক! বড়মানুষের বাড়ির দরওয়ানের কথায় এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হল, এই শহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয় আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে,

(যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড়ো ভাত খাবার মতো কুটুম্ব বন্ধবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজকাল শহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁফে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ দেখতে বসুন, প্রতিমে বিসর্জ্জন স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সারতে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোনো দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে ভালো করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন সকালে বাদলা হাওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙালীদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্যে বড়োই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। নানাস্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু কোনো রকমেই মাছ পাওয়া গেল না শেষ একজন জেলে সের দশ বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার আর খুশীর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বলো, তাই দেওয়া যাবে। জেলে বললে, 'মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো! কর্ম্মকর্ত্তা 'বিশ ঘা জুতো'! শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে হয়তো পাগল, কিন্তু জেলে কোনো ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হল। নেমন্তন্নে বাড়ির কর্তা ও চাকর বাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্‌করা কত্তে লাগলো, কিন্তু কোনো রকমেই জেলের গোঁ ঘুচলো না। শেষে কর্ম্মকর্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলে অম্লান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিঠে পড়বামাত্র, জেলে 'মশাই! একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকি দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান, দরজায় বসে আছে, তাকে ডেকে

পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের আদ্দেক দাম না দিলে আমারে ঢুকতে দেবে না বলেছেন, সুতরাং আমিও আদ্দেক বক্‌রা দিতে রাজি হয়েছিলাম'। কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কি জন্যে মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্যে প্রতীক্ষে করে থাকতে হল না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড়মানুষেরা! এই উপাখ্যানটি মনে রাখবেন।



হুজুর দেড় হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন, গা আড়ড! সামনে মুনশী মশায় চশমা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছেন। সামনে কতকগুলো খোলা খাতা ও একঝুড়ি চোতা কাগজ, আর এক দিকে চার পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে 'ক্ষণজন্মা' 'যোগভ্রষ্ট' বলে তুষ্ট করবার অবসর খুঁজছেন। গদির বিশ হাত অন্তরে দুজন 'বেকার' ও 'কন্যাদায়' হালতের পরিচয় দিচ্ছেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুরঘুর কচ্চেন, কেউ হুজুরের কানে কানে দুই-চার কথা কচ্চেন

হুজুর ময়ূরহীন কার্তিকের মতো আড়ষ্ট হয়ে হয়ে বসে রয়েছেন। দত্তবাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন। হুজুর বারোইয়ারি পূজোর বড়ো ভক্ত, পূজোর ক'দিন দিবারাত্রি বারোইয়ারি তলাতেই কাটান, ভাগনে, মোসাহেব, জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্যে দিনরাত শশব্যস্ত থাকেন।"

দত্তবাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবস্ক্রিপশন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমেন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু-টাকার হিসাবে দস্তুরি কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবেও দাওয়ানজীকে খুশি রাখবার জন্যে তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ·ক-রাত্তির কোন্ কোন্ রকম পোশাক পরবেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হইলেন।

কানাইবাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানাস্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হল। (আদায় হবে না, তার ভয় নাই) কোথাও গলাধাক্কা. তামাসা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হল।

বিশ বছর পূর্বে কলকাতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাদার মতো লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন অনেকে চোটের কথা কয়ে বড় মানুষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার একদল বারোইয়ারি একচক্ষু কানা এক সোনারবেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান। বেণেবাবু বড়োই কৃপণ ছিলেন, বাবার 'পরিবারকে' (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাত্তের শুকনো নলগুলি জমিয়ে রাখতেন, একবৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রি কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হত। বারোইয়ারি অধ্যক্ষেরা বেণেবাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়োই রেগে উঠলেন ও কোনো মতে একপয়সা এ বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা অনেকক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না তামাকগুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্স মধ্যে রাখা হয় বালিশের ওয়াড়, ছেলেদের পোশাক, বেণেবাবু অবকাশ মতো স্বহস্তেই সেলাই করেন চাকরদের কাছে (একজন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু বার নিকেশ দেওয়া হয় ধুতি পুরনো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন বেণেবাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ

ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আসতো, কিন্তু তার এক পয়সাও খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেশা) খাঁটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হত; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চশমায় দু'খানি পরকোলা বসানো; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন 'মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে হয় চশমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন নয় আমাদের কিছু দিন। বেণেবাবু একথায় খুশি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর একবার একদল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ শহরের সিঙ্গিবাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিঙ্গিবাবু সে সময় আপিসে বেরুচ্ছিলেন অধ্যক্ষেরা চার পাঁচজনে তাকে ঘিরে ধরে 'ধরেছি' বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গেল। সিঙ্গিবাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বললেন মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিঙ্গির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন পথে সিঙ্গির পা ভেঙে গ্যাছে সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্চেন না সেইখানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে যদি আর কোনো সিঙ্গির জোগাড় কত্তে পারো তাহলে আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ একমাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি কোথাও আর সিঙ্গির দেখা পেলাম না, আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি কোনো মতে ছেড়ে দেবো না চলুন। যাতে মার আসা হয় তারই তদ্বির করবেন। সিঙ্গিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধার বিষয়ে নানা উদ্ভট কথা আচে কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মতো বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হত না আচাভো বোম্বাচাক প্রভৃতি সং প্রস্তুত হত; শহরেরও নানা স্থানের বাবুরা বোটু, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন: লোকের এত জনতা হত যে কলাপাত একটাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিল, চোরেরা আণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গরীব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি। গুপ্তিপাড়া কাঁচড়াপাড়া শান্তিপুর জিলা প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রামে ক-বার বড়োধুম করে বারোইয়ারি পুজো হয়েছিল। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচলক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন সাত বছর ধরে তার

উজ্জুগ হয় প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মার' অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সেকাল নাই বাঙালী বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েছেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চুন দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া শহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর উঁচুগতি কার্ত্তিকের মতো বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিতা, বেশ্যা আর পাকানো কাছা জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পের মতো 'কখনোর' পাল্লায় পড়েছে! কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড়মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল শহরে দু-চার বেণে বড মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলানো বাঁকা সিঁতি পইতের গোচ্ছা গলায় কুচের মতো চক্ষু লাল, কানে তুলোয় করা আতর। লেখাপড়া সকল রকমই জানেন কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই)। আমরা খালি সোনারবেণে বড়মানুষ বাবুদের মজলিসে দেখতে পাই।

মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই বারোইয়ারি খ্যামটা চোহেল ও ফররার লাঘব হবে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরে আপনাদের পাটা, বঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে- থানার সামনে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড (এরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেতো কেরাণীরে ছুটি পেয়েচেন। আজ এই সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে কুমোরকে তারই নমুনা দেখাবেন; কুমোর নমুনা মতো সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত।

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লাল্‌ঠন (রং বেরং সাদা গ্রীন লাল) টাঙানো হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড় তার উপর দরমা তার উপর মাদরাজী খেরোর জাজিম হাসচে। দাঁড়ি পাল্লা,

চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে, গনি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মাচ্চে আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য!

বীরকৃষ্ণবাবু ধুপছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্লেটওয়ালা (ঝাড়ের গোলাপের মতো) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটি কোমরে বাঁদা আছে সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হয়েচে!

পাঠক। নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মতো অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মতো ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড়ো বড়ো বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল, কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো।

নবো মুন্‌শী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হল। সেপাই পাহারা, আসা সোঁটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রাবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মতো রাস্তায়, পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড়ো বড়ো ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো॥ হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে॥ শহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন; রামা মুদ্দফরাস কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি শহরের বড়মানুষেরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শ্যামবাজার, রামবাজার চক ও সাঁকোর বড়ো বড়ো নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড় হাবাতেরা সৌখিন দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখড়াইয়ের পুণ্যে চাকরি জুটে গেল। অনেকে পুজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা থেকে একেবারে আমীর হয়ে পড়লেন-কিছুদিনের মধ্যে তকমা, বাগান, জুড়ি ও বালাখানা বনে গেল।

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্রির বারোইয়ারি তলায় হাফ আখড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটিতে হাফ আখড়াইয়ের দল বসেচে বীরকৃষ্ণবাবু বগি চড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন—দোয়াররা কুঠি থেকে

এসে হাতমুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমায়াৎ হন ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোটবাবু অধ্যক্ষ। ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছের চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিগে; পইতে গোছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালো ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। দেড়ভরি আফিম, দেড়-শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ি রোজকি মৌতাতের উট্‌নো বন্দোবস্ত। পালপার্ব্বণে ও শনিবারে বেশি মাত্রায় চড়ান! অমাবস্যার রাত্তির অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি গুড়গুড় করে মেঘ ডাকচে থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্ছে গাছের পাতাটি নড়চেনা মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হন্ হন্ করে চলচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জ্যুগ কচ্চে; গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়োই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণবাবু, চকবাজারের প্যালানাথবাবু, দলপতি বাবুরো ও দুচার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরাও আসবেন। গাওনার সুর বড়ো চমৎকার হয়েচে দোয়াররাও মিল ও তাল দোরস্ত।

সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মতো—বেশ্যার যৌবনের মতো ও জীবের পরমায়ুর মতো কারুরই অপেক্ষা করেনা। গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড়ো ঝড় উঠলো রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে। মুষলের ধারে ভারী এক পশলা বিষ্টি এল।

একদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে অনেকে এসে জমতে লাগলেন। অনেকে সখের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপ ঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারদেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলচে মজলিস জক্ জক্ কচ্চে পান, কলাপাতের এঁটো নল ও খেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর। মুখুয্যেদের ছোটবাবু লোকের খাতির কচ্চেন 'ওরে' 'ওরে' করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফিনি, মেটো ঘন্টো ও আটা নেবড়ানো লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট্ হয়ে বসে আছেন অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে বাতির আলো জোনাকি পোকার মতো দেখচেন ও এক একবার ঝিমকিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়চি। ঘরটি লোকারণ্য—থাতায় থাতায় ঘিরে বসে

আচেন—থেকে থেকে ফক্‌ড়িটে টপ্পাটা চলচে অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো জোড়াটি হয় পকেটে নয় পা-র নিচে রেখে চেপে বসেচেন—জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই। চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্ধ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু একজন ধরতা দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আসবার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্চেন—দু একজন 'তাইতো' বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথবাবু বারোইয়ারির একজন প্রধান ম্যানেজার, শৌখিন ও খোস পোশাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ। সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না করলে তাঁরে অপমান করা হয়—ঝড়ই হোক্, বজ্রাঘাতই হোক্, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সখ যে, তিনি অবশ্যই আসবেন। ধরতা দোয়ার গোবিন্দবাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে 'মনালে বঁদিয়া' জিক্‌র টপ্পা ধরেচেন গাঁজার হুকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গ্যালো। ঘরের এক কোণে হুকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন ও কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন—এমন সময় একখান গাড়ি গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগলো। মুখুয্যেদের ছোটবাবু মজলিস থেকে তড়াক্ করে লাপিয়ে উঠে বারাণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথবাবু! প্যালানাথবাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—দোয়ার দলে হুর্‌রে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো ঢোলে রং বেজে উঠলো। প্যালানাথবাবু উপরে এলেন—শেকহ্যাণ্ড গুড্ ইভনিং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আদ ঘণ্টা লাগলো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গতবৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েছেন, বাবু বড়ো হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব। সৌখিনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবর্ণ সাহেবের নিকটে তিনমাস মাত্র ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এতদিন চলচে সর্ব্বদা পোশাক ও টুপি পরে থাকেন; (টুপিটি এমন হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কান আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লখ্‌নো' ফ্যাশানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মতো) চুড়িদার পায়জামা, কোমরে দোপাটা, ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোশাক। প্যালানাথবাবুর বাই ও খ্যামটা মহলে বড়ো মান! তাদের কোনো দায় দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানি মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা

দেন ও বারোইয়ারের নামে তসবি পড়েন; মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লখ্‌নৌয়ে পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ্‌ করে থাকেন; ইংরেজি কেতা বাবুর ভালো লাগে না, মনে করেন ইংরিজি লেখাপড়া শেখা সুদ্ধু কাজ চালাবার জন্য মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবারাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড়ো পচন্দ। সর্বদাই নবাবী আমলের জাঁকজমক, নবাবী আমিরী ও নবাবী মেজাজের কথা দিয়ে নাড়াচাড়া হয়।

এদিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন্ রন্ কত্তে লাগলো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উটলো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো—বোধ হতে লাগলো যেন হাড়ীরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙিয়ে মারচে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড়ো খুশি হয়ে সাবাস! বাহবা! ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন—দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগলো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, গাওনার বেতরো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়লো! রাত্তির দুটো পর্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মতো বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোয়ার সৌখিনবাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতিকষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় সং গড়া শেষ হয়েছে। একমাস মহাভারতের কথা হচ্ছিল, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপরে বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মতো ও বলিদানের মহিষের মতো মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার এক শেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া হচ্ছে মাত্র, বস্তুত যা বলচেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনোটা স্বপাক। কথকতা পেশাটা ভালো দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো স্থলে আহার বিহারে আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গালাটা সাধা, চাণক্যশ্লোকের দু আখর পাঠ, কীর্ত্তন সঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথা শোনবার ও সং দ্যাখবার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন! বাজে লোকের মধ্যে

দু-একজন আপনার আপনার কর্তৃত্ব দ্যাখাবার জন্যে 'তফাৎ তফাৎ' কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়েমানুষ দেখে সঙের তরজমা করে বোঝাচ্চেন। সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মতো, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্যোধন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েচেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোশাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মতো সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মতো কালো ও দুর্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মতো পোশাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই একরকম ধুতি, চাদর ও টিকি; হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ি ঢোকবার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা, হাফ, ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চারিদিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতাপোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন এক দল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোনোখানে রাম রাজা হয়েচেন বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান্ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা শহুরে মুচ্ছুদ্দী বাবুদের মতো পোশাক পরে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতা দেবী, সীতের ট্যারচা শাড়ি, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে।

'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন' সং বড়ো চমৎকার। বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনা পেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসির বাড়ি অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ি শোন। আর সেনেদের বাড়ি বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশে রিফর্মেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না।

(মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিস, বড়ো আদালত, টাকার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্ম সভায় মিটিং ও ক্লাব হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটরি করে যা পান, ট্যাস্‌লওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান, রিপু কত্তে ও জুতো বুরুশেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাষ্টারি কখনো কখনো স্বীকার কত্তে হয়।

কোথাও 'অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় বসে ঝুলে মরি' সং অসৈরণ সইতে নারি মহাশয়; ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেণ্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতে ও) বনাতের বিলাতী কোট, চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চস্‌মা! রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফর্মেশনের স্পিচ করেন দেখে—শিকেয় ঝুলচেন।

এ সওয়ায় বারোইয়ারিতলায় 'ভালো কত্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি তা দে, 'বুক ফেটে দরোজা, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, খ্যাঁদা পুত্তের নাম পদ্মলোচন' 'মদ খাওয়া বড়ো দায় জাত থাকার কি উপায়' 'হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি' প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু-পাশে 'বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবের সং বড়ো চমৎকার হয়েচে। বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মতো নুদুর নাদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মতো মাতায় কামানো চৈতনফক্কা ঝুঁটি করে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মতো গুটিকতক সোনার মাদুলি—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ গত বৎসর আশি পেরিয়েচেন অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে! গেরস্তগোচের ভদ্দলোকের মেয়ে ছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হারিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্রনবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—দুদে আলতার মতো রং—আলবার্ট ফ্যাসানে চুল ফেরানো—চীনের শুয়ারের মতো শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে—হাতে লালরুমাল ও পিচের ইষ্টিক সিমলের ফিনফিনে ধুতি মালকোঁচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরবে 'হিদে জোলার নাতি।'

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোনার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—

মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্তি সিঙ্গির গা রুপোলী গিলটি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকরুণের বিবিয়ানা মুখ—রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিঙ্গিওয়ালা কুইনের ইউনিকরণ্ ও ক্রেস্ট!

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজো, শনিবার বীরকৃষ্ণ দাঁর কানাই দত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণবাবুর ফ্রেণ্ড আহিরীটোলার রাধামাধব বাবুরো ব্যালা তিনটে পর্যন্ত বারোইয়ারি তলায় হাময়াও হয়েছিলেন তিনটে বড়ো বড়ো অর্ণা মোষ, একশো ভেড়া ও তিনশো পাঁটা বলিদান করা হয়েচে—মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মোণ্ডাটি ওজনে দেড় মণ। শহরের রাজা, সিঙ্গি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড়ো বড়ো দলস্থ ফোঁটা, চেলীর জোড়, টিকি ও তেলকধারী উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে—'সুপারিশ', 'অনাহূতে' 'বেদলে' ও 'ফলারেরা' নিমতলার শকুনির মতো টেঁকে বসে আছেন—কাঙ্গালী, রেও অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল—পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরিব গ্রেপ্তার হয়! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে থানার দারোগা ও জমাদারের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সে বারের মতো রেহাই পায়!

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য। শহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখতে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখচে। ক্রমে মজলিসে দু এক ঝাড় জেলে দেওয়া হল—সঙেদের মাথার উপর বেল ল্যান্‌ঠন বাহার দিতে লাগলো! অধ্যক্ষ বাবুরা একে একে জমায়াত হতে লাগলেন, নল করা থেলোহুঁকো হাতে পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চিৎকার ও 'এটা কর' 'ওটা কর' করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে। দেড়মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড়ো সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেনের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর, দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিটে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অস্তঃশিলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে!

শহরে ঢিঢি পড়ে গ্যাচে. আজ রাত্রে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ আখ্‌ড়াই হবে। কি ইয়ার গোচের ক্লল বয়, কি বাহাত্তুরে

ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচানো ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চারপুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা অকর্মণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন! কালো ফিতের ঘুন্‌সি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর মতো স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হল জুতোরা বেশ্যার মতো নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—একদিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং অন্যদিকে নানারকম পোশাক পরা কাঠগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড় মানুষেরা ট্যাস্‌ল ওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইস্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণবাবু লক্কাই লাট্টুর (লাটিম) মতো ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু-কশ দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মতো পানের পিক গড়িয়ে পড়চে—চাকর, হরকরা, সরকার; কেরানী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যালবার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং করে গির্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গেল। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে টলতে টলতে আসরে নাবলেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজ ঘরে) শুয়ে পড়লেন। বাঙালীর স্বভাবই এই পরের জিনিস পাতে পড়লে শিগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না (পেট সেটি বোঝে না বড়ো দুঃখের বিষয়।) দেড় ঘন্টা ঢোল বেহালা, ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজলো—গোঁড়ারা দুশো বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকরুণ বিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুঝতে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হতে পাল্লেম না) উটে গেলে চকের দল আসরে নাব্‌লেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম করে গেয়ে শোভাভরী। সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘন্টার জন্যে মজলিস খালি রইলো; চায়নাকোট ক্রেপের, নেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা পিঁপড়ের ভাঙা সারের মতো ছড়িয়ে পড়্‌লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গেল। চুরোট্, তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠলো যে, সে বারে 'প্রোক্লেমশনের উপলক্ষে বাজিতে' বা কি ধোঁ হয়েছিল! বড়ো বড়ো রিভিউয়ের তোপেও তত ধোঁ জন্মে না। আদঘন্টা প্রতিমেখানি দেখা যায়নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো।

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মতো, বসন্তের কুয়াশার মতো ও শরতের মেঘের মতো ধোঁা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গেল। দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গ্যালেন। চকবাজারেরা নাবলেন ও ধোপাপুকুরের বিরহের উতোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোলজারদের মতো দল বেঁধে দু থাক হল। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন এক দলে মিত্তির খুড়ো আর একদলে দাদাঠাকুর বাঁদন্দার! বিরহের পর চাপা কাঁচা খেউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ; (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাকবে না।

তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের 'সাবাস্'। 'বাহবা'। 'শোভান্তরী'। 'জিতারও'। দিতে দিতে গলা চিরে গেল; এরই তামাসা দেখতে যেন সূর্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন। বাঙালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন। কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন। পাখিরা ছি! ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উঠলো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাসতে লাগলেন! ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন, সুতরাং চকের দলকে তার উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থামলে চকের দলেরা আসরে নাব্‌লেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো ওদিকে আখড়া ঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে, আধ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজলিসে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে 'আমাদের জিত'! 'আমাদের জিত!' করে চেঁচামেচি কত্তে লাগলেন (হাতাহাতিও বাকি রইলো না) এদিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুর্‌রে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেশার খোয়ারি—রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জায় মুখুয্যেদের ছোটবাবু ও দু-চার ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়লেন। চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা মোজা পায়; জুতো কোথায় তার খোঁজ নাই! গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গেল, দর্শকেরা হাফ আখড়াইয়ের মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে সুত্‌ ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের জোগাড় দেখতে লাগলেন। ভাড়াও চেয়ে নেওয়া চায়না-

কোট, ধুতি চাদর জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিববাড়ি ফিরে গেল !

আজ রবিবার। বাম্বাইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জমলেন; এখনো অনেকের 'চোঁয়া ঢেঁকুর' 'মাতা ধরা' 'গা মাটি মাটি' সারেনি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে—প্রথম দল গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখ্‌ড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশির ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবরি চুল, উল্কী ও কানে মাক্‌ড়ি! অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন তারপর বাসদেব ও মনি গোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত 'কালো জল খাবো না।' 'কালো মেঘ দেখবো না!' (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) 'কালো কাপড় পরবো না'! ইত্যাদি কথাবার্তায় ও 'নবীন বিদেশিনীর' গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরানো বনাত ও শালের গদি হয়ে গেল। টাকা; আধুলি, সিকি ও পয়সা পর্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে 'বাবা দে আমার বিয়ে' ও 'আমার নাম সুন্দরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে' প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙেরও অভাব ছিল না। ব্যালা আটটার সময় যাত্রা ভাংলো, একজন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ প্যোঁকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গেলেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্তি) কিন্তু প্রতিমার সিঙ্গি হাতীকে কামড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়োই রাগ হল ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা সুরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ মেলে টেড়্‌টা পেতে তোমায় যেতে হত হরিণ বাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্রানযুড়ি।
সিঙ্গি মামা টেরটা পেতেন ছুটতে হত উকিলবাড়ি।"

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গেলেন।

শহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড়ো ইতরবিশেষ নাই; মাতাল হলে কি রাজাবাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোব্‌রা প্রায় এক মূর্তিই ধরে থাকেন)

ঘরে ধরে রাখবার লোক নাই বলেই আমরা নর্দ্দমায়, রাস্তায়, থানায় গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। শহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, সুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পাননা। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন সে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে চারি আনা জরিমানা, এক রাত্তির গারদে বাস পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকামাত্র, কিন্তু বাঙালী বড় মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যান্টনমেণ্ট ফোর্ট, রেলওয়ে, এষ্টেশন ও অকৃসনে মদ খেয়ে মাতলামি করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্সিস ও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার। একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাড়ির মেজো বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেচেন; সামনে মালিনী ও বিদ্যে 'মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে বছর ষোলো বয়েসের দুটো (ষ্টড্‌ব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যামটা নাচ্চে। মজলিসে রুপোর গ্লাসে ব্রাণ্ডি চলচে বাড়ির টিকটিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভোঁ! ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার; চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে মালিনী বাবুদের দোহাই দিয়ে কেঁদে বাড়ি সরগরম করে তুললে বাবুর চটকা ভেঙে গেল, দেখলেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড়ো রাগত হলেন 'কোন বেটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়' এই বলে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ তোগে ছুড়ে মাল্লেন—গেলাসটি কোটালের রগে লাগবামাত্র কোটাল 'বাপ'। বলে অমনি ঘুরে পড়লো, চারিদিক থেকে লোকেরা হাঁ! হাঁ। করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল মুখে জলের ছিটে মারা হল ও অন্য অন্য নানা তদ্‌বির হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্বপেলেন।

আর একবার ঠন্‌ঠনের 'র' ঘোষজাবাবুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা

হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পোঁকে মজলিসে আড় হয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুনছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁশেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হল কিন্তু আসরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে 'কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও কেষ্ট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, 'ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই' কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না (কৃষ্ণ তাঁরে নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। আর একবার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড়ো নাকাল হয়েছিলেন, সেটিও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই শহরে বেনে টোলার দ্বীপচাঁদ গোস্বামীর অনেকগুলি বড়মানুষ শিষ্য ছিল। বার্ সিমলের বোস বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। একদিন আমতার রামহরিবাবু বোসজাবাবুরে এক পত্র লিখলেন যে, 'ভেক নিতে তাঁর বড়ো ইচ্ছা, কিন্তু গুটিকতক প্রশ্ন আছে, সেগুলি যতদিন পূরণ না হচ্ছে, ততদিন শাক্তই থাক্‌বেন।' বোসজা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, রামহরিবাবুর পত্র পেয়ে বড়ো খুশি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে প্রভু নদেরচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরিবাবুর সোনাগাজীতে বাসা। দু-চারইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন সকালে বাড়ি আসেন, মদ ও বিলক্ষণ চলে, দু-চার নিমগোচের দাঙ্গার দরুণ পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোনাগাজীর বড়ো জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম যেন মূর্তিমন্ত হয়ে সোনাগাজী পবিত্র করেন। নদেরচাঁদ গোস্বামী বোসবাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মতো চৈতনফক্কা সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাপড়া চন্দন, বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে! গোস্বামীর কল্‌কেতায় জন্ম, কিন্তু কখনও সোনাগাজীতে ঢোকেন নাই (শহরের অনেক বেশ্যা সিম্‌লের মা গোঁসাইয়ের জুরিসডিক্সনের ভেতরে)। গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরিবাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরিবাবু কুটি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশায় ভর হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে 'অব্ হজরত যাতে লণ্ডন কো' গাচ্চেন, আর একজন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ

কচ্চেন ; এমন সময় বোস্‌বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশায় উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা রকম গোঁসাইকে দেখলে কার না রাগ হয় ? সকলেই মনে মনে বড়ো ব্যাজার হয়ে উঠলেন, বোস্‌জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরিবাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে চোক টেপাটেপি হয়ে গেল। একজন দৌড়ে কাছের দরজির দোকান থেকে হয়ে এলেন। এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোস্টপন্ হল—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগলো।

গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানাপ্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন ; রামহরিবাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরিবাবু গোস্বামীকে বল্লেন 'প্রভু! বোষ্টুম তন্ত্রের কটি বিষয়ে আমার বড়ো সন্দেহ আছে, আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে ; প্রথম, কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে কেমন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন ?

দ্বিতীয়, 'একজন মানুষ (ভালো, দেবতাই হল) যে ষোলো শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কী কথা ?

তৃতীয়, 'শুনেচি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চপ খেতে দোষ কি ? আর বোষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে ; দেখুন বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।' প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চমকে গেল, পালাবার পথ দেখতে লাগলেন; এদিকে বাবুর দলে মুচকে হাসি, ইশারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চলতে লাগলো। গোস্বামী মনের মতো উত্তর দিতে পাল্লেন না বলে একজন মোসাহেব বলে উঠলো 'হুজুর'। কালীই বড়ো ; দেখুন কালীতে ও কেষ্টতে ক-পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্তিক—তার বাহন ময়ূর—ময়ূরের যে ল্যাজ তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়ো।' একথায় হাসির তুফান উঠলো। গোস্বামীর নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ারতিমোয় গরম হয়ে পিট্টানের পথ দেখ্‌বেন কি, এমন সময় একজন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর একজন 'কি করো।' 'কি করো!' বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে

জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁফ ছাড়লেন। রামহরিবাবু ও মোসাহেবদের খুশীর সীমা রইলো না। অনেক বড়মানুষে এই রকম আমোদ বড়ো ভালবাসেন ও অনেকস্থানে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হয়। কলকেতা শহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায়, সকলগুলি সৃষ্টি-ছাড়া ও অদ্ভুত! চোরবাগানে দনুকর্ণ মিত্তিরবাবুর বাপ, ষ্ট্যাট ড্রাইব মন্‌কিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন! দনুবাবু কলেজে পড়েন, এক্‌জামিন পাশ করেচেন, লেকচার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। শহরের বাঙালী বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও বুদ্ধি এমনি সূক্ষ্ম যে, নেই বললেও বলা যায়, লেখাপড়া শিখতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়ায়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ মার ভয়ে ওষুধ গেলাগোছ! সুতরাং একজামিন পাশ করবার পূর্ব্বে দনুকর্ণবাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্যন্ত হয়ে গিছলো। দনুবাবুর দু'চার স্কুলফ্রেণ্ড সর্ব্বদা আসতেন যেতেন, কখনো কখনো লুকিয়ে চুরিয়ে চরস্‌টা, মাজমের বরপিখানা, সিদ্ধিটে আসটাও চলতো; ইচ্ছে খানা এক আধ দিন শেরিটে, শ্যামপিনটারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার করে বড়মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্বদা তাইস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই ইচ্ছেখানায় ব্যাঘাত পড়েছিল!

সমর ভেকেশনে কালেজ বন্ধ হয়েচে—স্কুল মাস্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে বেড়াচ্চেন। পণ্ডিতেরা দেশে গিয়ে লাঙল ধরে চাষবাস আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোচেরই দেখা যায়)। দনুবাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুলফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন; এমন সময় কালেজের প্যারীবাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে অতিসন্তর্পণে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। প্যারীবাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চারদিকের দোর, জানলা বন্ধ হয়ে গেল; প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেড়ালে চুরি করে দুদ খাবার মতো করে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগ্‌লো—ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো; দোর, জানালা খুলে দেওয়া হল, চেঁচিয়ে হাসি ও গররা চলতে লাগলো। শেষে শেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্পিচ্ ও টেবিল চাপড়ানো চললো, ভয় লজ্জা

পেয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে দনুবাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চিৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চিৎকার ও হৈ-চৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়োই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দনুবাবুকে যাচ্ছেতাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন। কর্ত্তার গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বড়োই চটে উঠলেন ও দনু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে একটা ঘুষি মাল্লেন। কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষত ঘুষোটি ইয়ংবেঙ্গালী (বাঁদুরের বাড়া), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ির ভিতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন; এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হল ও মার কাছে গিয়ে বললেন, 'মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক! তোমার ভয় কি! ও ওল্ডফুল মরে যাক না কেন, ওকে আমরা চাইনি; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেলথ (ড্রিঙ্ক) করবো, ও ওল্ড ফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই'!

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রীম কোর্টের মিমুয়াস', থিফ, রোগ এণ্ড পিকপকেট উকিল সাহেবদের আপিসের খাতাঞ্চী। আপিসের ফেরতা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দুধারি দোকানও ফাঁক যাচ্ছে না পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গ্যাচে, পা-ও বিলক্ষণ টলচে, ক্রমে জোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে এলিয়ে পড়লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে পড়ে গেল; শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বাবুদের বাড়ির একজন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টলতে টলতে যাচ্ছিল। রামবাবু তাকে দেখে 'আরে ব্যাটা মাতাল' বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বললি।' রামবাবু বললে, 'আমি রাম।' চাকর বললে, 'আমি তবে রাবণ।' রামবাবু 'তবে যুদ্ধং দেহি' বলে যেমন তাকে মাত্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোঁকে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলো। থানার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। চাকর মাতাল কিছু ঠিক ছিল, পুলিসের সার্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে। রামবাবু ও সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে

দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'ছিঃ বাবা, এখন রামের হনুমানকে দেখে ভয়ে পালালে। ছিঃ।'

রবিবারটা দেখতে দেখতে গেল, আজ সোমবার শেষ পূজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ, আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেত্তন।

বাই নাচের মজলিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েচে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজার বেজেন্দরের কুকুরের বের মজলিস এর কাছে কোথায় লাগে? চকবাজারের প্যালানাথবাবু বাইমহলের ডাইরেক্টর, সুতরাং বাই ও খ্যামটা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। শহরের নন্নী, নুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী, মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড়ো বড়ো বাইয়েরা ও গোলাপ শ্যাম, বিদু; খুদু, মণি ও চুনী খ্যামটাওয়ালীরা নিজ নিজ তোব্‌ড়া তুব্‌ড়ি সঙ্গে করে আসতে লাগলেন—প্যালানাথবাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মতো সমাদরে রিসিভ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়্‌চে না।

প্যালানাথবাবু হীরের ওয়াচ গার্ডে ঝোলানো আধুলির মতো মেকাবী হন্টিঙের কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজলিসে বাতির আলো শরতের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলার মন্দিরের রুনুঝুনু তালে 'আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানিরে' গানের সঙ্গে এক তরফা মজলিস রেখেচে। ছোট ছোট 'ট্যাস্‌ল' 'হামামা' ও 'তাজিরা' এ কোণ থেকে ও কোণ, এ চৌকি থেকে ও চৌকি করে ব্যাড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা), এমন সময় একখানা চেরেট গুড় গুড় করে বারোইয়ারিতলায় 'গড সেভ দি কুইন' লেখা গেটের কাছে থামলো। প্যালানাথবাবু দৌড়ে গ্যালেন—গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতো সুদ্ধ একটা দশমুনি তেলের কুপো ও এককুটে মোসাহেব নাবলেন, কুপোর গলায় শিকলের মতো মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠারোটা করে ছত্রিশটা আংটি।

প্যালানাথবাবুর একজন মোসাহেব 'বড়বাজারের পচ্চুবাবু তুলোর ও পিস্‌গুডের দালাল, বিস্তর টাকা! বেশ লোক' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, পচ্চুবাবু মজলিসে ঢুকে মজলিসের বড়ো প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলি হল, শেষে পচ্চুবাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সঙেদের (যথা কেষ্ট, বলরাম, হনুমান প্রভৃতি) ভক্তিভরে প্রণাম কল্লেন ও বাইজীকে সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকি জুড়ে বসলেন। দুটি হাত, এককুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাতত কিছুক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকি ইজারা নেওয়া হল, কুটে মোসাহেব

পচ্চুবাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁকে আর কে দেখতে পায়? বড়মানষের কাছে থাকলে লোক যে 'পর্বতের আড়ালে আছ' বলে থাকে, তার ভাগ্যে তাই ঠিক ঘটলো।

পচ্চুবাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাসচে, প্যালানাথবাবু আতর, পান, গোলাব ও তোররা দিয়ে খাতির কচ্চেন; এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠলো প্যারালালবাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিসে এলেন।

রাজাবাহাদুরের গিল্টি করা গালা ভরা আসা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো! অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারা মাথায় খিড়কিদার পাগড়ি জোড়া পরা পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদমাইশের ও ন্যাকার সর্দার! বাই, রাজা দেখে কাচবাগে সরে এসে নাচতে লাগলো, 'পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন' বলেই তবলজী ও সারেঙ্গীরা বড়ো রকমের সেলাম বাজালে, বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোনো অপরূপ জানোয়ারের মতো রাজাবাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো, শহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোশাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিস রন্‌রন্ কত্তে লাগলো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

ক্রমে আকাশের তারার মতো মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিস থেকে খসলেন, বুড়োরা সরে গেলেন, ইয়ারগোচর ফচকে বাবুরা ভালো হয়ে বসলেন, বাইরা বিদেয় হল খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যামটা বড়ো চমৎকার নাচ। শহরের বড়মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলে পুলে, ভাগনে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোনো কোনো বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান কোনোখানে কিস না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বলবার যো নয়!

বারোইয়ারিতলায় খ্যামটা আরম্ভ হল, যাত্রার যশোদার মতো চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে 'ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরান হারালি' গাচ্চে, খ্যামটাওয়ালীরা ক্রমে নিমন্তন্নেদের সকলের মুখের

কাছে এগিয়ে এগিয়ে অগগরদানী ভিকিরির মতো প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন। রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হল—খ্যামটাওয়ালীরা অধ্যক্ষ মহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গেল।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড়ো পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড়ো বড়ো কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রামবসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড়ো বড়ো বড়ো কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড়মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীরদল এই সময় জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন বাগবাজারেরা শহরের টেক্কার হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পাবলিক আটচালা ছিল; সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন—এ সওয়ায় বোসপাড়ার ভেতরেও দুচার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা আদমরা বুড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার খাঁকতিতে মনমরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনরেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার রুইন মাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড়মানুষেরা এখনকার বড়মানুষদের মতো ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড়ো ছিল—দু-তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হত না, তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগতো. চাকরের তেল মাখানির শব্দে ভূমিকম্প হত বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বসতেন, সেই সময় বিষয়কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সই ও মোহর মারা চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড়ো প্রিয় হত. বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস পেতো, কিন্তু ভদ্রলোক বাড়ি ঢুকতে পেতোনা; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরোয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোনো কোনো বাবু

সমস্ত দিন ঘুমুতেন সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্ম কত্তেন দিনরাত্ত ছিল ও রাতদিন হত। রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হল, (বাঙালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচারচন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হল। ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হল। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বসলো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গেল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হল। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙালীদের চোখ ফুটে উঠলো।

একদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হল, ভালকোর জাগা ও নিমতের রামা ঢোলে 'মহিম্নস্তব' 'গঙ্গাবন্দনা' ও 'ভেটকিমাছের তিনখানা কাঁটা' 'অগরদ্বীপের গোপীনাথ', 'যাবি তো যা যা ছুটে যা' প্রভৃতি বোল বাজাতে লাগলো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চারগুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

বড়ো বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক।
এইবারে গেরে, তোমার কল্লে সূর্পনখার নাক ॥

আস্তাই।

ক্যামন সুখ পেলে, কমলে শুলে, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর বড়ো নিতে জোর করে।
এখন জারী গেল, ভূর ভাঙলো, তোমার আত্তো জুলুম চলবে না।
পেলেন কোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাঙলো জাক ॥
বে আইনী দফার ফা ইদমাইশি হল খাক ॥

মোহাড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবেনা।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুষড়ে গিয়েচেন।
কংস ধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফৌজা চলবে না ॥

জমিদারী কবি শুনে শহুরেরা খুশি হলেন, দু চার পাড়াগেঁয়ে রায়চৌধুরী, মুনশী ও রায়বাবুরা মাথা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আম মোক্তারেরা চোক রাঙিয়ে উঠলো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচতে লাগলো।

স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি সার বেঁধে বেরিয়েচে। মেথরেরা ময়লার গাড়ি ঠেলে জকসেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিতরাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

ঝুলিতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠকঠকি; সবফাঁকি।

লোকের দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া গানজুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গোরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা জুড়ে যাচ্চে ক্রমে ফরসা হয়ে এল। বারোইয়ারিতলায় কবি বন্দ হয়ে গেল; ইয়ার গোছের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধবুড়োরা কেত্তোনের নামে এলিয়ে পড়লেন; দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বোষ্টম একত্র হল সিমলের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন।

সিমলের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প দেখতে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খনখন কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হল—কিত্তুনী 'তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করি খাঞীছে তাথইয়া তাথইয়া' গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন। চারিদিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগলো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগলে। কিত্তুনী কখনো হাঁটু গেড়ে কখনো দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগলো—

হরিপ্রেমে একজন গোঁসাইয়ের দশা লাগলো গোঁড়ারা তাকে কোলে করে নাচতে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন. জিব দিয়ে সেইখানের ধুলো চাটতে লাগলো।

হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি। গোঁসাই বললেই একটা বিকটাকার ধুম্মলোচন হবে,. ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্ট আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড়ো বড়ো বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওটবার যো নাই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেকে দুর্ল্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ. মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন। পেটভরে মালপো ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দেখে চৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥
প্রেমারাধ্যা রাধা সমা তুমি লো যুবতী।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি॥

প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা আণ্ডার টেকরের (মুদ্দফরাস) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেললেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন। একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড়ো জব্দ হয়েছিলেন। এখানে সে উপকথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবতন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরু সেবা না করে স্বামী সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচবিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলুদিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটি শিবের মন্দির, একটি শান বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্ম্মে চক্রবর্তীকে মাছের জন্যে ভাবতে হত না। এ সওয়ায় ২০০ ব্রহ্মোত্তর বিঘা জমি, চাষের জন্যে পাঁচখানা লাঙল, পাঁচজন রাখাল চাকর, পাঁচজোড়া বলদ নিয়ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্তীর উঠোনে দুটি বড়ো বড়ো ধানের মরাই ছিল; গ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, শহরের ব্রকভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি-চাটুয্যের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর-কনের বয়স ১০/১১ বছরের বেশি ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ ছিল, কেবল পালপার্ব্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব তাবাস চলতো। ক্রমে হরহরিবাবু কালেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হল, সুতরাং চক্রবর্তী জামাই নেযাবার জন্য স্বয়ং শহরে এসে ব্রকভানুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রকভানুবাবু চক্রবর্তীকে কয়দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন; শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে বিয়ে পাঠালেন। একজন দরওয়ান, একজন সরকার ও একজন চাকর হরহরিবাবুর সঙ্গে গেল।

জামাইবাবু তিন চারদিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গেল চক্রবর্তীর শহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি—জামাই দেখতে এল। ছোঁড়ারা শহুরে লোক প্রায় দ্যাখেনি, সুতরাং পাঁলে পালে এসে হরহরিবাবুরে ঘিরে বসলো—চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগলো; একদিকে আশপাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; একপাশে কক্ককগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক

ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করাবার জন্তে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। পূর্ব্বে জলযোগের জোগাড় করা হয়েচে পিঁড়ের নিচে চারিদিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাইবাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বসতে যাবেন অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গেল, জামাইবাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন। শালী-শেলোজ মহলে হাসির গররা পড়লো। (জলযোগের সকল জিনিস গুলিই ঠাট্টা পোরা) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলা ও মাকড়সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দুচার শালা সম্পর্কের জুটে গেল; শহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গেল।

রজনী উপস্থিত সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে রাখালরা বাঁশি বাজাতে গোরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আসচে—লম্পট শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্তে বাঁশ ঝাড়ের ও তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকচে। ভাম খটাশ ও ভোদড়রা শিবের ভাঙা মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে। এমন সময়—একদল শিয়াল ডেকে উঠলো—এক প্রহর রাত্তির হয়ে গেল। ছেলেরা জামাইবাবুরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়েই জামাইবাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলেন। বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময় ও শ্বশুরালয়ে যান নাই, সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন দুই-জনেই বালক বালিকাছিলেন; সুতরাং হরিহরিবাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রীমান করে থাকলে তিনি কালেজী ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙাবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখাপড়া শিখে তাঁর চিরহৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে। বাঙালীর স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া 'মিস স্টো, মিস টমসন, মিসেস বরকরলি ও লেডী কিটন, বুলুয়ার কিটন হতে পারে না? বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এবখনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল করনেসে বদ্ধ

হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ভ্রাতার বর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙালী সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোনো বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কৃতবিদ্যা দেখা যায় না! বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর হয়তো বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া সাফরিদের মাদুলি ও বালসির চর্ণামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাইবাবুর মনে নানারকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ও পথের ক্লেশের অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন।

এদিকে চক্রবর্তীর বাড়ির গিন্নীরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগলেন যে 'তাই তো গা! জামাই এসেচেন, মেয়েও যেটের কোলে বছর পনেরো হল, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।' সুতরাং চক্রবর্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে প্রভু, তুরী, খুন্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদীর আয়োজন হতে লাগলো!

হরহরিবাবু গুরুপ্রসাদীর কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত। বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্বালংকার ভূষিত হয়ে বেড়াচ্চে। তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন। সুতরাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধুম? ছোকরা বললে 'জামাইবাবু, তা জানো না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে।"

'আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে' শুনে হরহরিবাবু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদী হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন। কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোনো বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝিপোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সংবাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্যে তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গদনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্ত গতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে

লাগলো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগলো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগলেন।



চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতর বড়ো ধুম! গোস্বামী বরের মতো সজ্জা করে জামাইবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরিবাবুর স্ত্রী নানালংকার পরে ঘরে ঢুকলেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগলো।

হরহরিবাবু ছোঁড়ার কাছে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নিচে লুকিয়েছিলেন, এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন,

কন্যাটি কি করে! 'বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ' এটি চিত্তগত আছে. সুতরাং আর কোনো আপত্তি কল্লে না সুড়সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'বলো; আমি রাধা তুমি শ্যাম'; কন্যাটিও অনুমতি মতো 'আমি রাধা তুমি শ্যাম' তিনবার বলেচে, এমন সময় হরহরিবাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে 'এই 'কাঁদে বাড়ি বলরাম' বলে গোস্বামীকে কুলসই কত্তে লাগলেন; ঘরের বাইরে প্যাড়া বোষ্টমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিল—প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর কুল সইয়ের চিৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো, মেয়েরা উলু দিতে লাগলো, কাঁসর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গ্যালো। হরহরিবাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙে বললেন। দারোগা ভদ্দরলোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়।), তাঁরে অভয় দিয়ে সেদিন যথাসমাদরে বাসায় রেখে তারপর দিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো, 'যা'—ইনি কেমন করে ঘরে ছিলেন!' শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন. বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে! সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গেল, লোকেরও চৈতন্য হল; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্ত্তমানে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্ব্বাহ হয়।

আর একবার এক সহরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ী কেষ্টলীলা করে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দী। দিনকতক বাবুদের বড়ো জলজলা হয়ে উঠেছিল—চৌঘুড়ি, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি! উমেদার, বেকার, রেকমেণ্ড চিঠিওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো! বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাকতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবেই বাবুদের কাজকর্ম দেখ্‌তেন। একদিন রবিবার বাবুরা বাগানে গিয়েচেন, এই অবকাশে বাড়ির প্রভু,—খন্তি, খোল, ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত; বাড়ির ভেতরে খবর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হল, সকল মেয়েরা একত্র হলেন, চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো

লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ি ফিরে যান এমন সময় ছোটবাবু এসে পড়লেন। ছোটবাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখানো হল? প্রভু ভয়ে আমতা আমতা গোছের 'আজ্ঞা হাঁ।' করে সেরে দিলেন। ছোটবাবুর কাছে একজন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিল, সে বললে, "হুজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্ধনধারণটা হয়নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্ধনধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকি কেন?" ছোটবাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হল—দরজার পাশে একখানা দশ বারো মণ পাথর পড়েছিল, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপনে গোস্বামীর কোমর ভেঙে গ্যালো। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন ত্যামন স্থলে লীলা কত্তে আর স্বয়ং যাননা—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ি পালকি চড়ে উপস্থিত হন।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেওন বন্ধ হয়ে গ্যালো। কেত্তনের শেষে একজন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে :

বাউলের সুর।

—আজব শহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি, জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কী কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইশির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আসা ছড়ি, শুঁড়ী সোনারবেণের কড়ি,
খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙ্গানি লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিলটি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

—গানটি শুনে সকলেই খুশি হলেন। বাউলে চার আনার পয়সা বকসিস্ পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পুজো শেষ হল, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হল, তারপর বিসর্জন করবার আয়োজন হতে লাগলো। আমমোক্তার কানাইধনবাবু পুলিস

হতে পাশ করে আনলেন। চারদল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক সোয়ার, নিশেন ধরা ফিরেঙ্গী, আশাসেঁাটা, ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মতো করে তাতেই প্রতিমে তোলা হল, অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চললেন, দুপাশে সঙেরা সার বেঁদে চললো। চিৎপুরের বড়ো রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, রঁাড়েরা ছাতের ও বারান্দার উপর থেকে রুপো বাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাসা দেখতে লাগলো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চলতি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখতে লাগলেন। হাটখোলা থেকে জোড়াসঁাকো ও মেছোবাজার পর্যন্ত ঘোরা হল. শেষে গঙ্গাতীরে বিসর্জ্জন করা হল। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, আজ তারই শ্রাদ্ধ ফুরুলো, বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাকলে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরা মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যালো, শেষে ইনসলভেণ্ট নিয়ে ফরেশডাঙায় গিয়ে বাস করেন, কিছুদিন বাদে হঠাৎ ঘরচাপা পড়ে মারা গেলেন। আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রীম কোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে স্যার রবার্ট পিল সাহেবের বিচারে চোদ্দ বছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবারেরা কিছুকাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগলো। নুড়িঘাটা লেনে হুজুর কোনো বিশেষ বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গ্যালেন। প্যালানাথ বাবু একদিন কতকগুলি বাই ও মেয়ে মানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা বড়ো ঝর উঠলো, মাঝিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্‌টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গেল। বাবু বড়মানুষের ছেলে, কখনো সঁাতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়লেন তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই।

মুখুয্যেদের ছোটবাবু ক্রমে ভারী গাঁজাখোর হয়ে পড়লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখ্‌লেন, বাল্‌সির চরণামৃত খেলেন, সাফরিদের মাদুলি ধারণ কল্লেন; কিন্তু কিছুতে কিছু হলনা, শেষে বিরাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন আজও তার ঠিকানা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা

গিল্‌টি অবলম্বন করে কিছুকাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পুজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেছেন। পচ্চুবাবু, অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ ও দোস্তারেরা এখনও বেঁচে আচেন; তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

২, মহাপুরুষ

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে! একদিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলচি, এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বললে যে, 'ভূকৈলেসের রাজাদের বাড়ি একজন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড়ো বড়ো অশ্বত্থগাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েচে—চোখ বুজে ধ্যান কচ্ছেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুললেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন, শুনে আমাদের বড়ো ভয় হল! ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়ীতেও এসে মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগলেম, লাট্টু, ঘুড্ডি, ক্রুকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখ্‌বার ইচ্ছে ক্রমে বলবতী হয়ে উঠলো; শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় 'বেঙ্গমাবেঙ্গমী' 'পায়রা রাজা', 'রাজপুত্তুর সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর—'চারবন্ধু', 'তালপত্তরের খাঁড়া জাগে ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে' ও 'সোনার কাটি-রুপোর কাটি' প্রভৃতি কতরমক উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম। হায়! বাল্যকালের সে সুখময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিত সংসারহৃদয় কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হত, সকলেরই বিশ্বাস ছিল; ভূত, পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হত—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌তো না, অমর বর পেলে ও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে একজন চাকরকে পরদিন সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আনতে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো দু-এক গল্প বললেন।

ঠাকুরমা বললেন—বছর আশি হল (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময় পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐরকম অচৈতন্ত হয়ে ধ্যানে ছিলেন।

মাঝিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড়ো যত্ন করে নৌকোয় রাখলেন। তখন ছাপ্‌ঘাটির মোহানায় জল থাকতো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আসতেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আসতে হল। একদিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকা যাচ্চে, মাঝি ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর একজন মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। এদিকে এ মহাপুরুষ নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, ডাঙার মহাপুরুষ এসে দাঁড়াবামাত্র চোখ দিয়ে দেখলেন, এরিমধ্যে ড্যাঙার মহাপুরুষও হাসতে হাসতে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাঝিও অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো। বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুষের দেখতে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মুনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশহাত মাটির ভিতর এক মহাপুরুষ দেখেছিল, তাঁর গায়ে বড়ো বড়ো অশ্বত্থগাছের শেকড় জমে গিয়েছিল, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালা কাঠের মতো হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন কেউ তাঁর ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লেম। ঠাকুরমাও শুতে গ্যালেন।

তার পরদিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড়ো জয়ঢাকের মতো মাদুলিতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলাম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—মহাধ্যায়ী দু-চার সমকক্ষ বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হল; একদিন আমরা একটার সময় গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা করে বেড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড় মানুষের বাড়ি রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেনবাবুর সুপারিশে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড়ো ভালবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য

পান দিয়ে তুষ্ট কত্তে ত্রুটি কত্তোনা। পণ্ডিত মহাশয় মাঠে আসবামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও একদোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠে খিলি বড়ো পছন্দ কত্তেন, পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বললেন, 'আরে হুতোম! আর শুনেচো, ভূ-কৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিল, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে



দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতনা হল, এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাকা টেনে বাতাস কচ্চে, যা পাচ্চে তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব-ভুর ভেঙে গ্যাচে।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল—মরিচবিহীন কর্পূরের মতো—স্টপরহীন ইথরের মতো একেবারে উবে গেল। ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পরদিনেই খুলে ফেলা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠলো।

৩. ভূত-নাবানো

আর একবার যে আমরা ভূত নাবানো দেখেছিলেম, সেও বড়ো চমৎকার। আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে একজনের বড়ো ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ক্রুটি কল্লেনা, ইংরেজি ডাক্তার বদ্দি ও হাকিমের মেলা করে ফেল্লে, প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হল, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লেনা, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া কালীঘাটে সস্তেন—কালভৈরবের স্তব পাঠ—তুক্তাক্ সাফরিদ্ নারাণ - বালওড়—বাল্‌দী শোপুর, নুলপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ হল—তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড়ো গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজকাল দু-এক বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেশেন্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে, কখনো বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচজন রোজায় ধরাধরি করে আনতে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এডুকেটেড্ ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্রাম স্থির হল—আজ সন্ধ্যার পরই ভূত নাববেন, পাড়ার দু-চার বাড়িতে খবর দেওয়া হল—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কুঠিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তরাঢ়ি কায়েতদের মতো (দর্শনমাত্র) শেতল খেলেন, গিজ্জে'র ঘড়িতে টুং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালো, গুম্ করে তোপ পড়লো। ছেলেরা—'ব্যোম্ কালী কল্‌কেতাওয়ালী' বলে হাততালি দে উঠলো—ভূতনাবানো আসরে নাবলেন।

আমাদের প্রতিবাসী ভূত-নারানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নীদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ক্রুটি করে নাই; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই, ক্ষীরের নানা রকম পেঁড়া ও লেহুরা পদার্পণ কল্লেন—বোধ হয়, আমাদের মতো প্রকৃত ফলারেরা দশজনে তাঁদের শেষ কত্তে পারেনা, রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি কর্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটা পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগলেন—অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই একজন কলেজবয় ও মোটা মোটা

লাঠিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড়ো ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো। রোজার সঙ্গে দুটি চেলামাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও 'কাল ও কৃশ্চানীর' উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আনতে রাজি হলেন—চেলারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁষে বসলেন, দরজার হুড়কো পড়লো—আলো নিবিয়ে দেওয়া হল; রোজা কোশাকুশি ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাকতে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদোমজাত সংগুলির মতো অন্ধকারে বসে রইলেম।

(পাঠক! আপনার স্মরণ থাকতে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীর ভয় নিবারণের জন্য একটি ছোট জয়ঢাকের মতো মাদুলিতে ভূ-কৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দ্যান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটিবারো রকমারিক পদক মাদুলি ছিল, দুটি বাগের নথ ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার নুনুড়ীর মতো ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে একখানা ছাবানো হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুনলেম যে, আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হল, সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে স্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে সেগুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেগুলির আবার স্মরণ হল। মনে করলেম যদি ভূত নাবানো সত্যিই হয়, তাহলে সেইগুলি পরে আসতে পাল্লে ভূতে কত্তে পার্ব্বে না এই বিবেচনা করে সেইগুলির তত্ত্ব করলেম, কিন্তু পাওয়া গ্যালো না—সেগুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয়নি গিন্নী শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন, স্থেঁপীর মা বলে আমাদের বহুকালের এক বুড়ী দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান গুণে বলে দেয় যে "চোর বাড়ির লোক, বড়ো কালোও নয় বড়ো সুন্দরও নয়—শ্যামবর্ণ, মানুষটি একহারা, মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।" জানের

গোনাতে আমাদের চাকরটিকেই বোঝায়, সুতরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, সুতরাং সে মাদুলিগুলি পাওয়া গেল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠলো। ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই—সে দিন কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের একজন ডাইরেক্টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানাদেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ানো, সরষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভালো হয়—অনেক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ভূতচতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়।

এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্বলক্ষণ হতে লাগলো; গোহাড, ঢিল, ইঁট ও ছুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগ্‌ল, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ করে য্যান্ কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হল, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হল সেইখানি চুর্ণচির হয়ে ভেঙ্গে গ্যালো রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুত এসেচেন!

আমরা ছেলেবেলা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ তার পরীক্ষা হল—ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কালেজ বয়দের দলের দুই একজনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূতত্বনিবন্ধন ঘাড় ভাঙবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ত্রুটি করেন নাই, ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড়ো ভয় পেলেন, জোড় হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্যি দেখতে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারে ও জোড় হস্তে কথা কয়েছিলেন, এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হল) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মতো যা ধরেন, তার সমূলোচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হল না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য-সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাটায় আগত নূতন জামাই এর মতো যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরা পালাবার পথ আঁচতে লাগলেম!

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে প্রায় আদ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মতো

উঁকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উঁকির চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়্‌লো বমি ! হড় হড় করে বমি ! গৃহস্থ মনে করলেন ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্ব্বে শুনিনি যে গেরস্তর একজন মেডিকেল কালেজের ছোক্‌রা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটা-টমেক্‌ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উপে গেল !

সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না !

এ সওয়ায় আমরা আরও দুচার জায়গায় ভূত নাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, 'ভূত নাবানো' ও 'হোসেন খাঁ' কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

অমৃতকুণ্ডের জল / ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

চমকিত হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিলাম যে, স্বয়ং মা দুর্গা একখানি চৌকীর উপর আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। এ তোমার দশ-হেতে হরিতাল রঙে গর্জন তৈলে ব্যাড়বেড়ে রাঙ্‌তা পরা দুর্গা নয়, এ কৈলাস পর্বতের আসল মা দুর্গা, সুন্দর পরিচ্ছদে ও বহুমূল্য রত্ন আভরণে ভূষিত করিয়া কুবের ইহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

যোড়হাতে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "ডমরুধর। তুমি বড় অপরাধ করিয়াছ, যে মন্ত্র তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া ও কি উদ্ভট কথা সব বলিয়াছিলে? "জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিই কিলেকিশ" কি বাছা? এরূপ মন্ত্র বেদে কোরাণে বাইবেলে কোন স্থানে আমি দেখি নাই। পিড়িং পেড়িং তুম্ বলিলেও একদিন কথা থাকিত। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার এত দুর্গতি হইয়াছে। যাহা হউক. তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে হাঁ কর।"

আমি হাঁ করিলাম! দেবী আমার মুখে একটু অমৃত কুণ্ডের জল ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে আমার সর্ব্বশরীরের ব্যথা দূর হইল। যেন নতুন জীবন নূতন শরীর আমি প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর মা আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "যাও বাছা। এখন ঘরে যাও। এলোকেশী আর তোমাকে কিছু বলিবেনা।"

এই কথা বলিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। আমি বাড়ী আসিলাম। মায়ের বরে এলোকেশীর প্রসন্ন বদন দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

ডমরুধরের গল্প শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। পুরোহিত বলিলেন,—"ধন্য ডমরুধর। তুমি ধন্য।"

গণপতি ভড় বলিলেন,—"ডমরু কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন।"

পুঁটিরাম ঢাকী বলিলেন,—"কেবল পুণ্যবলে ডমরুধর রক্ষা পাইয়াছেন।"

আধকড়ি ঢাক বলিলেন—"চমৎকার গল্প।"

লম্বোদর বলিলেন, "অতি চমৎকার। বন্ধুদিগের পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় কোন লেখক যেরূপ প্রেমে মজিয়া রসে ভিজিয়া ভাবে গোঁজিয়া বলেন, মরি মরি। আহা মরি। এও সেই আহামরি!"

রুক্ষ কটাক্ষে ডমরুধর একবার লম্বোদরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না।

অবশেষে ডমরুধর বলিলেন,—"পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্রের উদরে যখন ছিলাম, তখন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, এ বিপদ হইতে মা যদি আমাকে পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলে মাকে আমি ব্যাঘ্রবাহিনীরূপে পূজা করিব। আমার আদেশে সেইজন্য কারিগর সিংহস্থানে ব্যাঘ্র গড়িয়াছে।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে গল্পটি করিলে, কি করিয়া জানিব যে তাহা সত্য?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"এই আমার পায়ে এখনও রাহুর কামড়ের দাগ রহিয়াছে।" সত্য সত্যই ডমরুধরের পায়ে একটা দাগ আছে. তা দেখিয়া সকলে অবাক।

তখন লম্বোদর বলিলেন,—"জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিই কিলেকিশ।"

দুর্ভিক্ষ ও বিউবনিক প্লেগ / ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদদাতা হইলেই সাহেব হইতে হয়, সাহেবী পরিচ্ছদ পরিতে হয়, সাহেবের মতো হাতটিও নাড়িতে হয়, মধ্যে মধ্যে রুমাল দিয়া মুখও ঘসিতে হয়, চুরুটও খাইতে হয়। রং কালো হইলেও আমি সাহেব সাজিলাম। কালো কোট, কালো পেন্টলুন আর এদিকে কালো বর্ণ আর কালো চুল যেন যমুনা-যমুনা সঙ্গম। যেন কাক-কাদম্বিনী সঙ্গম। যেন কালিমাখা কুন্দকুসুমের সহিত দ্বারিকানাথ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গম।

আপনার চেহারা ভাবিয়া আপনি লজ্জিত হইলাম। এদিকে তো ট্রামের পাঁচ-ডুগুণে দশটি পয়সা মাত্র সম্বল। ভাবিয়াছিলাম, চলিয়া গিয়া কয়টি পয়সা বাঁচাইব, কিন্তু এ রাজবেশে চলা উচিত কিনা, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষবার্তা ও মড়কবার্তা রিপোর্ট করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত। কলিকাতা ভারতের ভিতর। সুতরাং সর্বাগ্রে কলিকাতার ব্যাপার রিপোর্ট করাই স্থির হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ভিতর তো এই দর্জিপাড়া। আজ কেবল এই দর্জিপাড়ার রিপোর্ট করিয়া কাটাই, তাহা হইলেই, ট্রামের এই দশটি পয়সা উপরি পাওনা হয়। ওই দশ পয়সায় গৃহিণীকে গিয়া যদি নলেন গুড়ের নবাৎ দিতে পারি, (কারণ গৃহিণীর সদাই অরুচি) তাহা হইলে, অন্তত এক ঘণ্টাকাল তাহার সহিত বেশ সৎভাবে এবং স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। উ হুঁ, তা হইবে না, একই রকম জিনিস লইয়া গেলে গৃহিণীর তাদৃশী প্রীতি হইবে না। গৃহিণী ইলিশ মাছের ডিম বড়ো ভালবাসেন। কিন্তু মায়ের জ্বালায় আর তাহার খাইবার জো নাই, মুখ ফুটিয়া বলিবারও জো নাই। দুই পয়সার ইলিশ মাছের ডিম লইয়া গেলে হয় না! উ—হু, তা হইবে না, ভাজিয়া কাগজে মুড়িয়া, পকেটে করিয়া লইয়া গেলে, তবে গৃহিণী খাইতে পাইবেন। ঘরে খিল দিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া, গৃহিণী যদি ইলিশ মাছের ডিম ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে, মা কিছুতেই দেখিতে পাইবেন না। তবে গৃহিণী এক আপত্তি করিবেন, ও যে সকড়ি? আমি প্রথমে বলিব, সকড়ি হইলেই বা! কেহ তো আর তা দেখিতেছে না। তাহা হইলে, আর সকড়ি হইল কেমন করিয়া? তাহাতে যদি সহধর্মিণী অসম্মতা হয়েন, তবে বলিব, গঙ্গাজলে দোষ নাই গৃহিণী যদি জিজ্ঞাসেন,

তেলে ভাজা। মাছের ডিম, গঙ্গাজল কোথা হইতে আসিল? আমি বলিব গঙ্গাজল না হউক, গঙ্গাতীর তো বটে। বিশেষ উহা গঙ্গার ইলিশ। ওই ডিমের হাড়ে হাড়ে গঙ্গার জল প্রবিষ্ট আছে। বিশেষ কথা, এই কুসুম কুসুম গরম ইলিশ মাছের ডিম ভাজা প্রণয়িনীর সম্মুখে ধরিলে, এত বিচারবিতর্ক আদৌ উঠিবে কিনা সে পক্ষেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে. আমি বলিব, প্রাণ-প্রেয়সী. ঘোমটা দিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করে।।

গৃহিণী কচি কচি লাউডগা খাইতে ভালবাসেন। আধ পয়সার তাই। ডাঁশানো দেশী কুল মুখরোচক,—নয়? এক পয়সার ওই কুল। আচ্ছা, বাজারে সরু-চাকলী পাওয়া যায় কি? ভীম নাগের সন্দেশ যখন এত উৎকৃষ্ট, তখন অবশ্যই সে সরু-চাকলি না করিয়া থাকিতে পারে না। বউবাজারের বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করিব, তালতলায় যাইব, ইটালিও উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিব, সরু-চাকলি পাওয়া যায় কিনা। তারপর কালীঘাট। এমন কি সেখানে ত্রিরাত্রি হত্যা দিতেও প্রস্তুত। তাহার পর ভবানীপুরের রমেশ মিত্রের বাড়ি। অমন সুবিচারকের বাড়ি সরু-চাকলি থাকাই সম্ভব। তথা হইতে,



একেবারে যাদুঘরে আসিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিব, এখানে সরু-চাকলির 'ফসিল' পাওয়া যায় কিনা। এবং 'ফসিল' থাইলে, অন্তত এই সরু-চাকলির

কতক আস্বাদ পাওয়া যায় কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত (এইখানে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্য একটু শোক করিয়া) ডাক্তার সিম্‌শনের কাছে গেলে হয় না! এবং সরু-চাকলিতে 'বেসিলি' আছে কি না, তাহারও সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। তথা হইতে একেবারে ধর্ম্মতলার মোড় দিয়া, লাটসাহেবের বাড়ীর সুমুখ দিয়া, উইলসনের হোটেলের কাছে আসিয়া একবার ভাবিতে হইবে, ইহারা সরু-চাকলি গড়ে কি না। যদি বিলাত প্রত্যাগত কোনো ব্রাহ্মণ দ্বারা গঙ্গাজলে চাল-ডাল ভিজাইয়া, শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদ উচ্চারণ করিতে করিতে উইলসন—হোটেলের কালো পাচক সরু-চাকলি প্রস্তুত করে। তবে তাহা মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইলে, কোনো দোষ আছে কি না। অনেকে বলিতে পারেন, উইলসন হোটেলের সরু-চাকলিতে নিশ্চয়ই পেঁয়াজ রস থাকিবে। কিন্তু এ পেঁয়াজ রসকে বকযন্ত্রে পাক করিয়া ডিষ্টিল করিয়া লইলে, কোনো দোষ স্পর্শে কিনা। এরূপ ভাবিতে ভাবিতে লালবাজারের পুলিশ-কোর্টে গিয়া স্বয়ং আমীর হোসেনকে একবার এ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে ভালো হয়। তিনি যেরূপ জ্ঞানী এবং গুণী এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাহাতে যে তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যহ সরু-চাকলি খান, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তারপর রাসবিহারী ঘোষের বাড়ী। অত যাহার নজির মুখস্থ, তিনি যে সরু-চাকলি ইহা লোকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? গোপালচন্দ্র-শাস্ত্র সরকার হিন্দু 'ল'-য়ে অমোঘ শক্তি। সরু-চাকলি ব্যতীত ও রূপ শক্তি কাহারও সম্ভবে না; সুতরাং তাহার কাছ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া একবার আচার্য্য প্রবর মহাদেব মিশ্রের কাছে গেলে হয় না?

মহাশয়,--আপনার গৃহে সরু-চাকলি আছে কি? তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—না।

আস্কে আছে কি? তিনি আরও গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—না, এখানে কিছুই নাই; তুমি চলিয়া যাও। আমি আরও বিনীতভাবে জোড়হস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ্ঞে, রসবড়া আছে কি?

তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন,—দূর হও।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, মহাশয় রাগ করিতেছেন কেন? আমি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সকলের নিকট গমন করিলাম; আমি দেবেন্দ্র নরেন্দ্র উপেন্দ্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, রবিনাথ—রমানাথ--কার্তিক হেরম্বের নিকটও এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই এমন রাগ করেন নাই। আপনি রাগ করিতেছেন কেন? তিনি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া ঘরে খিল দিলেন। আমিও

চলিয়া আসিলাম। তাহার পর মেছুয়াবাজার মন্থন আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কোথাও সে সাধের সরু-চাকলি পাইলাম না।

অবশেষে বড়োবাজার বিধ্বস্ত করিয়া নিমতলা ঘাটে পঁহুছিলাম। শ্মশান দেখিয়াই মন উদাস হইল, ভাবিলাম, সরু-চাকলি হইলেই তো শেষ হইবে না, তাহার পর আবার পায়েসের দরকার হইবে। কাজেই, ওসব লেঠায় আর কাজ নাই। ফল-ফুলেই গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিব।

আচ্ছা খুদে চিংড়ি বাটিয়া, বড়া করিলে কেমন লাগে? আমার গৃহিণীর কেমন লাগিবে, একবার সকলে ভাবুন দেখি? অল্প অল্প নুন-খরো অল্প অল্প লঙ্কা-বাটাযুক্ত আর সেই কুসুম কুসুম গরম তো আছেই। প্রাণেশ্বরীর অবশ্যই প্রিয়তমা হইতে পারে। তবে ধরুন দুই পয়সার খুদে চিংড়ি। বাকি এখনও হাতে আছে সাড়ে চার পয়সা। কি কেনা যায়। আপনারা মনে করিতেছেন যে, পাতখোলা কেনা হউক। কুমারটুলি গিয়া বিজয়রত্ন এবং ভগবতীপ্রসন্নের নাম করিয়া পাতখোলা চাহিলে বোধ হয়, কিছু অমনিও পাওয়া যাইতে পারে। আর তাঁহারা যদি তাঁহাদের নাম, এ শুভকার্যে সদ্ব্যয় করিতে না দেন, তাহা হইলে আমি গলায় কাপড় দিয়া কুমারদের বড়ো কর্তার নিকট জোড়হাতে যদি দুখানি পাতখোলা চাই, তাহা হইলেও অমনি পাইতে পারি। অতএব এই সাড়ে চারি পয়সাই মজুত রহিল। এখন ভাবুন দেখি, পয়সা লইয়া কি করি? গৃহিণী যে আর কি কি জিনিস ভালবাসেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। যদি জিজ্ঞাসা করি, প্রাণেশ্বরী কাঁচাগোল্লা খাইবে?

তিনি বলেন, না।

প্র। মাঝের ঝোল ভালবাসো?

উ। না।

প্র। চাটিম কলা ভালবাসো?

উ। না।

প্র। দই ভালবাসো?

উ। না।

প্র। আমানি ভালবাসো?

উ। না।

প্র। ক্ষীরছানা ভালবাসো?

উ। না।

প্র। লুচি-কচুরি ভালবাসো ?

উ। না।

প্র। আচ্ছা আলুর দম ?

উ। মোটেই না।

প্র। ভুনি খিচুড়ি ?

উ। না, বমি আসে।

প্র। গলদা চিংড়ি দিয়া বুটের ডাল ?

উ। ছিঃ।

প্র। পুরনো তেঁতুল দিয়া মৌরলা মাছের অম্বল ?

উ। দূর !

প্র। আচ্ছা, পুরনো তেঁতুল নাই বা দিলাম। যদি কাসুন্দি দিয়া আচার করি। তাহা হইলে ভালো লাগে কি ?

উ। দূর ছাই পাঁশ।

প্র। কোতরা গুড় ভালবাসো ?

কথা শুনিয়াই গৃহিণী উত্তর না দিয়া রাগিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী তো রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, কিন্তু আমার হাতে সেই সাড়ে চারি পয়সা মজুত রহিল। এ যে বড়ো বিব্রত হইয়া পড়িলাম। গৃহিণী কি ভালবাসেন না জানিলে. আমি ওই সাড়ে চারি পয়সা লইয়া কি করি ? অর্থের সদ্ব্যয় না হইলে পাপ সঞ্চয় হয়—শাস্ত্রে লিখিত আছে। দেখিতেছি. প্রত্যেক বাঙালী স্বামীর একটু আধটু যোগবল থাকা আবশ্যক। নইলে তিনি গৃহিণীর মনের কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। শুনিয়াছি যোগবলে বলীয়ান হইতে গেলে আঠারো বৎসর অথবা তিন-আঠারো চুয়ান্ন বৎসর লাগে। ওই সাড়ে চারি পয়সা পকেটে লইয়া আমি কি এখন চুয়ান্ন বৎসরকাল যোগশিক্ষা করিব ! কিন্তু ততদিনের মধ্যে গৃহিণী যদি দেহত্যাগ করেন—তাহা হইলে গৃহিণীর ভালবাসার সামগ্রী তো জানিতেই পারিলাম না, আর জানিতে পারিলেও তাহাতে ফল হইল না। কাজেই, যে সাড়ে চারি পয়সা, সেই সাড়ে চারি পয়সাই মজুত রহিয়া গেল।

তাই সর্বসাধারণকে, সমগ্র ভারতবাসীকে, বিউবনিক প্লেগপীড়িত বোম্বাইবাসীকে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যভারতবাসীকে করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসিতেছি—হয় তাঁহারা গৃহিণী কি ভালবাসেন, তাহা বলিয়া দিউন, না হয়, এই সাড়ে চারি পয়সার কিনারা করুন। যদি আপনারা এই প্রশ্নের সদুত্তর না দেন, তাহা হইলে, অগত্যাই আমাকে হিমালয়ের গিরিগুহায় গিয়া চুয়ান্ন বৎসরকাল যোগশিক্ষা করিবার জন্য তপস্যা করিতে হইবে।

হঠাৎ কবি / যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

দিব্য করিয়া বলিতে পারি, যদি আমি দুই মাসের অধিক ঘর ছাড়িয়া পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া থাকি—ইহার মধ্যে একটি বড় আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখিয়া আমার মন, যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় রসে আপ্লুত হইল।

আমাদের প্রতিবেশী গোবর ভায়া হঠাৎ প্রকৃত কবি হইয়া উঠিয়াছেন। সংবাদপত্রে-মাসিক পত্রে সর্বদাই এই একরকম দেখিতে পাই; 'শ্রীগোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী প্রকৃত কবি, জ্বলন্ত কবি, ঊর্ধ্বগামী কবি; ইহার কাব্যসুধারস পানে মুনি-ঋষি যোগীরও হৃদয় বিচলিত হয়।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন বড় চঞ্চল হইল, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, কেবল ভাবি, গোবর তো সেই, সারাদিন ফিক্ ফিক্ হাসে, চোরাসিঁথিটি কাটে, আর মিহি কাপড়-খানি পরে, সে গোবর এই অল্পদিন মধ্যে কবি হইল কিসে? গোবরের ত গুণের মধ্যে বার দুই এনট্রেন্স ফেল, আর প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা গল্প করা এবং রাজা বাদ্‌শা মারা। গোবর না পড়েও পণ্ডিত হ'লো, আমরা পড়ে শুনেও কিছু করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোবরকে যাইয়া একবার দেখিব—একবার নয়ন ভরিয়া আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিব। পরদিনই অমনি ডাকগাড়ীতে রওনা হইলাম: শীঘ্রই বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম, স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, কথা নাই বার্ত্তা নাই, আসার কারণ কি?" আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না, বলিলাম, আসিতে কি নাই? মা জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা শরীর গতিক ভালো আছে তো? চাকরীর ত কোন গোলমাল হয় নাই?" বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন—"এবার সে খুব ঘন ঘন বাড়ী আসিবার ধূম দেখিতেছি।" আমি কাহাকে কি উত্তর দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি না; ঘোর বিপদে পড়িলাম, আমতা আমতা করিয়া সব সারিলাম।

বন্ধুদের সহিত এ, ও, তা গল্প করিতে করিতে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবর কেমন আছে?" তাঁহারা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, গোবর্দ্ধনবাবু সম্প্রতি নটনিকুঞ্জ নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। আজকাল তাঁহার নিকট অনেক বড় লোকের চিঠি আসিতেছে, সকলেই তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেছেন।"

আমি বলিলাম, "বল কি হে?—গোবর একদিনে কবি হইল কিরূপে?"

তাঁহারা বলিলেন "সত্য সত্যই গোবর্দ্ধন কবি হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" আমি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। বন্ধুগণ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আপনি "হাসিবেন না, গোবর্দ্ধন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আপনার ভ্রম দূর হইবে।"

আমি গোপনে গোবরের আরও কিছু সংবাদ লইলাম, কিন্তু, সকলেই বলেন, গোবর কবি হইয়াছেন। শুনিলাম, তিনি এখন সর্বদাই নীরবে থাকেন, কেবল একমনে ভাবেন, কাহারও সঙ্গে কথা কননা, লোকও ভাল ঠাওরাইতে পারেন না, কাহার ও সংগে যদিই কথা কহিতে তবে চান পদ্যে কথা



কন,—গদ্য আর মুখ দিয়া উচ্চারণ হয় না। গোবরের সঙ্গে দেখা করিবার লালসা ক্রমশই বলবত্তী হইতে লাগিল, দশটার মধ্যে আহার করিয়া তাড়াতাড়ি গোবরের ভবনে গেলাম। দেখিলাম, দ্বারে চাপরাসী, আমি

কিছু না মানিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছি, চাপরাসী ছাড়িবে কেন? সে কার্ড চাহিল। আমার ত সে সব কিছুই নাই, চাপরাসীকে বলিলাম "বাপু হে! অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, একবার দ্বার ছাড়িয়া দাও।" দ্বারী তথাচ দ্বার ছাড়ে না। হাঁকাহাঁকি করিয়া যে গোবরকে ডাকিব, তাহারও যো নাই, চাপরাসী বিকট চক্ষে কেবল বলিতেছে, আস্তে আস্তে বাবু! অবশেষে কিছু বুদ্ধি খরচ করায় সহজেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। গৃহে গিয়া যাহা দেখিলাম; তাহা অপূর্ব্ব অননুভূত বটে। দেখিলাম একটি মনুষ্য ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে কিনা সন্দেহ; কলেবর শ্বেত বস্ত্র মণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে পেন্সিল, বাম হস্তে কাগজ। রূপ দেখিয়া প্রথমে সেই নিশ্চল মূর্তিকে স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই; ক্রমে বুঝিলাম, আমাদের গোবর্দ্ধনই বটে। গোবরের রংটা খাঁড়ি মুসুর ডেলের মত, আজকাল আবার খুব মাজা-ঘসা; চেহারা এক হারা, গোঁফের রেখা ঈষৎ উঠিয়াছে মাত্র—চুল লম্বা তাহাতে চেরা সিঁথি—পটল চেরা চক্ষের চাহনি কেমন কেমন, কাজেই প্রথমে নারী জাতি বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা হউক ক্রমে গোবরের সম্মুখে গিয়ে বসিলাম, তখনও গোবর নীরব; আমিও সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিতেছি না, কি জানি যদি কোন মহাধ্যান ভঙ্গ হয় প্রায় ৮।১০ মিনিট পরে, গোবর আমার পানে চক্ষু ফিরাইলেন, খানিক চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাকি সুরে বলিতে লাগিলেন,—

কে তুমি, কি নাম তব, নিবাস কোথায়?
কিবা প্রয়োজনে বল হেথা আগমন?
প্রাণ দিয়া, দেহ দিয়া, করিব উদ্ধার
তব কার্য্য, ইথে কভু নাহিক অন্যথা।
যথায় দধীচি মুনি দেহ অস্থি দিয়া
উদ্ধারিল দেবগণে, মারি বৃত্রাসুরে।

গোবরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমি তো অবাক্? ভাবিলাম ব্যাপারটা কি? বলিলাম, ভায়া আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? চিরকাল একসঙ্গে বেড়াইয়াছি, ছেলেবেলায় "দেবেন দাদা" তোমায় মানে বলিয়া দিত, আমিই সেই দেবেন্দ্র। "ওঃ হো বুঝিয়াছি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ তুমি,

রাজীবের বংশ তুমি করেছ উজ্জ্বল;
তুমি মম বালবন্ধু; সখে! বল দেখি
হাত ধরাধরি করি দুজনে মনের সুখে,

খেলিতাম কত খেলা ভাগীরথী তটে,
কপোত-কপোতী যথা, জাহ্নবী সলিল
যবে মাখিত জোছনা উলটীপালটী।

তখন আমি আর থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে সকল কথা ফুটিয়া বলিলাম,—গোবর! তুমি কেবল অমন কবিতা আওড়াইতেছো কেন?—সোজাসুজি কথা কওনা—গোবর উত্তর করিলেন,

গদ্য পদ্য ছন্দোবন্দ কিছু নাহি জানি,
দেবী কৃপা সব—যা বলান তাই বলি:
বাক্‌দেবী বীণাপাণি বীণার ঝঙ্কার
হৃদয় কমলে মম দিতেছে সতত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—গোবর! কবে হইতে তোমার কবিত্ব শক্তি জন্মিল? গোবর উত্তর করিলেন,

চিরদিন ছিল কবিত্বে শক্তি,
চিরদিন ছিল কবিত্বে ভক্তি,
(তবে) এতদিন ছিল ধরিয়া মরিচা,
ভূগর্ভে হীরক না রহে সাঁচা।
এখন ডেকেছে কোটালে বান,
খরনদী অতি তরঙ্গ তুফান,
আগে ভেসে যায় যার ব্রহ্মাণ্ড বাগান!

আমি জিজ্ঞাসিলাম—ভাই গোবর! তোমার কবিত্ব কেবল কি মুখে?—কাগজ কলমে হয় কখন? গোবর বলিলেন,—

"দেখ তবে রাজীব বংশ ধুরন্ধর!
কবিতা লিখি কত মনোহর"

এই কথা বলিয়া তিনি ভাল কাগজ ও কলম লইলেন;

দোয়াতটি সম্মুখে সরাইয়া আনিতে গেলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে দোয়াত আনিবার সময় হঠাৎ আমার নূতন ইস্ত্রীকরা পিরিহাণে কালি পড়িয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিতেছি, কি গ্রহ, কি উৎপাত, ব্যস্ত হইয়া কালি পুঁছিবার উপক্রম করিতেছি—কিন্তু কবিহৃদয় অমনি উথলিয়া উঠিল, গোবর বলিলেন,—

"আহা কি সুন্দর শোভা পিরাণ উপর
সৌদামিণী কোলে যথা নবীন নীরদ;
বকশ্রেণী মাঝে কাকের সঙ্গতি মরি,

অথবা যেমতি সাদা কৃষ্ণ বক্ষে, কালো
ভৃগু পদচিহ্ন —মুনিমনোহর নয়নরঞ্জন।

গোবরের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে হাসি, দুঃখ, বিস্ময় একেবারে উদয় হইল। বেলা দুইটা বাজে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গৃহদাসী আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু। বেলা অনেক হইয়াছে, মা ঠাকরুণ এখনও ভাত খেতে যান নাই, আপনি শীঘ্র আসুন"—গোবর উত্তর করিলেন ;—

"যাও দাসি ; ধীরে ধীরে মন্থর গমনে,
পার্থিব মাতাকে বল "ভাত খাবো না।"

দাসী কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। গোবরের জননী শুনিলেন, ছেলে ভাত খাবে না, বুড়ি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিন প্রহর বেলা না খেয়ে পিত্তি পড়ে একটা ব্যারাম করবে, আজ কদিন থেকে সদরে চুপ করে ঘরের কোণে থেকে তার যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝিতে পারিনে। যাই আমি একবার। এই বলিয়া বৃদ্ধা বাহিরে পুত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। দাসী কহিল, সে ঘরে, ও বাড়ীর ছোটবাবু আছেন। বৃদ্ধা বলিল, সে আমার পেটের ছেলের মত, থাকুক। জননী কিছু উগ্রস্বভাব, কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে বলিলেন, "বলি গোবরা, ভাত খেগে না তুই কি মনে করেছিস বল্ দেখি? গোবর তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোড় হস্তে বলিলেন—

এস মাতা জগদম্বে। শক্তিরূপা তুমি,
প্রণতি তোমার পদে করি বার বার।

মাতা বলিলেন "ভাত খেয়ে আয়, পাগলের মত বকিতে হইবে না।"

গোবর। ক্ষুধার নাহিক লেশ, কবিতা অমৃত
পানে সদা সিক্ত প্রাণে মৃত্যুঞ্জয় আমি।
কি আর পার্থিব অন্ন ধানের প্রপৌত্র
তারে খাবো আমি? মাতা ফিরি যাও ঘরে,
দাসে গো মা রেখো মনে এ মিনতি তব পদে।

মাতা বলিলেন, তুই কি সত্য সত্যই পাগল হলি নাকি? এই বলিয়া যেন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দ্রুত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গোবর মাতার প্রণাম বন্দনা করিতে লাগিলেন—

কজ্জল পূরিত লোচন ভারে
স্তনযুগ শোভিত মুক্তা হারে

এমন সময় বৃদ্ধা জননী এক কলসী জল আনিয়াই গোবরের মাথায় ঢালিয়া দিলেন, বলিলেন, এতখানি বেলা তবু স্নান নাই—কাজেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে, বাছা তাই বেছুট বকিতেছে। দাসীকে বলিলেন—মাথায় শীঘ্র বিষ্ণু তৈল দাও। তখনও নিস্তার নাই; গোবর বলিতে লাগিলেন :—

কিবা মনোহর সলিল প্রপাত !
হেরেছি গোমুখী গঙ্গে জাহ্নবী পতন,
হেরি নাই কভু এ হেন জলের ঢেউ ॥

এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল। আমি খুড়ীকে বলিলাম—"তিন মাস কাল বিষ্ণু তৈল মাথান ও প্রাতঃস্নান করানো চাহি" এই বলিয়াই চলিয়া আসিলাম।

প্রতিমূর্তি / 'সাপ্তাহিক হুতোম' থেকে

সহরের বড় মানুষদের আপন আপন্ খোস চেহারার ছবি আঁকানো এটি তাঁদের উচু সমাজের ফেসন। কিন্তু বিচক্ষণ চিত্রকরেরা হুজুরদের ছবি আঁকতে এতটুকো যত্ন বা শ্রম করে না, বাবুর ভাগ্যে আর তাঁদের হাতযশে য্য বার হয়. সেইগুলিই পোরট্রেট নামে বিখ্যাত হয়ে বাবুর বৈটকখানা ঘর শোভিত করে। চিত্রকরদের এরূপ অযত্নের কারণ দুটি—একটি, বাবুর হুকুম যাতে ছবিখানি ভাল দেখায় সেই রকম করে আঁকতে। যার রং ডেমারটিনের মত কাল, তাঁকে ফুট গৌরাঙ্গ আঁকতে হবে, যাঁর আমার মত কুটুরে চোক, তাঁর চক্ষু দুটি প্রশস্ত আঁকতে হবে, আর একটি কারণ, হুতুমেরা যেমন পোসাক পরে ছবি আঁকান, সেই পোসাকগুলি অতি আশ্চর্য্য ও চমৎকার দুপুরুষ পরে, বাবুদের পৌত্তুর বা প্রপৌত্তুর এই সকল ছবিগুলি কোন জাতির ও কোন মহাপুরুষদের! পাঠক! ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত কাল রং, পেন্টলুন ও কোটপরা, মাথায় ধুনচীর মত টোপর, আর লম্বাদাড়ী এইরকম একখানি ছবি দেখলে, কে বলবে যে এখানি ভেতো বাঙ্গালী কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি! তিন হাত ফাঁদের ঢিলে পায়জামা, বুককাটা কারচোরেব কাবা, মাথায় মোড়াসা, পাদপদ্মে লকাই জরীর জুতো; গলায় হিরের কণ্ঠি আর দশ আঙুলে পাঁচ ছয় ত্রিশটি আংটী, এই অবয়ব দেখলে কে বলবে যে ইটী সাকপাতা ভোজী আর্যসন্তানের প্রতিমূর্ত্তি! চুড়িদার পায়জামা, ঢিলে আস্তেন চুনোট করা আলখাল্লা, খিড়কিদার পাগড়ী, অথবা পেন্টলুন, হাপ চাপকান হাপ কোট, চক্ষে চসমা, দীর্ঘ দাড়ি আর মাথায় কেপ, কিম্বা ইংরেজদের বাবুরচি খানসামার মত পোসাকপরা, প্রভেদ কেবল পায়ে বুট জুতো আর মাথায় সামলা, অথবা দোয়াসলা—না চুড়িদার পায়জামা, না পেন্টলুন, না কোট না চাপকান, লেজওয়ালা পাগড়ী, ওয়াচ গারড আর ব্যারাণসী কোমরবন্দ ইত্যাদি রকমের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা শোভিত হুজুরদের বৈটকখানা তাঁদের ওয়ারিশনেরা দেখলে কখনই বিবেচনা করতে পারবেন না, যে এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি আমার পিতা পিতামহের। ইস্তক মুহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে ইংরেজদের রাজত্বে পর্য্যন্ত সকল নবাব, সুব, রাজা, রাজড়া আমাদের এই হতভাগ্য ভারতকে পদতলে দলিত করেছেন! তাঁদের সকলেরই উচ্ছিষ্ট বিলাসের চিহ্ন আমাদের বর্ত্তমান হুজুরদের পোসাকে দেখতে পাওয়া যায়। অনেকদিন

পর্য্যন্ত কোন লোক দাসত্ব করলে, সে যেমন স্বাধীন হলেও পূর্ব দাসত্বের ভাব ভুলতে পারে না, আমাদের বড়মানুষ হুজুরেরাও সেইরূপ বহুদিন থেকে নবাবী আমল থেকে, গোলামী করে, এমনি অভ্যাস হয়ে পড়েছে যে আজও সেই দাসত্বের চিহ্ন পরিত্যাগ করতে পাচ্চেন না। বড়মানুষ বাবুদের মৌরসেরা যবনের দাসত্ব করে মনিবদের হুজুর হুজুর বলে মন জুগিয়ে হুজুর শব্দটা এমনি তাঁদের শ্রুতিসুখকর হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা সেই শব্দটি আপনাদের অধীনদের মুখে সর্ব্বদা শুনে সুখবোধ করতেন, আর তাঁদের পরিবারেরাও পিতৃরুচি চলিত রাখবার জন্য সেই হুজুর শব্দটি আজও বজায় রেখেছেন।



অদ্যাপিও তাঁদের গোলামী অর্জিত ধনের সহিত স্বীয় স্বীয় উপাস্য পূজ্য প্রভুদের বেশবিন্যাস আদব কায়দাগুলিও ওয়ারিষদের অর্পণ করে থাকেন।

স্বাধীন আর অধীন এই দুই শ্রেণীর লোককে সমাজে দেখবামাত্র স্পষ্ট টের পাবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বেশের সৃষ্টি হয়. যেমন পায়ের কড়া, কানের মাকড়ী ইত্যাদি। আমাদের হতভাগ্য হুজুরেরা এমনি সামান্য জ্ঞানরহিত, অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান, যে সেই গোলামী অধীনতার চিহ্নগুলি আজও আদরে কর্ণভূষণ ও চরণভূষণরূপে ব্যবহার করেন। মল. মাকড়ী ইত্যাদি গহনাগুলির নাম বা ব্যবহার আর্য্যদের শাস্ত্রমধ্যে কোনখানেই দেখতে পাওয়া যায় না। পাঠক! আমাদের বড় মানুষের, সভ্য বড় মানুষের বাড়ীর স্ত্রীলোকের এই নিম্ন অঙ্কিত ছবিখানি, দুকানে দশটা করে এককুড়ি মাকড়ি; হাতে চুড়ি, দমদম, জসম, গলায় চার আঙ্গুল চৌড়া ডায়মান-কাটা চিক, পাদপদ্মে চারগাছা কোরে আটগাছা মল্, কোমরে চন্দ্রহার, জামাগায়ে, ফিনফিনে ফরাসডাঙ্গার পাচাপেড়ে শাড়ীপরা, যদি তাঁদের কোন পূর্ব্বপুরুষ আমেরিকার ভূতত্বদের প্রভাবে অবতীর্ণ হয়ে দেখেন, তাহলে কি তিনি ঐ ছবিখানি তাঁর পবিত্র বংশের কুলবধুর বলে চিনতে পারবেন? কখনই নয়!

৩. ফলবতীর বিবাহ

সহরে ঢি ঢি হয়ে গেল, ১২৮০ সালের ১৩ই চৈত্র প্রাতঃকালে মেটেপুকুর পল্লীতে খোকার মার বিবাহ!! বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে পেড়ে ফিনফিনে ধুতি পোরে। মাথায় হলুদ ছোপান গামছা বেঁধে সিমুলিয়া পাড়ার বিখ্যাত ঘটক গোবর্দ্ধন মজুমদার পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ দিয়ে গেল। বরের নাম চৌরঙ্গী বিশ্বাস, বয়ক্রম পঁয়তাল্লিশ বৎসর, জাতি সদ্গোপ, পেশা দোক্তা তামাক আর চুরুটের দোকান। কন্যার নাম কেরোলাইন বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২১ বৎসর, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা কারপেট বোনা। পুরোহিত অজাগর সেন, জাতি বৈদ্য। বিবাহের লগ্ন তিথি-নক্ষত্র যোগে ঠিক সংলগ্ন হোল, যজুর্ব্বেদ আর সুতহিবুক লজ্জায় ম্রিয়মান হোলেন, হোগলার চাঁদোয়ার নীচে বিবাহের সভা সাজানো হয়েছে, পুষ্প, চন্দন ও শালগ্রাম অন্তর্ধ্যান করেচেন। চোট একটি ঢিপির উপর উপাচার্য্য উপবিষ্ট, সম্মুখে জোড়হস্তে বর-কোনে দণ্ডায়মান। প্রথমে পরমেশ্বরের রূপগুণ বর্ণন তারপর বর-কোনের প্রতিজ্ঞাপাঠ। বর ঈশ্বরের নামে শপথপূর্ব্বক কহিলেন, আমার নাম চৌরঙ্গী বিশ্বাস, পিতা ৺যোগজীবন বিশ্বাস, আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান য়িহুদী নই, বৌদ্ধ নই, জৈন নই, পারসীও নই, এ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই, অদ্য আমি এই কেরোলাইন বন্দোপাধ্যায়কে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ

করিলাম। চিরজীবন আমাদের এ বন্ধন ছিন্ন হইবে না। কন্যাও ঐরূপ শপথ করিয়া পিতৃপিতামহাদির নাম উল্লেখপূর্ব্বক কহিলেন, একবার আমার বিবাহ হইয়াছিল। সাত মাস হইল, সে স্বামির পরলোকবাস হইয়াছে। তাঁহার ঔরসে আমার গর্ভে একটি পুত্র হইয়াছে। অদ্য আমি এ চৌরঙ্গী-বিশ্বাসকে পতিত্বে বরণ করিলাম।

শেষে পুরোহিত একটি লেকচার দিলেন, বিবাহ সিদ্ধ হয়ে গেল। কন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। বাড়ীর মেয়েরা এই সকল ব্যাপার দেখে শুনে হুলস্থুল বাধিয়ে তুললে, বিয়ে হল, ঠাকুর এল না, স্ত্রী আচার হোল না, এ অলক্ষণে ভয়ঙ্করে। সেই ভয়ে বরকে বাসরে প্রবেশ করতে দিলেন না। সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সভায় ভারি গোল। বিবি কেরোলাইন একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেটিকে কোলে কোরে পিড়ীতে বসে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন, এমন সময় খবর এল, ছানী বিবাহ উপস্থিত, আবার সেজেগুজে স্ত্রী আচার না হলে সে বিবাহকে বাতিল ও নামঞ্জুরের দলে গণ্য হতে হবে। সেই জন্য সকলেই এখন অগত্যা দায়ে পড়ে স্ত্রী আচারের মত দিয়েছেন, আচ্ছাদনের নীচে বর দাঁড়িয়ে তোমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, শুভস্য শীঘ্রং এই কথা বোলেই পীড়িসুদ্ধ, কেরোলাইনকে তুলে স্ত্রী আচারের স্থলে লয়ে যাওয়া হলো। কোলের ছেলে কোলেই থাক, চিরপ্রচলিত চণ্ডীর পুঁথি ও কাজললতার স্থলে, সেই ছেলেটিকেই হুতম প্রতিনিধি বলে পেস করলেন। যখন সাতপাক ফিরিয়ে শুভদৃষ্টি করানো হয়, সেই সময় একজন পিতামহীদলের গৃহিণী সহর্ষে বলে উঠলেন, আহা! দিব্যি বরটি! প্রজাপতির কেমন খেলা, এই নূতন বরের মুখখানি ঠিক খোকার বাপের মুখের মতন। পতিব্রতা কেরোলাইন এই মর্ম্মান্তিক নির্ঘাত বাক্য শুনে পূর্ব্বপ্রণয় স্মরণ হওয়ায় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন।

জননীর রোদনে ঘুমন্ত শিশুটিও ট্যাঁ করে কেঁদে উঠলো। বর অবাক! যাঁরা স্ত্রী আচারের পিঁড়ি বহন কোচ্ছিলেন, তাঁরা এই ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি পিঁড়িখানি নামিয়ে দিলেন।

বর মনের দুঃখে ম্লান হয়ে মনে মনে আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন, খোকার মাকে বিবাহ কোরে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। দেখতে পাচ্ছি, পূর্ব্বপতির প্রতি এর পবিত্র প্রণয় আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বলবান। আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ কোত্তে এ যখন পূর্বপতির গল্প তুলবে তখন দম ফেটে আমার প্রাণ যাবে। নারকীগণ প্রেততত্ত্বের প্রভাবে সেই মৃত স্বামী যদি উপস্থিত হয়, তাহলে আরো বিভ্রাট! আমি হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে ব্রাহ্ম খাতায় নাম লিখিয়েছি বটে। কিন্তু তা

বোলে সদ্‌গোপ হয়ে ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে মহাপাতকে ডুবেছি। জগদীশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এখনি এই খোকার মাকে ডাইবোর্স কোরতে প্রস্তুত আছি। যে প্রতিজ্ঞায় বিবাহ করেচি, সে প্রতিজ্ঞা আর নাই, অনুতাপেই ডাইবোর্স কোল্লেম!

এখন সকলে দেখুন, দিব্যভাষে ব্রাহ্মমতে, একজাতির সঙ্গে অপর জাতির বিধবা বিবাহে কত বিপত্তি! খোকার মা পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ কোরে পূর্ব্ব স্বামীর জন্য রোদন কোল্লেন। কাজেই নূতন বর চৌরঙ্গীকে একদণ্ড পূর্ব্বের ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় ইস্তফা দিতে হলো! ফলবতীর বিবাহের এই চরম ফল।

কলকাতার শকবাজী / অজ্ঞাতনামা

একটি প্রশ্ন এই—হক্‌কথায় মুখ্য হল কে? এ শকের জলপান নয় যে ছোট ছোট ছেলেপিলেরা মড়্‌মড়্ করে চিবাবে আর রস পাবে, হিরে কাটা সোনার বালাও নয় যে সোনার চাঁদমুখীদিগের মন ভুলাবে। ব্রহ্মসঙ্গীত বা নিধুর টপ্‌পা নয় যে ভক্ত রসিক বা সাধুসজ্জনদিগের মন হরণ করবে। এ যদি শনিবারের বাগানবাড়ী বা বোতল হতো—তা হলে হাজার হাজার বাবুলোকের মন কেড়ে নিতে পাত্তো।

আমাদের হক্‌কথা কাগজে লেখা, লেখা পড়ে আমোদ পেতে কেউ এগোয় না, লেখাপড়ার নামে ভয় হয়। বড় ২ সৌখীন বাবুদিগের লেখাপড়ার নামে গায়ে জ্বর আসে, চূণ খেয়ে একবার মুখ পুড়েছে, এখন দই দেখতেও ভয় হয়। আমরা সব সৌখীন বাবুদিগকে অনুরোধ করে বলি এতে বড় মজা আছে একবার পড়ে দেখুন।

"একটি হাউসের" বেহারারা যে বাওয়ার জন্যে বাবুদিগের অনুরোধ করে, তাতে বাবুরা তাদের কথায় আগে বিশ্বাস করে না পড়ে একবার ঘরের ভিতর ঢুকে বুঝতে পারেন * * * * *

একবার টের পেলে আর ভুলতে পারা যায় না। আমরাও সেরূপ বলি একবার হক্‌কথা "টেষ্ট" করে দেখুন। কলিকাতাতে অনেক রকম শক্‌বাজী দেখা যাচ্ছে, যাদের শক নাই, তাদের সংসারে কিছুই নাই (যথারণ্যং তথা গৃহং)।

ফাষ্টক্লাশ শক—রূপলাবণ্য থাক্ আর না থাক বাবুর পেট মোটা চাই, ঘরের গিন্নীর সঙ্গে শকের সম্পর্ক অতি অল্প—একটি হলে পুরো শকবাজী হয় না। একজাত হলেও চলে না, ইহুদী সর্ব্বপ্রধান। কাশ্মিরী তার পর। বিলাতি হলে ভাগ্যের পরিসীমা থাকে না। ইয়ার, মোসাহেব দু'পাঁচজন সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে মন যুগিয়ে ফেরে। দিনের অধিক সময় ঘুমিয়ে কাটাতে হয়, রাতের বেলা নিশাচর হতে হয়। বাবু স্বয়ং গান বাজনা জানুন আর না জানুন, বুঝুন আর না বুঝুন গাওনা বাজনার মজলিস সরগরম রাখতে হবে, যদি বল ফাষ্ট ক্লাশ শকে আনন্দ কোথায়? আনন্দ আমোদ সব বোতলের ভিতর। বোতলের কার্ক খুলে আনন্দ বের কোরে নিতে হয়। সব বোতলে সমান আনন্দ মেলে না। বোতলের ভিতর কতকগুলি পলাশ পুষ্প, দেখতে সুন্দর,

গন্ধ নাই অর্থাৎ খেতে মিষ্টি, দর অধিক, আনন্দ অল্প, কতকগুলি কেতকী ফুল—পাঁপড়িতে কাঁটা, দেখতে তত সুন্দর নয় কিন্তু বেশ গন্ধ আছে, অর্থাৎ খেতে মিষ্টি নয়, নাকে চোখে গলায় ঘা মারে; কিন্তু অপার আনন্দ। কতকগুলি নিমের ফল, আগে তেতো, পরে মিষ্টি অর্থাৎ জিহ্বায় তেতো লাগে, চোখে মিষ্টি লাগে। এক এক জন অগস্ত্য মুনি রাখতে হয় যে এক চুমকুড়িতে একটি সমুদ্র শুষতে পারে। পাঠক মহাশয়! বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কথা শুনে থাকবেন ফার্স্টক্লাশের বাবুরাও নবরত্ন গুচিয়ে সভা করেন। যিনি সর্ব্বদা কাছে থেকে মন যুগিয়ে জল উচু নীচু বলেন, তিনিই সেই সভার কালিদাস। অন্যেরা যাই শুনুক এর কথা বাবুটির কানে কালিদাসের কবিতার ন্যায়। বাবু স্বয়ংই প্রধান রত্ন, রত্নমালার মধ্যে মণি। বরাহ-মিহির প্রভৃতি অপর কয়জনের, কেহ বাগান বাড়ীর ম্যানেজার; কেহ চাঁদমুখী বাগানবাসিনী প্রেয়সীর খবরবার্ত্তা ও সমাচার দাতা কেহ বা বাই খেমটা মহলের কর্ত্তা; কেহ বাদক, কেহ কেহ বা সুরসিক বিদূষক। বৈঠকখানাতে তাশ পাশা দাবা খেলার উনন রাবণের চিতার ন্যায় রাতদিন জ্বলছে। ইচ্ছা হলো লাক টাকা জলে ফেলতে হবে, তাই কচ্ছেন ইচ্ছা হলো ছেলের হাতের সন্দেশ, জিলিপি, কেড়ে খেতে হবে, তাতে তিলমাত্র বিলম্ব নাই। এদিগে অনেক দূর মোসাহেবা আছে। এদিকে প্রথম সেনের (বল্লাল সেন) সামাজিক নিয়মাদি রক্ষা করা আছে। আর দিগে দ্বিতীয় সেনের (উইল সেন) হোটেলে গিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও আছে। অন্যদিগে তৃতীয় সেনের (কেশব সেন) গিরজায় যাওয়ার রীতি আছে। পাঠক মহাশয়! তিন সেন হাতে আছে, এর সঙ্গে আর এক সেন জোটাতে পাল্লে এক হুন্দর মারা হয়। ফাষ্ট ক্লাশের সৌখীন লোক আজকাল কলিকাতায় বড় নাই, দুই একজন আংশিকরূপে আছেন। কলিকাতার শকবাজির দুরবস্থা দেখে সিঙ্গীদাদা মহাকুম্ভীপাক থেকে মাথা উঁচু করে উঁকি মেরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছেন, আর মুচকে হাসছেন।

সেকেণ্ড ক্লাশের শকবাজি। দুচারজন মোসাহেবও আছে—দুএকখানি বাগানবাড়িও আছে। ফকিরও খালি নয় জঙ্গলও খালি নয়। যখন বাগান আছে তখন সব আছে, গান বাজনা ও নাচ উপলক্ষে সর্বস্ব খরচ কত্তে প্রস্তুত। ফাষ্ট ক্লাশের সৌখীন বাবুরা কলিকাতা ছেড়ে কোন জায়গায় স্নানযাত্রা কি রথযাত্রায় যান না। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাশের বাবুরা কোন বিদেশে পর্ব্বের নাম শুনলে অমনি রণমুখোবীর ও মধুমুখো ভোমরার ন্যায় ছুটে যান। দাদা মহাশয় বলেছেন টাকা কড়ির অকুলন হলে সুদু প্রেমে মজে। হতভাগী নির্ব্বংশের বোরা

সঙ্গে যায় না, বাড়ীর মাসী কি পিসীকে সাজিয়ে নিতে হয়। আজকাল আর সেদিন নাই—ওতে শকবাজি হয় না। ওরূপ কল্লে অধিক বাহবা মেলে না, এখন আর এক ফেসন হয়েছে ফ্রেণ্ডের সহিত বদল করে শকবাজী কত্তে হয়।

থার্ডক্লাশের শকবাজী—টাকাকড়ির অভাবে ফাষ্টক্লাশে ঢুকতে যে না পারে, অথচ সেকেণ্ড ক্লাশে যেতেও ইচ্ছে হয় না তাঁরাই মনের দুঃখে শরীরের জ্বালায় বিবেকী উদাসীন হয়ে এই ক্লাশে প্রবেশ করেন। এই ক্লাশের এমনি গুণ, ভাল ভাল সাজ পোষাক কত্তে ইচ্ছে হয় না, পমেটম্ দিয়ে টেড়ি বাগান হয় না, আতর গোলাপ ও ল্যাভেণ্ডার মাখতে ইচ্ছে হয় না, কোন এক জায়গা ঠিক করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, আর নিমন্ত্রিতপত্র বিলি করে কতকগুলি ছোঁড়া জুটিয়ে লিখে, মুখে "লেকচার" দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ জাতিভেদ প্রভৃতি লক্ষ্য করে কাঁদতে হয়।

ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া কাগজ পরে, চুল এলিয়ে, নাকে চশমা দিয়ে ফিলজফার সেজে রাস্তায় বেড়ান হয়। ওই পল্লীতে এপিডেমিক হয়েছে, অমুক জায়গায় লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই, অমুক জায়গায় নাইট স্কুল কল্লে ভাল হয়, এসব কথা নিয়ে রাতদিন জেঠামি প্যাকামি। এই গলিতে পাদরিসাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া, ওই মেলাতে "জন্মার ভেষ্টব" ব্রাহ্মমতের পোষকতা, রামমোহন রায় কিছু নয়, বিদ্যাসাগর কিছু নয়, দেশে কিছু হচ্ছে না, এসব কথা নিয়ে সর্ব্বদা গুমর করা হয়। বিনা পয়সার "চেরিটিতে" লুকিয়ে চুরিয়ে না করা হয়, এমন কুকর্ম্ম সংসারে অতি অল্প আছে। এদের মধ্যেও অনেক মতভেদ আছে, কেহ কেহ খ্রীষ্টকে অবতার বলে মানেন, মাতা পিতা ভাই বন্ধু সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পাপ বোধ করেন। গলার পৈতে ছিঁড়ে ফেলে বাহ্যিক পৌত্তলিকতা হতে মুক্তিলাভ করেন। কেহ কেহ বাড়ীর মায়াও ছাড়েন না, পৈতেও ছেঁড়েন না, হিন্দুরা বোঝে হিন্দুয়ানীতে বিশ্বাস আছে, অনেকে আবার বিশ্বাস নাই বলে জানে। কেহ কেহ আবার এর কিছুই মানে না। ঈশ্বর উপাসনা মানেন—ঈশ্বর মানেন না। স্ত্রীপূজা, মেয়ে পূজা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, এরা এই ক্লাশের মধ্যে ইদানীং বড় প্রধান হয়ে উঠেছে, এদের শক বড় অদ্ভুত, এই ক্লাশে আজকাল অনেক ছেলে ছোঁড়াকে ঢুকতে দেখা যায়, হঠাৎ এগুলি শিখতে পারা যায় না। গোপনে নির্জ্জনে জেঠামির তালিম দিতে হয়, আগে বেশ করে প্যাকাম শিখতে পাল্লে পরে প্রকাশ্যে থার্ড ক্লাশের শকবাজি করা যেতে পারে। সেই ছেলেদের জ্যেঠামির তালিম দেওয়ার সভাকে "সঙ্গত" বলা যায়। যাত্রা পাঁচালি, আখড়াই প্রভৃতি গানের তালিমে যেমন একজন অধিকারী অর্থাৎ

গুরু থেকে সব শিক্ষা দেয়, সেরূপ সঙ্গতেও এক একজন গুরু ছোঁড়াদিগকে আন্তরিক বাহ্যিক, পারিবারিক, দাম্পত্যবিষয়ক প্রভৃতি বেশ করে শিখিয়ে দেয়।

ফোর্থ ক্লাশের শক—যত পাজি পাজরা সব এই ক্লাশের মধ্যে। এরা পয়সা না থাকার গতিকে মদ কিনে খেতে পায় না, জোড়ি খেয়ে পিত্ত রক্ষা করে। গাঁজা, গুলি, চরস ও সিদ্ধিতে সর্ব্বদা ভোঁ ভোঁ, রোজ মাঠে পরের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা। মাছ ধরা, কুকুর পোষা, পিস্তল দিয়ে পাখি শিকার করা, দাঁও, পেঁচ, কুস্তি, ডন্ অভ্যাস কত্তে বদমায়েসদের আড্ডায় যাওয়া, আজ সোনাগাছির অমুক জায়গায় বাগান হয়েছে, তারি মুখে গাইয়ে * * * কাল মেছোবাজারের অমুক জায়গায় চৌদ্দ পুরুষের মুখে পিণ্ডিদান হয়েছে তারিজন্যে গুণ্ডা জুটিয়ে দাঙ্গা কত্তে যাওয়া হবে। কোথা খেতে হয়, কোথা শুতে হয়, কখন খেতে হয়, কখন শুতে হয়, কখন চলতে হয়, কখন বিশ্রাম কত্তে হয় তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই। অনেককাল পূর্ব্বে ফার্স্ট ক্লাশের সৌখীনেরাই হাতীতে চড়ে বন্দুক নিয়ে হরিণ বাঘ শিকার কত্তে সুন্দরবন প্রভৃতি জায়গায় যেতো, আজকাল সেরূপ শকের গুমর নেই বলে তারা এখন ওরূপ শক "এবলিস" করে দিয়েছে। ফোর্থ ক্লাশের হতভাগারাই পাখী শিকার করে করে বন্দুক পিস্তলের মান রেখেছে। এদের গানবাজনার শক নাই, যাত্রা পাঁচালী শুনতে না গিয়ে ডন্‌গিরের লড়াই ও গুণ্ডার বদমাএসী দেখতে যায়—কখন শক করে চুরি, ডাকাতি করে।

ফিফ্‌থ ক্লাশের শক—এই ক্লাশে যত স্কুল বয় দেখতে পাওয়া যায় সেই সতীলক্ষ্মীর ঘরের ছেলেগুলিকে ঈশ্বর নিজের হাতে বানিয়েছেন। মাথায় লম্বা টেড়ি, হাতে দুচারখানি কেতাব, টেঁকে পয়সা ও পানের খিলি, চোখ দুটি লাল, দেখলে বোধ হয় যেন পেটের ভিতর স্পিরিটের বাবা ঢুকেছে, প্রত্যহ দশটার সময় প্রায়ই স্কুল ঘর অপবিত্র কত্তে যাওয়া হয়। "ফ্রেণ্ড" দিগের উপর এত প্রেম যে মেছোবাজারে যাওয়ার আর অবকাশ হয় না। এ ক্লাশে গান বাজনা শিক্ষা হয়ে থাকে। ডন্, কুস্তি, দাঁও, পেঁচ, অভ্যাস হয়ে থাকে, কখন টাকা ধার কর্‌তে হয়। ছেলের ফ্রেণ্ডদলের দৌরাত্ম্যে মা বাপের বাড়ী টেঁকা ভার। ভাল কাপড় চোপড় না দিলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবার ভয় দেখান হয়।

সিক্স্থ ক্লাশ—এই ক্লাশে যুবক প্রায় দেখা যায় না, সমুদয় "ওল্ড" হিন্দু। এদের কোন হিন্দুয়ানা পর্ব্ব দিনে এক একেবারে গঙ্গার জোয়ারের মত ফুলে

ওঠে। নাচ, গান আর তামাসার প্রতি শক যায় না, কতকগুলি গরিব, দুঃখি, কানা খোঁড়া, বৈরাগী, ভাট, আর দুয়ারি ধাম চাল নিয়ে হুড়োহুড়ি, মারামারি, পেটাপিটি, দাঙ্গাদাঙ্গা এক মুঠো চাল ছড়িয়ে দেয় আর হাজার কেঙ্গালী জুটে কুঁড়ে করে জখম হয়ে যায়। কারু চোক কানা হয়, কারু নাক ভেঙ্গে যায়, [illegible] মুখে রক্ত ওঠে। শকের বিষয় বিস্তারিত লিখতে গেলে অনেক লিখতে [illegible] হয়, আজ লেখবার সময় নাই, সংক্ষেপে কিছু বলা [illegible] — [illegible] ভাল কোরে বিস্তারিত বলা হবে।

গীত।

সুর বাউল।

দুনিয়া [illegible] ভেকের ভাজি।
তাতে [illegible] কেবল শকবাজি॥ (ধুয়া)
শক নাই যার সেই মরা।
সেখানের নাই মৃত্যু জরা,
শকের নৌকা সুখেই ভরা,
হায়গো তাতে সৌখীন মাঝী।

শক এমন চিজ, সাধনের বীজ, একেবারে মন ঠাণ্ডা করে। গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা মতিচুর যেন মনটা হরে।

শক বিনা কি জুড়ায় প্রাণ, শকে মুক্তি শকে ত্রাণ; শকের সিদ্ধ পীঠস্থান হাড়কাটা আর সোনাগাজি।

হায় মরি হায়, দিন বয়ে যায়, শক কর এই বেলা, ছড়িয়ে, ভাব গড়িয়ে খেলাও শকের খেলা!

শকের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে, নেচে বেড়াও তাল ঠুকে। বাপের টাকা দেও ফুঁকে, মোসাহেবের সঙ্গে সাজি।

ওরে মন পাজি, শকে হও রাজি; শোনরে আজি, দয়া করবেন গুরু আর গাজি। শকে মজ, শকে ভজ রসিকের এই কারসাজি।

হক্‌কথা—অজ্ঞাতনামা

নিষ্কলঙ্ক প্রভুদের মেলা / ভাঁড় সংকলিত

হুটুম গোঁসায়ের আস্তানা লোকে গিজ ২ করচে। ঝাঁপটাকাটা, উল্‌কিপরা, ডাইমনকাটা, খাঁদানাকী, চেরণদাঁতী, পোঁটাচুণী, পেঁচামুখী প্রভৃতি ভালমন্দ চেহারার আজ-বিবি-নাগাদ নাতিপুতির বয়সী রঙ্গিনীগণ, আর থর-কামানে, হাড়হাবাতে, মড়াকেঠো, গোবরগণেশ, নবকার্ত্তিক, বাবরিচুলো, ঝাউগুঁফো, কাছাখোলা মোল্লা প্রভৃতি অ্যাণ্ডাবাচ্ছা ও বুড় রামশাল্ কি গোচ মৰ্দ্দরা একেবারে ঘেঁষাঘেষিতে জমাটবেঁধে আছে, বাড়ীতে চোখ মেলবার স্থান নাই। ছাতে বারাণ্ডায় পেতেনে, পুঁই-মাচার উপর কাণাচে, ঝোপেঝাঁপে, নাগাদ শিকেয় ঝুলে লোকের গাদী লেগেচে, তার মাঝে "ওমা, কত্তা কি ভূঁড়ে গো"—"মা গো এম্নি কোরে কি পা মাড়াতে হয়—'আ মর ছোঁড়া'—'বুড় মিনষের রঙ্গ দেকো'—'শ্যামসুন্দর মদনমোহন বংশীধারী' প্রভৃতি রসাল বাক্যালাপ হচ্চে। ...হুলস্থুল পোড়ে গেল, হুটুম গোঁসাই চটকে যাবার ভয়ে কোণে দাঁড়িয়ে কষাকষিতে শরীর তুর্ব্বল করবার বিশেষ যত্ন পাচ্চেন, বটুক সাঁই সকলকে অভ্যর্থনা করতে ক্ষান্ত হয়ে এই ওক্তে 'কেষ্ণনীলের' অনুকরণ করচেন,...সে দিন নিষ্কলঙ্ক ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়দের একটা মেলা, হুটুম গোঁসাই হেমকে অভ্যর্থনা কোরে বললেন যে, 'আমাদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার দলের মতান্তর জন্ম উভয় দলের যে খেদ ছিল এখন আমার যত্নে আর ঘোষপাড়ার কৰ্ত্তা মহাশয়ের সম্মতিতে কুশলেন্দ্র আচার্য্য মশয় অনুগ্রহ কোরে এখানে সশিষ্যে এসেচেন, এতে তুই দল এক হবে। কুশলেন্দ্র প্রাচীন লোক তাঁর মাথাটি আগাগোড়া কামান, আকার সম্পূর্ণ ভদ্র লোকের মতন, প্রকৃতি কিঞ্চিৎ চঞ্চল. আর তিনি বাকচাতুরীতে বড় নিপুণ। হুটুমগোঁসায়ের শিষ্যেরা গুজুগুজু করচে যে, কুশলেন্দ্র মূলে কৰ্ত্তাভজা নন, তিনি একজন প্রাচীন নৈয়ায়িক, পয়সা পেলে তিনি সব কৰ্ম্মে ও সব দলে আছেন। এ কথা কত দূর সত্য আমরা বলতে পারি না।...

কুশলেন্দ্র মঙ্গলাচার কোরে আগমনি গেয়ে এই বক্তৃতা কল্লেন,

'ধৰ্ম্ম' কারু হাত ধরা নয়, সকল জাতিরই ধৰ্ম্ম' আছে। সৃষ্টির আদিমাবস্থায় ধৰ্ম্ম' এক রূপ ছিল, তখন বোধ হয় আদিম জাতিরা বন্যজাতির মতন ইন্দ্রায়ুধ, কাদম্বিনী, উল্‌কা, বায়ু, সমুদ্র ও অগ্নি প্রভৃতিকে পূজা করতেন। বেদের মত ধরতে গেলে (আর সে মত অখণ্ডনীয়) নিরবয়ব জ্যোতিরূপ পরব্রহ্মই অনাদিপুরুষ। পুরাণের মতে তাঁর দশ অবতার হয়। যদিও পূৰ্ব্বাবধি পঞ্চোপাসক ছিল তথাপি, প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্মই

ছিলেন, পরে ঐ পঞ্চ উপাসকের প্রত্যেক দল কালে কালে নানা সংজ্ঞায় ভিন্নভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, শক্তি ও গাণপত্যেরা ভারতের ভিন্নভিন্ন দেশে ভিন্নভিন্ন মতে ব্যাপ্ত হয়েছেন! পূর্ব্বে মূর্ত্তি পূজার বিশেষ প্রথা ছিল না, রূপ কল্পনা, কোরে পূজা করা বিরল ছিল, ক্রমে শাস্ত্রের চর্চ্চায় এক এক ধর্ম্মনিরত রাজা, কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কেউ জাতি বর্ণের উচ্ছেদ কোরে, কেউ শঙ্করবর্ণের সৃষ্টি কোরে, কেউ জাতি মর্যাদা বর্দ্ধন কোরে, মানবধর্ম্ম নানাকারে প্রচলিত করেন, নতুবা ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে নিয়ম কোরেছেন, যাহা মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে বিস্তার রূপে প্রচার আছে, তাহাই চিরকালের ধর্ম্ম বোলে পরিগণিত হয়, তন্মধ্যে ঋষিরা বিশেষ কোরে যুগভেদে ধর্ম্মভেদ নির্ণয় কোরে তাহা আপনাপন প্রণীত সংহিতায় লিপিবদ্ধ করেন। .... কুশলেন্দ্র এই বোলে বক্তৃতা পর্য্যাপ্ত করলে হুটুম গোঁসাই দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে এক 'হাঃ' কোল্লেন, বটুক সাঁই প্রভৃতি শিষ্যেরা রেগে লাল হয়ে কুশলেন্দ্রকে সভার নামে অপদস্থ করতে উদ্যত, কেউ কেউ তাঁকে ঠেস কোরে 'বুড় শালিক আবার কেষ্ণ বোলবে' বোলে ব্যঙ্গ করতে লাগল, কেউ মুখভঙ্গী ও বিদ্রূপে তাঁকে উচিতমত গুরুদক্ষিণা দিলে, কেউ বল্‌লে 'বুড়র তিন কাল গেছে এককাল ঠেকেচে তাতে বুদ্ধিসুদ্ধ লোপ পেয়েচে' শেষে সকলে জড়িয়ে বুড়কে নাস্তিক স্থির কোরে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে অগ্রসর। ধুমধড়কা লেগে গেল, হাঁকের চোটে ভূত পালায়, ঝকড়া গণ্ডগোলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল, তিড়িং কোরে লাফান, চাঁদমুখে ভেঁউচন, ঘুষির কসরৎ করা, বাগিয়ে লাঠি ঘুরাণ, গলা খাঁকরি দেওয়া, গাল বাজান আর হাততালি দেওয়াতে রঙ্গভূমি মাত কোরে তুললে, ভারী আখোজ বেধে গেল, আচার্য্যের দল সরবার চেষ্টায় এই মিষ্টি উত্তর গেয়ে আসর স্বরগরম কল্লেঃ

হায়রে কলির চেলা ফুট্-ফাট্ ফুট্!
বিশমোল্লায় ঝুট্
সব ফাকী জুকী ছুট্
ধর্ম্মের দোহাই মেগে দেশ কল্লে ভুট্
কত্তার কাঁথা ঢেকে।
কাঁথা ঢেকে, যীশু ডেকে, মুখে ব্রহ্ম বোল্
বাজে পীর কীর্ত্তন খোল তোমার সভার আগে।
সভার আগে, দিশে লাগে কালুধর্ম্ম রায়
মজার বুজরুকি দেখায়, চেপে ঘাড়ের মাজে।
ঘাড়ের মাজে শিঁতে সাজে পর লট্ পট্ বুট্
হায়রে কলির চেলা ফুট্-ফাট্-ফুট্!

মরবো তবুও হারবো না / অজ্ঞাতনামা

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী একমাত্র পুত্র কালীকুমারকে লইয়া বিধবা হইয়াছেন। বৃদ্ধা ত্রিপুরাসুন্দরীর একটু শুচিবাই ছিল। দুর্গাপুরের শিবরাম গোস্বামী মহাশয় বেশ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বলিয়া ত্রিপুরা তাঁহার কন্যা হৈমবতীর সহিত স্বীয় পুত্র কালীকুমারের বিবাহ দিলেন। ত্রিপুরার ধারণা ছিল যে গোসাই বাড়ীর মেয়ে বেশ শুদ্ধাচারিণী হইবে। কিন্তু পুত্রের বিবাহের পর দেখিলেন হৈমবতী সেরূপ হইলেন না। সাধারণ বালিকাদিগের যেমন আচার ব্যবহার হৈমবতীরও ঠিক তাই।

ছোঁয়া নাড়া লইয়া ত্রিপুরার সহিত হৈমবতীর মাঝে মাঝে দুই এক পাল্লা ঝগড়া হইয়া গেল। ফলে শাশুরী বৌ উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হইল। কালীকুমার মাকে বাঘের মত ভয় করিত; কলির ছেলে বৌকেও কোন কথা বলিবার সাহস পাইত না, কাজেই শাশুরী ও পুত্রবধূর বিবাদের মীমাংসা হইল না. বিবাদ ক্রমশঃ তুমুল হইতে লাগিল।

প্রায় তিন মাসকাল উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ আছে। এমন সময় হঠাৎ ত্রিপুরাসুন্দরী খুব কাহিল হইয়া পড়িলেন। এবার কিন্তু হৈমবতীর শুশ্রূষা ভিন্ন ত্রিপুরার উপায়ান্তর রহিল না। কালীকুমারের অনুরোধে হৈমবতী শাশুরীর সেবা করিতে লাগিল বটে কিন্তু কথাবার্তা বন্ধই রহিল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হৈমবতী প্রত্যক্ষভাবে "মা ঔষধ খান" এইরূপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া "ঔষধ খাবার সময় হ'য়েছে" এইরূপ পরোক্ষভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল।

ত্রিপুরারও জল খাইবার দরকার হইলে "বৌমা জল দাও" এইরূপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া বলিত "একটু জল পেলে খেতাম"। জেদ বালিকা হৈমবতীরও যেমন, শয্যাগতা বৃদ্ধা ত্রিপুরারও তেমনি। মরণকালেও ত্রিপুরা তেজ বজায় রাখিতে ত্রুটি করিতেছে না।

হৈমবতীর ও ত্রিপুরার এই মনোমালিন্য ঘুচাইবার জন্য একদিন কতকগুলি প্রতিবেশিনী কালীকুমারের বাড়ীতে সমবেত হইয়া হৈমবতীকে বলিল "দেখ বউ, ঠাকরুণের একমাত্র পুত্রবধূ তুমি; বুড়ো মানুষ যদি কখনও কোন রূঢ় কথা বলেই থাকে, তাকি মনে করে রাখতে আছে? এস, শাশুরীর

কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা কও। তবুও তিনি মরবার সময় একটু সুখী হবেন, চল গিয়ে তাঁকে ঠাকুর দেবতার নাম শুনাওগে।"

হৈমবতী বহু পীড়াপীড়ির পর একটু নিমরাজি হইয়া ত্রিপুরার শয্যার পাশে গিয়া বসিল। প্রতিবেশিনীগণ তাহাকে ঠাকুর দেবতার নাম শুনাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করায় হৈম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হরি বলতে হয় ও তাই হো'ক।"

ত্রিপুরাও মরণকালে স্বীয় তেজ বজায় রাখিবার জন্য উত্তর করিল—"হরি বলিত. লোকের কথায় বল্‌চিনা; বলিত সেইখানেই (যমপুরীতে) বল্‌ব।" প্রতিবেশিনীগণ উভয়ের মরণকালেও বধূবিদ্বেষ দেখিয়া নিরস্ত হইল।

কলির কৃপায় ও বাবুদের নবরুচিতে এমন শাশুরী-বৌ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

কলিকাতা হাট হদ্দ / হীরালাল মুখোপাধ্যায়

(হ. ল. ম. প্রণীত)

ত্রিপদী।

যার কৃপাবলে, পৃথ্বী মণ্ডলে,
জীবে করে চলাচল।
যিনি মুক্তিদাতা বিধির বিধাতা,
খণ্ডে কেবা বিধি বল॥
যাঁর সুনিয়মে, এই ধরাধামে,
ভ্রমে সব নিরন্তর।
নয়ম যাঁহার, করিছে প্রচার,
নির্জীব সজীব নর॥
যাঁর নাম ফলে, চতুর্বর্গ ফলে,
নাহি ফলে অন্য ফল।
সেই ভগবান, সর্ব্ব শক্তিমান,
করুণ তোমার সুমঙ্গল॥

নান্দ্যান্তে সূত্রধার। সকল জন মনোহারী বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ শোভিত নানালঙ্কার বিভূষিত সভ্য জন সমাকীর্ণ সভার কি আশ্চর্য্য শোভাই সমুৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যে ২ কাচের স্থানে স্থানে দীপমালা প্রতিফলিত হওয়াতে সূর্য্যাংশুর ন্যায় কিরণসমূহ বিস্তার করিতেছে। কোথাও বা কাষ্ঠাসনের বর্ণবৈচিত্র্যে সভামণ্ডপ অপূর্ব্ব মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। স্নিগ্ধ সৌগন্ধি জনক পুষ্পমালায় চতুর্দ্দিক আবৃত করাতে অলকাপুরীর ন্যায় ভ্রম জন্মাইতেছে। এরূপ স্থলে কোন প্রকার বাক্‌পটুতা প্রকাশ না করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া থাকা আমার ভাল দেখায় না। অতএব কোকিলকণ্ঠী প্রিয়ারে আহ্বান করি, না আপনিই সকলের মনোরঞ্জন করিয়া যাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বগতঃ। বিদ্যা এই বারেই ছাপি্ এ উটেচে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, শেষে চলাচলি হয়ে ছড়এ পড়লে আর তোলাই ভার হবে, অতএব প্রিয়াকেই আহ্বান করি।

প্রকাশ। প্রিয়ে একবার এই মনোহর সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া কোকিল সুস্বরে গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন কর।

নেপথ্যে। নাথ এতদিনে এ অধিনীকে দাসী বলে কি মনে পড়েছে! কি সুপ্রভাত আজি প্রাণনাথের বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া চিত্তচকোর চরিতার্থ হইবে। আজি মিষ্ট আলাপনে পতি সোহাগিনী হইয়া শরীর ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। তানলয় বিশুদ্ধ মধুর স্বর সংযোগে গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে যে শিক্ষা করিয়াছিলাম আজি তাহার সফল হইল।

নটী। (সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া) নাথ! এ অসময়ে অধিনীকে কেন আহ্বান করিলে বল দেখি।

নট। কোকিল কণ্ঠে তান লয় বিশুদ্ধ মধুর স্বর সংযোগে গান করিয়া সভাসীন সভ্যদিগের কৌতুহলচক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। এক্ষণে উপদেশ গর্ত্ত কোন সুশ্রাব্য নাটকের অভিনয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন কর।

নটী। আঃ অচল। সুখবিনিঃসৃত গীত বাদ্য কি সভ্যদিগেব সন্তোষ দায়ক হইবে, না অশ্রদ্ধাস্পদ হইবে বলিতে পারি না।

নট। প্রিয়ে তোমার মধুরস্বর, অঙ্গের বিভঙ্গি ভাব, স্ত্রীস্বভাব সুলভ বিলাস বিভ্রম মনোরঞ্জন করিবার অব্যর্থ সন্ধান কখনই নিষ্ফল হইবার নহে।

নটী। নাথ। আজও কি তা জান না, শিক্ষিত হইলেও শ্রোতারা যে পর্যন্ত না পরিতোষ লাভ করেন, সেকাল পর্য্যন্ত কেহই আপনার বাক্য প্রয়োগকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। আত্মজ্ঞানে শিক্ষা বলবতী হইলেও অন্যের পরিতোষ কাল পর্য্যন্ত আপনাতে অবিশ্বস্ত হইয়া থাকিতে হয়। ভাবিয়া দেখুন রুচি সকলের সমান নহে, কেহবা কথাচ্ছলে বাক্ পটুতা ও রসিকতা শুনিতে ভালবাসেন, কেহবা উপদেশ গর্ত্ত নীতি সকলেই সন্তুষ্ট হন, কেহবা অমূলক পরিহাসপূর্ণ বিষয় সকল পড়িতেই সর্ব্বদা অভিলাষ করেন। এরূপ বিভিন্নরুচি সভ্যদিগের সন্তোষ সম্পাদন করা অবলা স্ত্রী জাতির কিরূপে সম্ভবিতে পারে।,

নট। প্রিয়ে সত্যই বলিয়াছ কিন্তু গুণিগণ সমক্ষে দোষ প্রকাশিত হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া দোষশূন্য ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকেন অতএব প্রিয়ে অনুরোধে তোমাকে আমার এই সাধ মিটাইতে হইবে।

নটী। নাথ। তোমার সাধ মিটাই তার ক্ষতি নাই পাছে আমার পক্ষে প্রমাদ হইয়া পরে তাই ভাবতেচি। যাহা হউক এক্ষণে তোমারই অভিলাষ পূর্ণ হউক [বলিয়া স্বরসংযোগ।]

ত্রিপদী।

দ্বাপরের শেষ ভাগে, কলি মহাঅনুরাগে,
সকল বিভাগ আক্রমিল।
অধর্ম্মাদি সহচর, করি রব ভয়ঙ্কর,
দেশে আসি প্রবেশ করিল॥
অকাল মৃত্যুর ভয়ে, শিশু সব ভীত হয়ে
আশ্রয় করেছে মাতৃক্রোড়।
অসতীর গুণপনা, সতী ভয়ে ত্রস্তমনা,
সদা আছে করি কর জোড়॥
তথাপি না মন চায় দাম্পত্যে না সুখ চায়,
একি দায় চায় পরদার।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার হয়েছে অধিকার॥
নহে পর হিতেরত, চৌর্য্য বৃত্তি শত শত,
কলির এমনি অবিচার।
মান্য নহে সাধু মত, অসাধু ব্যাভার যত,
অঙ্গনা চাহেনা পতি আর।'

নেপথ্যে। কলি। কেরে পাপিয়সী ডবৃত্তে পিশাচ। আমার রাজ্যে বাস করিয়া আমারি নিন্দা করিতেছিস্ (বলিয়া অধর্ম্মাদি সহচর সমভিব্যাহারে আত্মগুণ প্রকাশ করিতে করিতে সভা মধ্যে উপস্থিত।)

নটী। নাথ। আর বিলম্ব করা উচিত নহে (বলিয়া উভয়েরই প্রস্থান।)